Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

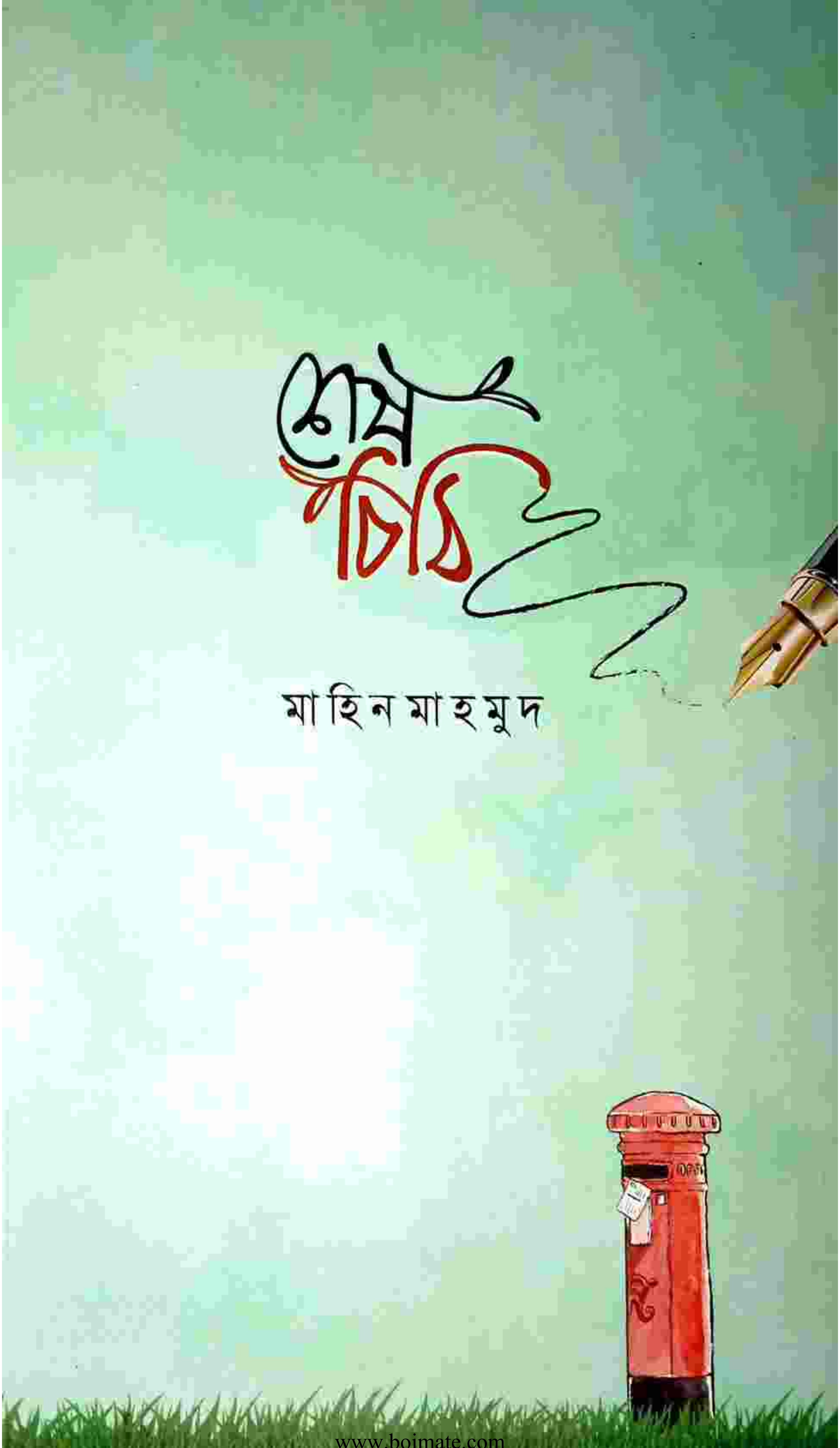

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসেবে মাহিন মাহমুদ এই সময়ের একটি পাঠকপ্রিয় নাম। গ্রামীণ পরিবেশের রূপ, রং এবং সৌন্দর্য গায়ে মেখে তার বেড়ে ওঠা। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনার সূচনা। এরপর বাবার ব্যবসার সুবাদে শহরমুখো হওয়া এবং মাদরাসাশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

তিনি ভালোবাসেন স্বপ্ন দেখতে। স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটি দেশের। যে দেশের মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা হবে প্রকৃতির মতোই সুন্দর এবং মায়াময়।

কিন্তু, সমাজের চিত্র এর ব্যতিক্রম। এ চিত্র তাকে ব্যথিত করে। ব্যাকুল করে হৃদয়। তবুও তার স্বপ্ন —সমাজ একদিন বদলাবেই। দিন বদলের স্বপ্ন নিয়েই তিনি কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজের কাছে সে বার্তা তিনি পৌঁছাতেও পেরেছেন। লিখেছেন 'আঁধার মানবী', 'শেষ চিঠি', 'একটি লাল নোটবুক', 'পুণ্যময়ী', 'প্রাসাদপুত্র'-এর মতো পাঁচ-পাঁচটি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

বইগুলোর অবস্থান এখন পাঠকপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে। লেখনীর মাধ্যমে তিনি পেরেছেন সমাজের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তুলে ধরতে। ফেসবুক আর ইউটিউবে আকৃষ্ট যুবসমাজকে তিনি পেরেছেন বইপাঠের প্রতি উৎসাহিত করতে।

দ্বীনের প্রসার এবং সুন্দর, সুশোভিত সমাজ বিনির্মাণে তার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। আমরা লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

মাসুম বিল্লাহ
শিক্ষক,
জামিআতুল আজিজ আল ইসলামিয়া,
(ঢাকা উদ্যান), মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

محمد راشد الإسلام

جنّات

শেষ চিঠি

PDF – جنات

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অ র্প ণ

উপন্যাস লিখতে গিয়ে
মাঝে মাঝে এর
চরিত্রগুলোকে রক্ত-মাংসের
মানুষ মনে হয়েছে।

বইটির আহসান চরিত্রটির
সঙ্গে যদি রক্ত-মাংসের
কেউ নিজের জীবনের মিল
খুঁজে পান, এই উৎসর্গপত্র
তাকে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুরুর কথা

'শেষ চিঠি' আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস *'আঁধার মানবী'* পড়ে টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক পাঠক কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তার মন্তব্যের একাংশ দিয়েই ভূমিকাটা শুরু করছি—

'আঁধার মানবী' পড়ে আমার পরিচিত একজন মানবী আঁধার থেকে বেরিয়ে আসার নিয়ত করেছে এবং সেই লক্ষ্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। একদম বাস্তবধর্মী একটা লেখনী। পড়ার সময় মনে হয়েছে, পুরো ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি।'

প্রথম লেখা উপন্যাসে আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছ থেকে এত পরিমাণ প্রেরণা পেয়েছি, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

এই অনুপ্রেরণাই আমাকে *'শেষ চিঠি'* লেখার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চেষ্টা করেছি আরও ভালো কিছু করার। চেষ্টা সফল হয়েছে এটা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। এই অধিকার একমাত্র পাঠককুলের।

লেখালেখির শুরুটা অনেক আগে থেকে হলেও আমি আসলে একজন পাঠক। ছাত্রজীবন থেকেই শ্রদ্ধেয় আবু তাহের মেসবাহ, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার-সহ অনেকের বই পড়ে আসছি। বলা যেতে পারে, এদের লেখা পড়ে পড়েই লেখালেখির প্রতি উৎসাহ পেয়েছি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'শেষ চিঠি' কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং কিছু পরিবর্তনের গল্প। পড়ুন। আত্মবিশ্বাস থেকেই বলছি, ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

সবার জন্য শুভ কামনা।

দোয়া প্রার্থী
মাহিন মাহমুদ

বইটি নিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত
জানাতে পারেন এই ঠিকানায় :
mahinmahmud7@gmail.com

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১

'বাবা শুনছ?'

'বল মা!'

আমার দিকে না তাকিয়ে 'বল মা' বললে হবে না। তাকিয়ে বলো। তাকাতেই হবে?

'হুম।'

মিজান সাহেব মনোযোগ দিয়ে সংসারের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দেখছিলেন। সংসারে দিনদিন অপচয় বেড়ে যাচ্ছে। আলেমদের ওয়াজ নসিহত শুনে এবং তাবলিগে যাওয়ার কল্যাণে তিনি জেনেছেন, অপচয় করা অন্যায়। মিতব্যয়িতা ভালো গুণ। সংসার খরচ যাতে মিতব্যয়িতার মধ্যে হয় এই জন্যই মিজান সাহেব খাতা কলমে হিসাব রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি খাতা থেকে চোখ সরিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাই নে। তাকালাম।

'ধন্যবাদ বাবা।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না জনাবা! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।'

নওশিন বাবার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না কথাটা কীভাবে বলবে। মিজান সাহেব মেয়ের অবস্থা দেখে বললেন, 'কাঁচুমাচু করতে হবে না। কী বলবি বলে ফেল।'

'বাবা।'

'হুম।'

'আমার কিছু টাকা লাগবে।'

'টাকা লাগবে কেন? সেদিনই তো তোর মায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিলি!'

নওশিন বলল, 'বাবা আমাদের কলেজ থেকে সবাই ট্যুরে যাচ্ছে। আমাকেও সবাই ছেঁকে ধরেছে; নিয়েই যাবে। তুমিই বলো, আমি না গেলে খারাপ দেখায় না?'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'না দেখায় না। শোন মা। ট্যুরে গেলে তোর পর্দা-পুশিদার ক্ষতি হবে। সময় মতো নামাজ পড়তে ঝামেলা হবে। কারণ মেয়েদের জন্য সব জায়গায় নামাজ পড়ার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে না।'

'তার মানে তুমি যেতে দেবে না?'

'আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। না যাওয়াটাই তোর জন্য ভালো হবে।'

নওশিন মিজান সাহেবের এই কথায় রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাবা, তোমার এই স্বভাবটা আর গেল না। কোথাও যেতে চাইলেই পর্দার অজুহাত দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দাও। আসলে তুমি চাও না তোমার টাকা খরচ হোক।'

মেয়ের কথা শুনে মিজান সাহেব বেশ অবাক হলেন। তার মন খারাপ হয়ে গেল। তার মেয়ে মুখের ওপর টাকার খোঁটা দিয়ে গেল অথচ এমন কোনো জায়গা নেই তিনি তার সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে যাননি।

মিজান সাহেব ব্যবসায়ী মানুষ। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা তার। বড়সড় না হলেও, একেবারে ছোটও না। ধানমন্ডিতে পনেরো শত স্কয়ার ফিটের ছিমছাম অফিস। স্ত্রী রাবেয়া এবং তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিজান সাহেবের সুখের সংসার। একজীবনে সৃষ্টিকর্তা তাকে যা দিয়েছেন, এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। সন্তানদের নিয়ে সব সময়ই তিনি আনন্দ-ফুর্তিতে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের শখ, আবদারগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেন। এরপরও সন্তানরা কেন মুখের ওপর কথা বলবে মিজান সাহেব ভেবে পান না।

নওশিনের এই দুর্ব্যবহারের সঙ্গে মিজান সাহেবের পরিচিতি নতুন না।

গতমাসের শেষ দিকের কথা। রাতের ট্রেনে সবাইকে নিয়ে চিটাগাং চলে গেলেন। উদ্দেশ্য কয়েকটা দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে অবসর সময় কাটানো। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার মধ্যে তিনি অনেক আনন্দ খুঁজে পান।

চিটাগাং নেমে হোটেল নির্বাচন করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হলো। রাবেয়া বললেন, 'মাঝারি মানের হোটেল নিয়ে নাও।'

নওশিন বলল, 'মাঝারি মানের হোটেল নিলে আমি থাকবই না,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখনই ঢাকায় চলে যাব।'

রাবেয়া বললেন, 'এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? মাঝারি মানের হোটেলে কি মানুষরা থাকে না?'

'থাকে। আমি থাকব না।'

'কেন থাকবি না?'

'মা আমার ইচ্ছে। এখন তোমরা বলো, আমাকে রাখবে নাকি ঢাকায় ফেরত পাঠাবে।'

শেষ পর্যন্ত নওশিনের কথাই বলবৎ রইল। বেড়াতে এসে মিজান সাহেব কোনো রকম পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে গেলেন না। বেশ উঁচুমানের একটা হোটেলে ওঠলেন।

হোটেলের নাম সী-ভিউ। নামের সঙ্গে এই হোটেলের চারপাশের পরিবেশেরও যথেষ্ট মিল আছে। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের অনেকটা দেখা যায়। বিকেলবেলা সমুদ্রে সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তের দৃশ্যটা সবাইকে নিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন মিজান সাহেব। রাবেয়া বললেন, 'কী প্রয়োজন ছিল এত দূর আসার? ঢাকায় কোথাও বেড়ালে হতো না?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হতো। কিন্তু রাতের ট্রেনে জার্নি করার মজাটা পেতে না। তা ছাড়া ঢাকায় কোথাও নিশ্চয়ই সমুদ্র নেই? এখানে এসে তো সেটাও উপভোগ করতে পারছি।'

'তা পারছি। কিন্তু শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা তো বেরিয়ে গেল, তাই না?'

'টাকা যায় যাক, ফ্যামিলি নিয়ে ভালো কিছু মুহূর্ত কাটছে। এতেই আমার আনন্দ।'

মিজান সাহেবের বারো বছরের ছেলে হামীম বলল, 'বাবা, বড় হয়ে আমিও তোমার মতো ব্যবসায়ী হব।'

মিজান সাহেব বললেন, 'কেন? ব্যবসায়ী হবার উপকারিতা কী?'

'যখনতখন ঘুরতে যেতে পারব। চাকরি করলে তো ছুটি পাব না। এই জন্যই চাকরি করব না।'

ছেলের কথায় মিজান সাহেব হেসে ওঠলেন। ছেলে এই বয়সেই চাকরি

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর ব্যবসার তফাৎ বুঝে ফেলেছে।

মিজান সাহেবের সবচেয়ে ছোট মেয়ে তাসনিয়ার বয়স এখনো আট পেরোয়নি। কিন্তু পাকামোতে সে ভাইয়ার চেয়েও কয়েক ডিগ্রি ওপরে। তাসনিয়া এতক্ষণ একমনে সমুদ্র দেখছিল। সেদিকে তাকিয়েই ভারিক্কি গলায় বলে ওঠল, 'আমিই ভালো আছি বাপু। ব্যবসায়ীও হব না, চাকরিও করব না। আমি হব ব্যবসায়ী ব্যাটার বউ। কোনো কাজকর্ম করব না। ঘরে বসে সারাক্ষণ শুধু সাজুগুজু করব, হু!'

তাসনিয়ার কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠল। রাবেয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ্যাই মেয়ে, এত পাকা-পাকা কথা কোথায় শিখেছ তুমি, হ্যাঁ? মারব এক থাপ্পর!'

তাসনিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলো, 'আমার কী দোষ? নওশিন আপুই তো সেদিন ফোনে কার সঙ্গে যেন এই কথাটা বলছিল।'

মিজান সাহেব বিষয়টা এতক্ষণ লক্ষ করেননি। নওশিনের কথা উঠতেই তার দিকে তাকালেন। নওশিন বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কখন থেকে কথা শুরু হয়েছে কে জানে? কথা এত আস্তে বলছে যে, এত কাছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কী কথা হচ্ছে।

আজকালকার ছেলে-মেয়েরা ফোনে এত আস্তে কথা বলে, মনে হয় কথা বলছে না যেন সিনেমার ডায়লগের মতো শুধু ঠোঁট মিলিয়ে যাচ্ছে।

মিজান সাহেবের অফিসের পিয়ন সুমন ছেলেটা এরকম। প্রায়ই দেখা যায় দীর্ঘসময় ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কথা কিছু বোঝা যায় না শুধু গুনগুন শব্দ শোনা যায়। ফোনে এত কথা বললে কানের বারোটা বেজে যাবার কথা। কিন্তু কেন যেন ওর কানের বারোটা বাজে না। কান বহাল তবিয়তেই থাকে, আর সেও সেই সুস্থ-সবল কান নিয়ে দীর্ঘ আলাপ চালিয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় কথা বলার পর নওশিন মোবাইল ফোন কান থেকে নামাল। রাবেয়া বললেন, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলি? পরিচিত কেউ?'

নওশিন বলল, 'কেন মা? পরিচিত না হলে কি কারও সঙ্গে কথা বলা মানা আছে?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানা আছে। তুই মেয়ে মানুষ, অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলে যে বিপদে পড়বি না তার কি গ্যারান্টি আছে?'

নওশিন চাপা অথচ কঠিন গলায় বলল, 'মা আমি বড় হয়েছি। মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমাকে নজরদারি না করলেই খুশি হব।'

'তুই এভাবে কথা বলছিস কেন বল তো?'

'কীভাবে কথা বলছি?'

'কেমন যেন কাটা কাটা সুরে কথা বলছিস।'

'আমি মোটেও কাটা কাটা সুরে কথা বলছি না। তুমি সব সময় আমার দোষ খুঁজে বেড়াও; এইজন্য আমার সাধারণ কথাও তোমার কাছে কাটা কাটা শোনাচ্ছে।'

রাবেয়া আরও কিছু বলার আগেই মিজান সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'বেড়াতে এসে এসব কী শুরু করলি নওশিন? সমুদ্র দেখতে এসেছিস সমুদ্র দেখ, ঝগড়াঝাঁটি করার কী দরকার?'

নওশিন মিজান সাহেবের এই কথা থেকেই রেগে গেল। বলল, 'সমুদ্র তোমরাই দেখো। আমার সমুদ্র দেখার দরকার নেই।' বলে বারান্দা থেকে রুমে চলে গেল।

মিজান সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না এই কথায় রাগ দেখানোর কী আছে। তিনি যে আনন্দ নিয়ে ট্যুরে গিয়েছিলেন সেটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আনন্দ মাঠে মারা গেল। নওশিনের কারণে পরদিনই ঢাকায় ফিরে আসতে হয়েছিল তাদের।

চিটাগাংয়ের সেদিনের মতো আজকেও মিজান সাহেব মেয়ের ব্যবহারে দুঃখ পেলেন। রাতে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আসছিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন। মেয়েটার আচার-ব্যবহার দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বড় মেয়ে হিসেবে তিনি এই মেয়েকে কত আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন। আদরের মেয়ে এখন মুখের ওপর কথা বলা শিখে ফেলেছে।

রাবেয়া বেগম বললেন, 'ঘুমাচ্ছ না কেন? মন কি বেশি খারাপ?'

মিজান সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মন খারাপ না করে কি করব। সংসারের বড় মেয়ে। কত আশা করে ডাক্তারি পড়াচ্ছি। দ্বীনদার

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডাক্তার হয়ে আমাদের মেয়ে গরিব, দুস্থ অসহায় মহিলা রুগীদের সেবা শুশ্রুষা করবে। শুধু চিকিৎসা দিয়েই না, আচার-আচরণ দিয়েও মানুষের মন জয় করবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। অথচ মেয়ের ব্যবহার দেখেছ?'

রাবেয়া বেগম স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'থাক, সন্তানদের জন্য মনে কষ্ট রেখো না। এতে সন্তানদের অমঙ্গল হয়। তুমি দেখো, ইনশাআল্লাহ, নওশিন ঠিকই একদিন আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

স্ত্রীর কথায় মিজান সাহেব কিছুটা যেন সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। বললেন, 'কি জানি সেই দিনগুলো দেখে মরতে পারব কিনা কে জানে?'

নওশিন আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছুটা আগেই ঘুম থেকে ওঠেছে। উঠেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশটা আজ মেঘাচ্ছন্ন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখতে ভালো লাগার কথা না। কিন্তু কেন যেন ওর আজ ভালো লাগছে। ভালো লাগার কারণটা ঠিক কি, সেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। মাঝে মাঝেই এই অদ্ভুত বিষয়টা হয়। কারণ মনে থাকে না।

আজ সোহেলের সঙ্গে দেখা হবার কথা। সোহেল থাইল্যান্ড থেকে গতকাল দেশে ফিরেছে। থাইল্যান্ডে নাকি ওর কী বিজনেস আছে। নওশিন বেশ কদিন জানতে চেয়েছিল বিজনেসটা কিসের? সোহেল স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে ব্যবসাটা নাকি খুব প্রফিটেবল। প্রতি মাসেই একবার করে যেতে হচ্ছে।

দীর্ঘ পনেরো দিন পর সোহেলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এটা মন ভালো লাগার কারণ নিশ্চয়ই না। কারণটা অন্য। নওশিন সেটা মনে করার চেষ্টা করল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নওশিন লক্ষ করল—মিজান সাহেব বাড়ির সামনের বাগানে গাদা ফুল গাছের পরিচর্যা করছেন। কোথা থেকে যেন মাটি সংগ্রহ করেছেন। ভেজা মাটি গাছের গোড়ায় দিয়ে গোড়া মজবুত করার চেষ্টা করছেন।

নওশিনের একবার ইচ্ছে হলো বাবাকে ডেকে বলে, বাবা এত সকালে গাদাফুল নিয়ে পড়লে কেন? ভেজা মাটি নিয়ে কাজ করলে তো তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথাটা বলা হলো না। বলতে গেলে ঝামেলা হবে। ওকে দেখলেই বাবা জিজ্ঞেস করে বসবেন, এই যে আমার মা জননী! আজকে ফজর নামাজ পড়েছিস তো?

নওশিনকে মিথ্যা করে বলতে হবে, 'জি বাবা, পড়েছি। বসে বসে কিছুক্ষণ অজিফা তো পড়লাম।'

ফজর নামাজ একদিনও পড়া হয় না নওশিনের। শয়তান এসে ভোররাতে পা টেপা শুরু করে। নওশিনের মনে হয় শয়তান কাজটা একা করে না। সাত আটজন নান্না-বাচ্চা শয়তানকেও এই কাজে নিয়োগ দেয়। সবচেয়ে বড় যে শয়তানটা— সে পা টেপার মতো ছোট কাজটা করে না। সে বসে মাথার কাছাকাছি। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে ফিসফাস গলায় বলে, 'ম্যাডাম ও ম্যাডাম।'

'হু?'

'কেমন লাগছে? ঠিকঠাক আরাম পাচ্ছেন তো?'

'হু।'

'দেখবেন, আরামের ব্যাঘাত হলে কিন্তু জায়গায় বসে আওয়াজ দেবেন। আমাদের কাছে অন্য ব্যবস্থা আছে।'

শয়তানদের অন্য ব্যবস্থা করার আগেই রাবেয়া বেগম ঘুম থেকে জেগে উঠার জন্য ডেকে ফেলেন, 'নওশিন এ্যাই নওশিন ওঠেছিস? নামাজের সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে।'

নওশিনের আর উঠা হয় না। 'উমম উঠতেছি তো মা' বলে রাবেয়া বেগমের ডাকে সাড়া দিয়ে আবারও শয়তানের হাতে মাথা এবং পা সমর্পণ করে ঘুমিয়ে থাকতে হয়।

নওশিন বারান্দা থেকে এসে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ দেখল নিজেকে। এরপর চোখে হালকা কাজল দিয়ে চুল পরিপাটি করে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসল। মিজান সাহেব নাস্তা করছিলেন। নওশিনকে দেখে বললেন, 'আজকে কি তোর ক্লাস আছে?'

নওশিন পাউরুটির শরীরে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, 'আছে বাবা। কেন?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তুই আজ ফ্রি থাকলে তোকে নিয়ে কিছু গাছ কিনতে যেতাম। তুই তো আবার ফুলের গাছ ভালো চিনিস।'

'না বাবা, আজ আমার সময় হবে না। অন্য একদিন দেখি।'

'তোর ক্লাস তো শেষ হয় দুপুর দুটোয়। বিকেলে তো ফ্রি-ই থাকিস।'

'না বাবা আজ ফ্রি নেই, কাজ আছে।'

মিজান সাহেব জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, কী এত কাজ তোর? জিজ্ঞেস করতে চেয়েও করলেন না। মেয়ে হয়তো উল্টা-পাল্টা কোনো জবাব দিয়ে বসতে পারে। সকালবেলা তিনি কখনোই সংসারের কারও সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়াতে চান না। তিনি নাশতা শেষ করে উঠে গেলেন।

নওশিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে নাশতা সারল। এরপর বের হতে যাচ্ছিল কলেজের উদ্দেশে। রাবেয়া বললেন, 'কলেজে যাচ্ছিস ভালো কথা, কিন্তু এইভাবে কেন?'

নওশিন বলল, 'কীভাবে যাচ্ছি?'

'বোরকা পরেছিস, মুখ খোলা রেখেছিস কেন? মুখ নিকাব দিয়ে ঢেকে যাবি না?

নওশিন বিরক্ত গলায় বলল, 'মা, নিকাব লাগাতে আমার ভালো লাগে না।'

রাবেয়া বললেন, 'কী বলছিস এসব তুই? মুখ যদি খোলাই থাকে, পর্দার আর রইল কী? নিকাব লাগিয়ে যা।'

নওশিন তবুও নিকাব লাগাল না। ব্যাগ কাঁধে বের হয়ে গেল। রাবেয়া বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যে মেয়ে ছোটবেলায় পর্দা করত, আজান হলেই দাঁড়িয়ে পড়ত নামাজের মুসাল্লায়, বড় হয়ে সে মেয়ের কেন এত পরিবর্তন হলো তিনি বুঝতে পারছেন না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২

নওশিনের বান্ধবী মিলি বলল, 'তারপর? আঙ্কেল তোকে দশ হাজার টাকা দিলো?'

'না দিয়ে যাবে কোথায়? আমি তার আদরের মেয়ে না?'

'তাই বলে মিথ্যা বলবি? মিথ্যা বলা ঠিক হয়নি তোর।'

'তুইও না। মিথ্যা না বলে যদি বলতাম, বাবা আমি সোহেলের জন্মদিনে ওকে একটা এন্ড্রয়েড ফোন গিফট করব, টাকা দাও। বাবা কি টাকা দিত?'

মিলি বলল, 'যা-ই বলিস নওশিন। এই সোহেল ছেলেটা মনে হয় মহা ধড়িবাজ। মনে হচ্ছে ও তোকে চড়িয়ে খাচ্ছে।'

'চড়িয়ে খাচ্ছে মানে? এইটা কি ধরনের কথা মিলি?'

'রাগ করছিস নাকি?'

'রাগ করব না? না জেনে শুনে সোহেল সম্পর্কে তুই এমনটা বলবি কেন?'

মিলি হাতজোড় করার ভঙ্গি করে বলল, 'ওকে বাবা, ক্ষমা চাচ্ছি। এখন বল তোর সোহেল নামক ওই জিনিসটার জন্মদিনের অনুষ্ঠান কবে?'

নওশিন চোখ আগুন গরম করে মিলির দিকে তাকাল। এই মেয়ের সাথে কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করছে না। এই মেয়ে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে জিনিস কেন বলবে?

মিলি বলল, 'এভাবে কেন তাকিয়ে আছিস? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?'

'অবশ্যই বলেছিস।'

'ওমা! অন্যায় কি বললাম? জানতে চাচ্ছি সোহেলের জন্মদিন কবে, এটা জানতে চাওয়া কি অন্যায়?'

'এটা জানতে চাওয়া অন্যায় না, একটা মানুষকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়। এই অন্যায়টা তুই করেছিস।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিলি বলল, 'ঠিক আছে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার চ্যাপ্টারটা বাদ। তবে সোহেল সম্পর্কে তোর ভালোভাবে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। সেদিন শামা বলছিল...।'

'কী বলছিল বল থেমে গেলি কেন?'

'ওর নাকি চরিত্র বেশি সুবিধের না।'

নওশিন রাগি গলায় বলল, 'সুবিধের না হলে না, তোর তাতে কি সমস্যা?'

'কোনো সমস্যা না, তবে তোকে রাগাতে ভালো লাগছে। তুই এত অল্পতেই রেগে যাস কেন বলত?'

নওশিন কোনো কথা বলছে না। ওর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে। মিলিকে এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ একটা টুইন টাওয়ার। একটা জাম্বো-জেট প্লেন পেলেই হতো। এই টুইন টাওয়ারটাকে এখনই ধ্বংস করে দেওয়া যেত। দেশে এই টাইপ টুইন টাওয়ার থাকার কোনো অধিকার নেই।

মিলিকে টুইন টাওয়ার মনে হোক আর যাই হোক, নওশিন সোহেলের চরিত্র নিয়ে এর আগেও বিভিন্নজনের কাছ থেকে এটা-ওটা শুনেছে। শাস্ত্রে আছে, শোনা কথায় কান দিতে নেই। নওশিন কান না দিয়ে পারেনি। একদিন সোহেলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে নিয়ে ইদানীং কীসব শুনছি?'

'কী শুনছ?'

'তুমি নাকি কী সব আজেবাজে ফিল্ম তৈরি করছ?'

'কে বলেছে এসব তোমাকে?'

'যে-ই বলুক, কথা সত্য কি-না সেটা বলো?'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?'

'সন্দেহ করছি না, জানতে চাচ্ছি। জানতে চাওয়া আর সন্দেহ করা কি এক জিনিস হলো?'

সোহেল কপট অভিমানী গলায় বলল, 'সম্পর্ক টিকে থাকে বিশ্বাসের ওপর। আমাকে যদি বিশ্বাসই না করো তাহলে এই সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে লাভ কী?'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন দেখল সোহেল রেগে যাচ্ছে। ও বলল, 'সম্পর্ক রাখা না রাখার প্রশ্ন আসছে কেন? সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে এইজন্যই জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি তো দেখছি রাগ করে ফেললে।'

সোহেল শান্ত গলায় বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। আমি মোটেও বাজে ছেলে নই।'

নওশিন এরপর এ নিয়ে আর কোনো কথা তোলেনি। কারণ সোহেলের আচরণে কখনই ওকে বাজে ছেলে মনে হয়নি। একদিনের ঘটনা থেকে সোহেলের প্রতি বরং নওশিনের বিশ্বাসটা আরও গভীর হলো।

নওশিন গিয়েছিল নীলক্ষেতে একটা বই কিনতে। বইয়ের নাম '*আঁধার মানবী*'। একটা উপন্যাসের বই।

নওশিন বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিল। তখন ওর বান্ধবী শামার ফোন এলো। শামা বলল, 'নওশিন তুই কোথায়?'

'নীলক্ষেতে। কেন?'

'তুই কি একটু কলাবাগানে আসতে পারবি?'

'কলাবাগানে? হঠাৎ কলাবাগানে কেন?'

'সোহেলকে রেস্টুরেন্টে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখলাম। আমি পাশের টেবিলে বসা ছিলাম। মেয়েটার সঙ্গে সোহেলের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল ওই মেয়ের সঙ্গে ওর কোনো এফেয়ার আছে। ইচ্ছে করলে তুই এসে দেখে যেতে পারিস।'

নীলক্ষেত থেকে কলাবাগান বেশি দূর না। নওশিন ভাবছিল কী দরকার যাওয়ার। পরে না হয় সোহেলকে জিজ্ঞেস করে জানা যাবে। কিন্তু কী মনে করে একটা রিকশা ডেকে তাতে উঠে বসল।

কলাবাগান গিয়ে দেখা গেল ঘটনা সত্যি। রেস্টুরেন্টে সোহেল ওই মেয়েটার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। নওশিন রিকশা থেকে নামল না। মন খারাপ করে সেদিনের মতো বাসায় চলে গেল। সিদ্ধান্ত নিল সোহেলের সঙ্গে আর নয়। সম্পর্কের এখানেই ইতি।

দুদিন পর নিউমার্কেটে, রেস্টুরেন্টের ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা। মুখে ভারী মেকআপ করা, উগ্র পোশাক-আশাকের এই মেয়েকে দেখে প্রথমে নওশিনের কথা বলতেই ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু সত্যিটা ওর জানার

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দরকার ছিল। বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, আপনার কি একটু সময় হবে?'

মেয়েটা বলল, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?'

নওশিন বলল, 'আমি নওশিন।'

মেয়েটা সহজ গলায় বলল, 'আমি ইরিনা। চলুন কোথাও বসে কথা বলি।'

'কোথাও বসব না।'

কোনো ভূমিকায় না গিয়ে নওশিন সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি সোহেলকে কীভাবে চেনেন?'

'কোন সোহেল?'

'ভণিতা করছেন কেন? আপনি বুঝতে পারছেন না কোন সোহেলের কথা বলছি?'

'ও-ও-ও বুঝতে পেরেছি, আপনি কী ভাইয়ার কথা বলছেন?'

নওশিন এই প্রশ্নে কিছুটা হোঁচট খেল। এই মেয়েটা সোহেলকে ভাইয়া কেন বলছে! নওশিন বলল, 'সোহেল আপনার কেমন ভাইয়া?'

'কেমন ভাইয়া মানে? কী বললেন এটা? আমার আপন ভাই, মায়ের পেটের ভাই!'

মেয়েটার কথায় নওশিন বেশ লজ্জা পেল। লজ্জায় কিছু সময় কোনো কথা বলতে পারল না। মনে মনে শামার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে নিল। এই শামাটার জন্যই কিনা সোহেলের বোনকেও অন্য কিছু ভেবে বসে আছে। ইরিনা বলল, 'এবার তো একই প্রশ্ন আমিও করতে পারি। ভাইয়াকে আপনি কীভাবে চেনেন?'

নওশিন এই প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ও কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। যদিও ইরিনার দিক থেকে এই প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। ইরিনা জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না। বলল, 'আপনাকে বোধহয় বিব্রত করে ফেললাম। বিব্রত হবার কিছু নেই। কারণ ভাইয়ার মুখে নওশিন নামটা অনেকবার শুনেছি।'

নিজে থেকে পরিচয় দিতে হলো না ভেবে নওশিন এবার কিছুটা স্বস্তি পেল। কিন্তু লজ্জিতভাবটা কাটল না। ইরিনার চোখ এই বিষয়টা এড়াল

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। সে যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চাইল। বলল, 'আমার ভাইয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

নওশিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইরিনার দিকে তাকাল। এই তাকানোর মানে হলো— কী রকম? দ্বিতীয়টি নেই কেন?

ইরিনা বলল, 'এত ভদ্র ছেলে, কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, তাকাতেই দেখিনি। এই যুগে এরকম ছেলে ভাবা যায়?'

নওশিন এবারও মুখে কিছু বলল না। শুধু মৃদু হাসল। চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠল ওর। ইরিনার কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছিল। নিউমার্কেটে কফি শপে বসে এরপর আরও কথা হলো। কথা ইরিনাই বলছিল। সবই 'ভাইয়া'র প্রশংসামূলক কথাবার্তা। নওশিন শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে শুনে যাচ্ছিল। শুনে সোহেল সম্পর্কে ওর সন্দেহগুলো দূর হয়ে গেল। বুঝল, বান্ধবীরা এতদিন সোহেলের বিষয়ে ওর কাছে উল্টা পাল্টা শুনিয়েছে। আসলে সোহেলের মতো ছেলেই হয় না।

মিলি বলল, 'কী রে, হঠাৎ কোন ভাবনায় ডুবে গেলি? বললি না সোহেলের জন্মদিন কবে?'

'সাতাইশ তারিখে।'

'জন্মদিন কোথায় উদ্‌যাপন হচ্ছে?'

'কোথায় হচ্ছে কী জানি? আজকে সোহেলের সঙ্গে দেখা হলে জেনে নেব।'

মিলি বলল, 'একটা কথা বললে রাগ করবি?'

'রাগ করার মতো হলে তো করবই। যাতে রাগ না করি সেভাবেই বলার চেষ্টা করবি, ওকে? বল কী কথা?'

'না, মানে বলছিলাম, তুই হচ্ছিস একটা ইসলামিক মাইন্ডেট ফ্যামেলির মেয়ে। তোর বাবা-মা কি এই ধরনের সম্পর্ক মেনে নেবে?'

'মেনে না নেয় না নেবে। তাতে কী?'

'পরে তো তোকে পস্তাতে হবে। তোর বাবাকে তো আমি চিনি। সোজা বাড়ি থেকে বের করে দেবে। বলবে দূরে গিয়ে মর। তখন?'

'দূরে গিয়ে মর বললে দূরে গিয়ে মরব, তাতে তোর সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যা আছে। কাছাকাছি মরলে আমি অন্তত খবরটা পাব। গিয়ে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোর ডেডবডি ধরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে আসতে পারব। দূরে হলে তো তুই এই সুবিধাটা পাচ্ছিস না, তাই না?'

নওশিন বিরক্ত গলায় বলল, 'এসব বিষয় নিয়ে ইয়ার্কি করে তুই কি মজা পাস বলত মিলি?'

'কোনো মজা পাই না, তবুও করি। তবে এবার সিরিয়াসলিই বলছি, তুই সোহেলের পিছু ছাড়। এই ছেলে শেষ পর্যন্ত তোর বারোটা বাজাবে। শেষে কোন গাঙ্গে যে পড়বি আমি ভেবেই কূল পাই না।'

নওশিন বলল, 'ঘটনা কী? হঠাৎ তুই কেন আমাকে নিয়ে এত ভাবছিস? তোর নিজের কোনো চরকা নেই? নিজের চরকায় তেল দে না।'

মিলি বলল, 'তুই আমার বান্ধবী না? তোর চরকা নিয়ে আমি ভাবব না? তোর কি মনে হচ্ছে আমি তোকে খারাপ কিছু বলছি?'

'খারাপ বলছিস না, তবে অতিরিক্ত বকছিস। অতিরিক্ত বকা মেয়ে আমার পছন্দ না।'

মিলি দেখল নওশিন রেগে যাচ্ছে। রাগলে ওর ফর্সা চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে। এই মুহূর্তে চেহারা গোলাপি থেকে লালের দিকে যাচ্ছে। লক্ষণ ভালো না। যেকোনো সময় নওশিন বলে বসতে পারে—'আর একটা কথাও বলবি না। তাহলে কিন্তু আমি সিনক্রিয়েট করে ফেলব।'

নওশিনের সিনক্রিয়েট করা কোনো সাধারণ বিষয় না। অতি ভয়ংকর বিষয়। একবার কলেজ থেকে রিকশায় করে বাসায় ফেরার পথে কয়েকটা ছেলে মোটরবাইক নিয়ে ওদের পিছু পিছু এসে বিরক্ত করছিল। এক পর্যায়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজনের নাম বজলু। নওশিনদের মহল্লারই ছেলে। সে নওশিনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপু, একটু নেমে আসুন তো।'

নওশিন বলল, 'কী আশ্চর্য! নেমে আসব কেন? আপনি বললেই আমি নামব নাকি?'

'আপনাকে নামতেই হবে, কথা আছে। নেমে আসুন।'

মিলি ভয়ে এক হাতে নওশিনের জামা এবং অন্য হাতে রিকশার হুড খামচে ধরে কাঁপতে লাগল। নওশিন বলল, 'আমাদের পথ আটকালেন কেন? সরুন বলছি। সরে দাঁড়ান। আমাদের কাজ আছে।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বজলু সরে দাঁড়াল না। কিছু একটা বলতে চাইছিল। মিলিকে এবং রাস্তাসুদ্ধ সবাইকে অবাক করে দিয়ে রিকশা থেকে নেমে নওশিন বজলুর কপালের সামনে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'আর একটা কথাও বলবি না। তাহলে কিন্তু আমি সিনক্রিয়েট করে ফেলব। চিনিস আমাকে? একদম হাত পা ভেঙে লুলা করে দেবো। এমন মার দেবো, এক মাস হসপিটালে পড়ে থাকতে হবে। যা ভাগ!'

নওশিনের রণমূর্তি দেখে মিলি তব্ধা খেয়ে গেল। তব্ধাবোধ কেটে যাওয়ার পর দেখা গেল আশেপাশে বজলুদের কোনো নাম নিশানা নেই। ওরা পালিয়ে বেঁচেছে। আর ওদের মোটরবাইক চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।

৩

আহসান অনেক চেষ্টা করেও লেখায় মন দিতে পারছে না। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ওর মনোযোগ বারবার বৃষ্টির দিকে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টিটা যে কী, আসার আর সময় পেল না। শুধু বৃষ্টি হলে সমস্যা ছিল না, কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। লেখায় মন বসাতে সমস্যা হতো না। মনকে বলা যেত, মন বাবাজি, ঝামেলা করিস না। ঠিকঠাক লেখার কাজে সহযোগিতা কর।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। বৃষ্টির ঝুমঝুমান্তির সাথে কোথা থেকে যেন হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই জিনিসের ঘ্রাণ নাকে এসে লাগলে মন মেজাজ মাতাল টাইপ হয়ে যায়। মাতাল মন নিয়ে আর যা-ই হোক লেখালেখি করা মুশকিল।

হাসনাহেনা আরেকটা নাম আছে। আহসানের মাথা এখন এই নাম খুঁজে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে। হাসনাহেনা ডুপ্লিকেট নাম খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আর শান্তি নেই। সারাক্ষণ এই জিনিস মাথায় ঝামেলা করতে পারে।

আহসান চতুর্থবারের মতো লেখায় মন দেওয়ার চেষ্টা করল। লেখাটাও দু-এক দিনের মধ্যেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হবে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কথামালার কর্ণধার জামান সাহেব বারবার ফোন করে বলছেন,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'মওলানা সাহেব, বইমেলার তো বেশিদিন বাকি নাই। লেখা কবে পাঠাবেন?'

'এই তো শেষ করে এনেছি প্রায়।'

'ওকে, ওকে ভাই। যত তাড়াতাড়ি করা যায়। এবার কিন্তু প্রচ্ছদটাও ভাই আপনিই করবেন।'

জামান সাহেবের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। আহসানের প্রায় দ্বিগুণ বয়সী এই ভদ্রলোক আহসানকে ভাই বলে ডাকে কেন কে জানে?

আহসান প্রথম যেদিন একটা লেখার পাণ্ডুলিপি নিয়ে জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করল, সেদিনের কথা মনে হলে এখনো ওর হাসি পায়। ভদ্রলোক আহসানকে আপাদমস্তক দেখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনি মওলানা মানুষ, তাও আবার কওমি মাদ্রাসার মওলানা। বয়স কম। আপনার লেখা কেমন হবে কী জানি? এই লেখা পাবলিক খাবে কিনা তাও তো ভাবার বিষয়।'

আহসান মুচকি হেসে বলল, 'আপনি টেনশন করবেন না। পাণ্ডুলিপি জমা দিলেই তো আর বই ছাপা হয়ে যাচ্ছে না। পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখুন। ভালো লাগলে জানাবেন।'

এক সপ্তাহ পর জামান সাহেব ফোন করে জানালেন, 'আপনার লেখাটা পড়েছি। খারাপ না। আমরা ছাপব।'

আহসানের লেখা প্রথম বই বাজিমাত করে দিলো। স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি আবেগাপ্লুত হবার কথা আহসানের। কিন্তু ওর চাইতে কয়েকগুণ বেশি আবেগপ্রবণ হলেন জামান সাহেব। ফোন করে খুশিতে কথা বলতে পারছিলেন না। ফোনে তার কণ্ঠ হেঁচকির মতো শোনা যাচ্ছিল। হেঁচকি কমে এলে ধরা গলায় বললেন, 'মওলানা সাহেব, কী বলব। কওমি পড়ুয়ারা যে এতটা পারে, আপনি এর প্রমাণ।'

আহসান চোখ বন্ধ করে আবারও ফুলের দ্বিতীয় নাম মনে করার চেষ্টা করল। নাম মনে পড়েছে। হাসনাহেনা অন্য নাম হচ্ছে সর্পগন্ধা। সর্পগন্ধা নাম হওয়ার পেছনে একটা কারণ আছে। এর ঘ্রাণে নাকি সাপ এসে হাজির হয়। এটা আসলে শোনা কথা। একরকম কল্প-কাহিনি। ফুলের ঘ্রাণে আদৌ সাপ আসে এটা কেউ কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসান ওর দুতলার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফুলের ঘ্রাণের উৎস খোঁজার চেষ্টা করল। আশেপাশে কোনো ফুল গাছ দেখতে পাওয়ার কথা না। আজকাল ফেরিওয়ালারা ভ্যানগাড়িতে করে ফুলের চারা বিক্রি করতে বের হয়। একসঙ্গে নানান ধরনের গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাড়িতে। দেখতে ভালো লাগে। তবে বৃষ্টির মধ্যে এমন ভ্যানগাড়ি রাস্তায় বের হবার প্রশ্নই আসে না।

আহসান হঠাৎ লক্ষ করল ওদের দুতলা বাড়ির সামনের রাস্তায় একজন বোরকা পরা মহিলা বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ঝুম-বৃষ্টিতে রিকশা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সম্ভাবনা থাকলেও একশতে পাঁচ। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন রিকশাওয়ালাই রিকশার হুড ফেলে, পা দুটা যাত্রীদের সিটের ওপর তুলে জুবুথুবু হয়ে বসে আয়েশ করে সিগারেট টানবে। এদের ডাকলে ফিরেও তাকাবে না। বাকি দুজনের একজন বলবে, যামু না।

ভাগ্যগুণে যে একজন রাজি হবে সে বলবে, দ্যাহেনই তো বৃষ্টি। ভাড়া কইলাম বাড়াইয়া দিতে অইব।

যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাড়া কত? বলবে, হেইডা কইতে অইব ক্যান, ইনসাফ কইরা দিয়া দিয়েন।

রিকশাওয়ালাদের এই 'ইনসাফ' জিনিসটা খুব বিপজ্জনক। আহসানকে একবার এই রকম বিপদে পড়তে হলো। আজিমপুর কবরস্থান থেকে ওর বাবার কবর জিয়ারত করে বের হতেই নামল ঝুম বৃষ্টি। কোনো রিকশা পাওয়া যাচ্ছিল না। আধাঘণ্টা অপেক্ষার পর রিকশার দেখা পাওয়া গেল। আহসান বলল, 'ভাই এলিফ্যান্ট রোড যাবেন?'

'যামু।'

'কত?'

'বৃষ্টির দিন, বুজেনই তো। ইনসাফ কইরা দিয়া দিয়েন।'

আহসান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রিকশায় উঠে পড়ল। মনে মনে ভাবল, যাক, ইনসাফ যেহেতু বলেছে, পঁচিশ টাকার জায়গায় তিরিশ ধরিয়ে দিলেই হবে।

এলিফ্যান্ট রোড এসে রিকশাওয়ালা সত্তর টাকা ভাড়া দাবি করে জবানে তালা দিয়ে বসে রইল। তালা আর খোলার নাম নিল না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'রিকশাওয়ালার প্রেম' নামে সিনেমার পোস্টার দেখা যায় রাস্তাঘাটে, কিন্তু এই রিকশাওয়ালা মনে হচ্ছে রিকশাওয়ালার এক জবান টাইপ কিছু একটা বের করার চিন্তা করল।

আহসানের ভেতরে খবর হয়ে গেল। গা বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। সত্তর টাকা সে পাবে কোথায়? গোরস্থান থেকে বের হওয়ার পর একদল ফকির-মিসকিন ঘিরে ধরেছিল। সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল ওদেরকেই সব দিয়ে দিতে হলো। ওর কাছে এখন আছেই মোটে পঞ্চাশ টাকা।

আহসান খবর হয়ে যাওয়া চিনচিনে গলায় বলল, 'বলেন কী ভাই আজিমপুর থেকে এলিফ্যান্ট রোড তো পঁচিশ টাকার বেশি না? আপনি তিরিশ টাকা নিতে পারেন, সত্তর টাকা কীভাবে চাচ্ছেন?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'আপনে হুজুর মানুষ দেইখা ভাড়া কম চাইছি। ভাড়া অয় একশ টেহা।'

আহসান পঞ্চাশ টাকার নোট রিকশাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে ক্ষেপে গেল। বলল, 'টেহা আপনের পকেটেই রাখেন। সত্তর টেহার কম অইব না।'

আহসান মহা বিপদে পড়ল। পকেটে এই একটা নোটই আছে। বাকি বিশ টাকা সে পাবে কোথায়? অবশেষে অন্য এক পথচারীর সহযোগিতায় হাতে পায়ে ধরে অনেক কষ্টে রিকশাওয়ালাকে পঞ্চাশ টাকা নিতে রাজি করাতে হলো। রিকশাওয়ালা পঞ্চাশ টাকার নোটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'আফনেগো মইধ্যে মিয়া ইনসাফ নাই!'

আহসানের শিক্ষা হয়ে গেল। এরপর থেকে কোনোদিন ভাড়া চূড়ান্ত না করে রিকশায় ওঠেনি।

বৃষ্টির দিনে রাস্তাঘাটে বিপদে পড়া খুবই খারাপ লক্ষণ। আহসানদের বাড়ির সামনের এই মহিলাও এরকম বিপদে পড়েছে কিনা কে জানে?

দুতলা থেকে মহিলার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওড়নাবিহীন ভেজা মাথা দেখা যাচ্ছে। মহিলার কাঁধে কলেজ ছাত্রীদের মতো বইয়ের ব্যাগ ঝোলানো। কাঁধের ব্যাগও ভিজে জবজবা।

আহসান মহিলাকে বাড়ির ভেতরে এসে বসার জন্য ডাকতে যাবে তখনই ফারিহা এক বাটি গরম গরম শিমের বিচি ভাজা নিয়ে হাজির হলো। বলল, 'এ্যাই যে মাওলানা সাহেব, কী করিস? তোর লেখাটা কী

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শেষ হলো?'

ফারিহা আহসানের ছোট বোন। বয়সে ওর পাঁচ বছরের ছোট। বয়সের এত ব্যবধান থাকলেও সম্বোধনটা তুই তোকারির ওপর দিয়েই চলে। তুই জিনিসটা আহসানের অবশ্য মন্দ লাগে না। উপভোগ্যই মনে হয়।

আহসান জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল, 'না রে। হলো নাহ।'

'কেন?'

'মন বসাতে পারছি না।'

'বলিস কী? মন বসাতে পারছিস না! স্বনামধন্য তরুণ আলেম লেখক আহসান হাফিজ তার লেখায় মন বসাতে পারছে না? এটা তো অবাক বিষয়! মন কেন বসাতে পারছিস না ভাইয়া?'

'বৃষ্টি আর ফুল—এই দুই জিনিস আমাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে।'

'বৃষ্টি তো দেখতেই পাচ্ছি, ফুল পেলি কোথায়?'

'জানি না। মনে হয় অলৌকিকভাবে ফুলের ঘ্রাণ পেয়ে যাচ্ছি।'

ফারিহা জানালা দিয়ে একপলক রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুম। বুঝেছি। বাদ দে। ফুলের ঘ্রাণ পরেও নেওয়া যাবে। এখন শিমের বিচি ভাজা খা। মা ভেজে দিয়েছেন। বৃষ্টির দিন। খেয়ে মজা পাবি।'

'খাব। তার আগে একটা কাজ করে ফেল।'

'কী কাজ?'

'সামনের রাস্তায় যে মহিলা বৃষ্টিভেজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, উনাকে ভেতরের ঘরে এসে বসতে বল।'

ফারিহা চটপটে মেয়ে। ও দশ মিনিটের মধ্যে ঝড়ের বেগে ফিরে এসে বলল, 'ভাইয়া কাজ হয়ে গেছে।'

'কী কাজ? মহিলাকে বসতে দিয়েছিস?'

'কী তখন থেকে মহিলা মহিলা করে যাচ্ছিস, উনি তো মহিলা না।'

আহসান বলল, 'বলিস কি? বোরকা পরা পুরুষ মানুষ ঘরে ঢুকিয়ে ফেলেছিস নাকি আবার!'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরে নাহ। পুরুষও না মহিলাও না। উনি তো অনিন্দ্য সুন্দরী এক মেয়ে মানুষ। যেমনতেমন সুন্দরী না। বিশ্বসুন্দরীর রূপকে তিন দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়াবে এই মেয়ের রূপ হচ্ছে তাই। চেহারায় ভাবী ভাবী ভাব আছে। দেখলেই ভাবী ডাকতে ইচ্ছে করে। মার সঙ্গে বসে গল্প করছে। তোর বউ হিসেবে মানাবে ভালো। আলাপ দেবো?'

আহসান ছোট বোনের দিকে মাইক্রোম্যাক্স মোবাইল ফোনের লোগোর মতো ঘুসি পাকিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, 'এ্যাই পিচ্চি, মারব একটা? ভাগ এখান থেকে। কোথাকার কোন অপরিচিত মেয়েকে উনি ভাবী বানিয়ে বসে আছে।'

ফারিহা আহসানের রুমে এসেছিল ঝড়ের গতিতে। সেই গতির সঙ্গে সাইক্লোনের গতি যোগ করে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমাকে মারিস আর যাই করিস ভাইয়া! ভাবী না আসা পর্যন্ত আমি তো তোকে জ্বালিয়েই মারব।'

৪

দশ মিনিট বৃষ্টিতে ভিজেই নওশিনের হাঁচি আসছে। মনে হচ্ছে সর্দি লেগে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজকে কলেজে না গেলেও হতো, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ক্লাস ছিল না। সোহেলের সাথে দেখা করার জন্যই যেতে হয়েছিল। না গেলে সোহেল ভীষণ রাগ দেখাত। ইদানীং ও অল্পতেই রাগ দেখায়। নওশিন কেন যেন কারও রাগ দেখানো সহ্য করতে পারে না। চোখে পানি চলে আসে। চোখের পানি অনেক কষ্টে গোপন রাখতে হয়। কেউ দেখে ফেললে বিপদ। ভাববে এমন ধিঙ্গি মেয়ে কাঁদছে কেন?

নওশিন অজানা অচেনা এক বাড়ির ড্রইংরুমে বসে আছে। অচেনা কারও বাড়িতে ঢুকে অস্বস্তি লাগার কথা। নওশিনেরও লাগছে। বাইরে এখনো ঝুম বৃষ্টি। এই অবস্থায় চেনা-অচেনা হিসেব করে লাভ নেই। আশ্রয় নেওয়াটাই বড় বিষয়।

এই বাড়ির দুজনের সাথে নওশিনের পরিচয় হয়েছে। একজন মাঝ বয়সী মহিলা, অন্যজন তার মেয়ে ফারিহা। বাড়িতে আর কেউ আছে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিনা কে জানে? নওশিনের চেয়ে বছর দু-একের ছোট ফারিহা নামের মেয়েটি বেশ হাসিখুশি। কথায় কথায় হাসছে। মনে হয় হাসির গোডাউন নিয়ে বসে আছে। সেই গোডাউনের দরজা বন্ধ করার নাম নিচ্ছে না। দরজা আদৌ আছে বলেও নওশিনের মনে হয় না।

মেয়েটি ভেজা মাথা মোছার জন্য তোয়ালে দিয়ে গেছে। নওশিন তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ড্রইংরুমের চারপাশে চোখ বুলাতে লাগল। ড্রইংরুমের দেয়ালে বিশাল আকারের অসাধারণ এক পেইন্টিংস শোভা পাচ্ছে। নওশিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে পেইন্টিংসটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ফারিহা গরম দুধ নিয়ে এসে দুধের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'আপু কেমন হয়েছে পেইন্টিংসটা? সুন্দর না?'

নওশিন পেইন্টিং থেকে দৃষ্টি নামিয়ে ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর তুমি এঁকেছ এটা?'

'উহু। আমার অত মেধা নেই। আমার ভাইয়া এঁকেছে।'

'ও সরি।'

'সরি কেন?'

'তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম। কিছু মনে করনি তো?'

ফারিয়া হেসে বলল, 'না না, কিছু মনে করব কেন? আমি তো আপনার ছোটই হব তাই না?'

নওশিনের এই মেয়েকে খুব ভালো লেগে গেল। অচেনা কারও সাথে হুট করেই সহজ হওয়া যায় না। সময় লাগে। এই মেয়ে দুই মিনিটের পরিচয়েই কত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে। মেয়েটার চেহারায় এক ধরনের মায়া মায়া ভাব আছে। তাকালেই মায়া লেগে যেতে বাধ্য। জগতে মায়া জিনিসটা খুব অদ্ভুত! একবার কারও প্রতি লেগে গেলে ছাড়ানো মুশকিল। নওশিন বলল, 'তুমি খুব ভালো মেয়ে।'

ফারিহা কিছু না বলে শুধু হাসল। বৃষ্টির কল্যাণে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে আসা এই মেয়েকে তারও প্রথম দেখেই ভালো লেগে গিয়েছে। ফারিহার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি আর কী এমন ভালো। এর চেয়ে অনেক ভালো একটা ভাইয়া আছে আমার। যার আঁকা পেইন্টিংস তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলে। তুমি কি আমার ভাবী হবে? ভাইয়ার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাথে কিন্তু তোমাকে দারুণ মানাবে!

নিজের ছেলেমানুষি ভাবনায় নিজেরই হাসি পেল ফারিহার। দুই মিনিটের পরিচয়ে কাউকে একথা বলা যায় নাকি!

নওশিন বারবার পেইন্টিংসটার দিকে তাকাচ্ছে। চমৎকার পেইন্টিংস। তাকালে চোখ ফেরানো মুশকিল। গ্রামের মেঠোপথের ধারে একটা নদী। নদীর টলটলে পানিতে বাঁশঝাড়ের ছায়া পড়েছে। ছবিটা এত জীবন্ত এবং সুন্দর দেখাচ্ছে যে, তাকালেই মন ভালো হয়ে যায়।

গ্রামের দৃশ্য দেখতেই নওশিনের মনে পড়ে গেল আজ সকাল বেলায় মন ভালো লাগার কারণটা। কারণ আর কিছু না। হুমায়রা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে। এই খবরটা নওশিন কাল রাতেই জেনেছে। এতিমখানার হেড মিস্ট্রেস আজরা ম্যাডাম এসএমএস করে জানিয়েছেন।

হুমায়রা কুড়িয়ে পাওয়া এক হতভাগ্য কন্যাসন্তান। নওশিন একদিন বাসা থেকে কলেজে যাওয়ার পথে দেখল, ইডেন কলেজের সামনের রাস্তায় লোকজনের ভিড়। নওশিন এবং ওর বান্ধবী মিলি ভিড় দেখে এগিয়ে গেল। একটা নবজাতক ডাস্টবিনের পাশে পড়ে আছে। বাচ্চাটার সারা গায়ে এবং মুখে ছোপ ছোপ রক্ত। কাল রাতেই হয়তো ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

কারও অবৈধ কর্মের ফসল হবে হয়তো। লোক লজ্জার ভয়ে রাতের আঁধারে পাষণ্ডের মতো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো বাচ্চাটা এখনো জীবিত আছে। হাত-পা নাড়ছে।

লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে নবজাতকের অসহায় দৃশ্য দেখছে। কেউ কেউ আবার মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছে। বন্ধুদেরকে দেখাবে অথবা ফেসবুকে আপলোড দিয়ে বলবে—আহ! কী করুণ দৃশ্য! লোকজন সেই করুণ দৃশ্য দেখে ধুমসে লাইক দেবে।

নওশিন বলল, 'আজব তো! আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, বাচ্চাটা তো বেঁচে আছে। ওকে হসপিটালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছেন না কেন?'

লোকজন কোনো জবাব দিচ্ছে না। ভ্রু কুঁচকে নওশিনের দিকে তাকাচ্ছে। এই তাকানোর মানে হলো— ম্যাডাম আমরা আপনার মতো বোকা না। আমরা কেন এই ঝামেলার ধারে কাছে যাব?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিলি বলল, 'চল তো কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। অযথা ঝামেলায় যাওয়ার কি দরকার? কার না কার বাচ্চা।'

নওশিন বলল, 'আমি এই বাচ্চাকে হসপিটালে নিয়ে যাব। তুইও যাবি আমার সঙ্গে।'

লোকজনের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। আশেপাশে খবর ছড়িয়ে গেছে—ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া বাচ্চা এখনো জীবিত আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে জড়ো হলো। নওশিন বলল, 'স্যার, বাচ্চাটা বেঁচে আছে। যদি অনুমতি দেন তো আমি বাচ্চাটাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে চাই।'

পুলিশটির নাম সগির আহমদ। তিনি বললেন, 'এ তো ভালো কথা। নিয়ে যান, কোনো সমস্যা নেই। তবে ঝামেলা এড়াতে থানায় একটা জিডি করে যাবেন।'

পুলিশ ইন্সপেক্টর সগির আহমদ ভালো লোক। খারাপ-ভালো মিলিয়েই মানুষ। পুলিশেও যে ভালো মানুষ আছে সগির সাহেব এর প্রমাণ। তিনি নওশিনকে সব ধরনের আইনি সহায়তা দিলেন। হুমায়রার ভালো চিকিৎসা হলো। বেবী হোমে রেখে পরিচর্যা হলো।

হুমায়রার পাঁচ বছর বয়সে নওশিন ওকে মুন্সিগঞ্জের দিকে একটা এতিমখানায় ভর্তি করিয়ে দিলো। নওশিন প্রতি মাসে একবার হলেও হুমায়রাকে দেখতে যায়। হুমায়রা এবার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টও করেছে। পড়াশোনায় হুমায়রার উন্নতি হচ্ছে, ও সুস্থ আছে। নওশিনের জন্য এটা অনেক আনন্দের সংবাদ। নওশিনের ইচ্ছা, হুমায়রা অনেক বড় হোক।

মুন্সিগঞ্জের সেই এতিমখানার রাস্তাঘাট অনেক সুন্দর। অনেকটাই এই পেইন্টিং এর সঙ্গে মিলে যায়।

ফারিহা মিষ্টি গলায় বলল, 'আপু, দুধটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে নিন। মা রান্না বসিয়েছে। ইলিশ খিচুড়ি। মায়ের হাতের ইলিশ খিচুড়ি অসাধারণ হয়। একবার খেলে সারাজীবন মনে থাকবে।'

নওশিন পেইন্টিং থেকে চোখ সরিয়ে ফারিহার দিকে তাকাল। ফারিহা হাসছে। সরল এবং কোমল সেই হাসি। কথায় কথায় হাসলে বিরক্তি ধরে যাবার কথা। কিন্তু নওশিনের মনে হচ্ছে এই মেয়েটা না হাসলেই বরং বিরক্ত লাগবে। ভালো দেখাবে না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বৃষ্টির ছাঁট কিছুটা কমলেও পুরোপুরি থেমে যায়নি। এখনো ঝিরঝির করে ঝরছে।

নওশিন বলল, 'তোমাদের ফ্যামিলিটা মনে হয় ইসলামিক মাইন্ডের। তাই না?'

ফারিহা বলল, 'কীভাবে বুঝলেন?'

'এটা তোসহজ বিষয়। বুক শেলফে প্রচুর ইসলামি বইপত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

ফারিহা বলতে যাচ্ছিল, 'এই বইয়ের অধিকাংশই ভাইয়ার লেখা। আপনি পড়ে দেখতে পারেন। পড়লে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।'

তার আগেই নওশিন বলল, 'আমি এখন আসি। আন্টিকে ডাকো। আন্টির কাছে সরি বলে নিই। আমার জন্য তোমাদের অনেক ঝামেলা করতে হলো।'

ফারিহা অবাক গলায় বলল, 'সেকি এখনই যাবেন মানে? আমি তো ভাবছি খিচুড়ি খেতে খেতে আপনার সাথে গল্প করব। গল্প করতে করতে রাত হয়ে যাবে, আপনারও আর যাওয়া হবে না। আপনি আমার সঙ্গে থেকে যাবেন। আমাদের গল্প চলবে ভোর অবধি।'

নওশিন হেসে বলল, 'তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে। কীসে পড়ো তুমি?'

'কাছেই একটা মহিলা মাদ্রাসায় এবার মেশকাত জামাতে পড়ছি।'

নওশিন বলল, 'খুব ভালো। তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু আজ এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। বাসা থেকে বেরিয়েছি সেই সকাল বেলা। বাসায় হয়তো এতক্ষণে টেনশন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমি আজ আসছি।'

নওশিন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। ফারিহার মা রাহেলা বেগম বললেন, 'চলেই যখন যাবে বলছ, তোমাকে আজ আর আটকাচ্ছি না। তবে তুমি কিন্তু মা সময় করে তোমার আব্বু-আম্মুকে নিয়ে একদিন বেড়াতে আসবে। অনেক খুশি হব; আসবে তো?'

নওশিন বলল, 'ঠিক আছে আন্টি, আসব একদিন। ভালো থাকবেন।'

নওশিন বেরিয়ে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখছিল ফারিহা। আহসান ওর রুম থেকে ডেকে বলল, 'কিরে তোর বিশ্বসুন্দরীর

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চেয়েও তিনগুণ বেশি সুন্দরী সেই অতিথি কি চলে গেছে?'

ফারিহা বলল, 'তিনগুণ বলেছিলাম নাকি?'

'হুম তেমনই তো বলেছিলি বোধহয়।'

'ভুল বলেছিলাম ভাইয়া। একে আরও তিন দিয়ে গুণ কর।'

'বলছিস?'

'হুম।'

'করলাম। ফলাফল দাঁড়াচ্ছে তিন তিরিক্কা নয়। খুশি তো?'

ফারিহা কোনো কথা বলছে না। দাঁত দিয়ে জিহ্বার অগ্রভাগ কামড়ে ধরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আহসান বলল, 'কিরে এভাবে জিহ্বা কামড়ে পড়ে আছিস কেন? মাখরাজ উচ্চারণ করার চেষ্টা করছিস নাকি?'

'ইশ ভাইয়া! অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছি। মেয়েটার ঠিকানা রাখা হয়নি। কী হবে এখন?'

আহসান চোখজোড়া কপালে তোলার ভঙ্গি করে বলল, 'মানে কি? টাকা-পয়সা ধার দিয়েছিস নাকি উনাকে?'

ফারিহা বলল, 'ধ্যাৎ, কী সব বলছিস ভাইয়া! টাকা ধার দিতে যাব কেন?'

'না, যেভাবে ঠিকানা না রাখা নিয়ে টেনশন করছিস, এমনই তো মনে হচ্ছে।'

'সে সবকিছু না। তবে তোর জন্য একটা সুখবর আছে।'

'আমার জন্য? আমার জন্য আবার কী সুখবর?'

'উনি তোর আঁকা পেইন্টিংস যেভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, মনে হচ্ছে তুই ওই মেয়ের নজরে পড়ে গিয়েছিস। এই মেয়ে যেকোনো সময় এসে বলে বসতে পারে—আহসান, তোমার পেইন্টিংসের মতো তোমাকেও আমার মনে ধরেছে। চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি!'

ফারিহার কথা শুনে আহসানের হাসি পাচ্ছিল। অতি কষ্টে হাসি দমিয়ে রাখল। এই মেয়ের সামনে হাসলেও বিপদ। উসকানি পেয়ে সারাক্ষণ বিয়ে নিয়ে জ্বালাতন করবে। এতে প্রবলেম আছে। এই মেয়ে এখন লেখালেখির বারোটা বা একটা বাজিয়ে তারপর এখান থেকে বিদায় নেবে, তার আগে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসান গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'তুই তো ভালো পেকেছিস! দাঁড়া, মাকে বলে তোর একটা হিল্লে করার ব্যবস্থা করছি। সারাক্ষণ আছিস বিয়ে নিয়ে। এ্যাই, তোর কি বিয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই?'

ফারিয়া আনন্দিত গলায় বলল, 'আছে তো, বিয়ে ছাড়াও আরেকটা ভাবনা আছে। ভাবছি এই মেয়ে যদি ভাবী হয়ে আসে, তাহলে প্রথম দিনই বলব—ভাবী আমার খুব তাড়াতাড়ি একটা ভাতিজা লাগবে। প্লিজ, না করো না।'

আহসান আর হাসি ধরে রাখতে পারল না। হেসে বলল, 'তোর কথা শুনলে কী ইচ্ছা করে জানিস? ইচ্ছা করে আজই তোকে পাবনার বাসে উঠিয়ে দিই।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে নওশিনের সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ঢাকা শহরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা তেমন বেশি কিছু না। দেশের অবস্থা ভালো না। দিনে দুপুরেই যেখানে অহরহ ছিনতাই, খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। সেখানে সন্ধ্যার পর মেয়েদের বাইরে থাকা তো আরও বিপজ্জনক। তাই নওশিনের বাবা মিজান সাহেবের হুকুম, সন্ধ্যার পর এই বাড়ির মেয়ে বাসার বাইরে থাকতে পারবে না।

নওশিন রিকশা থেকে নেমে বেশ ভয়ে ভয়ে বাসার ভেতরে পা রাখল। বাসায় বিদ্যুৎ নেই। কখন গিয়েছে কে জানে? নওশিন কান খাড়া করে আগে বাড়ির ভেতরের অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল। বাবা মনে হয় এখনও ঘরে ফেরেনি। এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে তার ঘরে ফেরার কথা না।

হামীম মোমবাতির আলোয় বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কুরআন শরিফ পাঠ করছে। হামীম এবারই কুরআনের হাফেজ হয়েছে।

তাসনিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাসায় বিদ্যুৎ থাকলে এতক্ষণ ও সারা বাড়ি মাথায় তুলে রাখত। বিদ্যুৎ না থাকায় ও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মোমবাতির আবছা আলোয় মাকে রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে।

নওশিন অন্ধকারে গুটিগুটি পায়ে হামীমের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এ্যাই ছোটু! বাবা কি বাসায়?'

হামীম কুরআন তেলাওয়াত বিরতি রেখে নওশিনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বড়াপু, তুমি কোথায় ছিলে? জানো, আমার খুব টেনশন হচ্ছিল।'

'বলিস কী! এই বয়সেই টেনশন করা শিখে ফেলেছিস?'

'হু!'

'গুড বয়। তোকে দিয়ে হবে।'

হামীম বোকা বোকা গলায় বলল, 'কী হবে বড়াপু আমাকে দিয়ে?'

নওশিন বলল, 'বলছি। তার আগে এই ধাঁধাটার উত্তর দে। বাড়ির মালিক সকালে বিদেশ যাবেন বলে বের হতে যাচ্ছিলেন। নাইটগার্ড এসে বলল, স্যার আজ আপনি বিদেশ যাবেন না।'

'কেন?'

'আমি কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি যে প্লেনে যাচ্ছেন সেটা দুর্ঘটনায় পড়েছে, আর আপনি মারা পড়েছেন।'

নাইডগার্ডের কথা শুনে মালিক যাত্রাবিরতি দিলেন। পরে জানা গেল, প্লেনটি সত্যি সত্যি এক্সিডেন্ট করেছে। যাত্রীরা কেউ বাঁচতে পারেনি। নাইটগার্ডের বিচক্ষণতায় খুশি হয়ে মালিক তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন এবং এরই সঙ্গে তাকে সেদিনই চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে বরখাস্ত কেন করে দিলেন?

হামীম মাথা চুলকাল। কারণ এই ধাঁধার উত্তর তার জানা নেই। সে নিজের এই অপারগতার দুর্বলতা ঢাকার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার ধাঁধার উত্তর আমি জানি। তার আগে আমারটার উত্তর দাও। এক রাজার তিন ছেলে ছিল। সে একদিন...হামীমের কথা শেষ করার আগেই নওশিন বলল, 'উহু কোনো চালাকি চলবে না। আগে আমারটার উত্তর দিবি, তারপর তোরটা।'

হামীম বলল, 'ইশরে! গলায় আসছে মুখে আসছে না। কী যেন, কী যেন?'

'মুখে না আসলে গলা টিপে ধর। দেখবি অটোমেটিক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আরেকটু সহজ করে দাও না আপু। তুমি না পারলে আমিও তো তোমাকে সহজ করে দিই, দিই না?'

নওশিন বলল, 'কোনো সহজ করা-করি হবে না। তোকে পারতেই হবে। এটা তোর শাস্তি। অবশ্য এখন না পারলেও সমস্যা নেই, পরে তোকে বলে দেবো। তার আগে বল বাবা ফিরেছেন কিনা?'

'না ফিরেননি। ফোন করে আম্মুর কাছে তোমার খবর নিয়েছিলেন।'

'বলিস কি তাইলে তো আমার অবস্থা ডাইল! মা কী বলেছে?'

'কী বলবে? বলেছে নওশিন এখনো ফিরেনি।'

নওশিন মাথায় হাত দিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'হায় আল্লাহ! এখন উপায়? মা টা যে কী, একটু বানিয়ে বললে কী এমন হয়?'

হামীম মুরুব্বিদের মতো ভারিক্কি গলায় বলল, 'না বড়াপু! ভুলেও এইটা বলবা না। মিথ্যা কথা বললে অনেক গুনাহ হয়।'

ছোটুর সাথে ঝগড়া করে ওকে না ক্ষেপানো পর্যন্ত নওশিনের মোটেও জমে না। ও ছোটুকে ক্ষেপানোর জন্য কান টেনে ধরে বলল, 'উপদেশ ফলানো হচ্ছে না? অই, তুই না কুরআন পড়তেছিলি? কুরআন পড়া বাদ দিয়ে এত কথা বলতে তোকে কে বলেছে, হ্যাঁ?'

হামীম অবাক হয়ে বলল, 'অমা, তুমিই তো কথা বলতে বললা!'

নওশিন অবাক হবার ভান করে বলল, 'আমি কখন বললাম? তোর মাথা ঠিক আছে তো?'

হামীম ফ্যালফ্যাল করে নওশিনের দিকে তাকিয়ে রইল। ও বুঝতে পারছে না, বড়াপু নিজে থেকেই কথা শুরু করে এখন কিছুই জানে না এমন ভান কেন করছে? তার কি ভুলে যাওয়া রোগ আছে নাকি?

নওশিন হামীমকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মার সাথে কথা বলে পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে। পরিস্থিতি গরম থাকলে গল্প হবে এক রকম। পরিস্থিতি ঠান্ডা থাকলে অন্য গল্প বানাতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫

রাবেয়া বেগম রান্নার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার আজকের আইটেমের নাম—হায়দরি বিফ। বৃষ্টির দিনে ফ্রায়েড রাইস উইথ হায়দরি বিফ খেতে অসাধারণ লাগে। হায়দরি বিফ রান্না করতে হয় গরুর পাঁজরের মাংস দিয়ে। মিজান সাহেব এই খাবারটা পছন্দ করেন। রাবেয়া বেশ যত্ন নিয়ে স্বামীর জন্য হায়দরি বিফ রান্না করলেন। লবণ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। দুটুকরো আলু ছেড়ে দিয়ে লবণকে কন্ট্রোল করে ফেললেন।

হায়দরি বিফের চ্যাপ্টার শেষ। এখন ফ্রায়েড রাইস রান্নার চ্যাপ্টার শুরু হয়েছে।

নওশিন রাবেয়া বেগমের পেছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েকে দেখে রাবেয়া বললেন, 'তুই এসেছিস তাহলে?'

রাবেয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই নওশিন বলল, 'মা, জানো আজ কি হয়েছে?'

নওশিন ভেবেছিল রাবেয়া বলবেন—কী হয়েছে বল? থামলি কেন? তিনি কিছু বললেন না। চুলার আগুনটা নিভে গিয়েছিল চুপচাপ সেটা জ্বালানোর চেষ্টা করলেন।

নওশিন একনাগাড়ে বলতে থাকল, কলেজ থেকে বের হয়ে যেই না রিকশার জন্য দাঁড়িয়েছি, অমনি শুরু হয়ে গেল আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। কী যে অবস্থা মা, তুমি যদি দেখতে। ভিজে অবস্থা কাহিল হয়ে গেল আমার।

তখন মিলি বলল, 'নওশিন আজ আর তোদের বাসায় যাওয়ার দরকার নাই। আমাদের বাসায় চল। বৃষ্টির মধ্যে দুবান্ধবী মিলে চুটিয়ে গল্প করা যাবে। কি আর করব মা? বৃষ্টিও থামছে না রিকশাও পাচ্ছি না। আমি আর না করতে পারলাম না। চলে গেলাম মিলিদের বাসায়। মিলি এনে দিলো এক গ্লাস গরম দুধ। আর ওর মা আমাকে দেখেই চুলায় ইলিশ খিচুড়ি বসিয়ে দিলো।'

রাবেয়া বললেন, 'থাক, অনেক বকেছিস। মিলিকে নিয়ে আর মিথ্যে বলার দরকার নেই। তুই যে মিথ্যে বলছিস সেটা তোর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন অবাক হবার ভান করে বলল, 'মিথ্যা বলব কেন? আশ্চর্য!'

রাবেয়া নরম গলায় বললেন, 'দুপুর থেকে তোর ফোন বন্ধ। তোর বাবা সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ ছ'বার বাসায় ফোন করেছেন। তোকে ফোনে না পেয়ে বেচারা টেনশনের মধ্যে আছেন। তুই তো জানিস তোর বাবা টেনশন করতে পারে না। তার বুক ব্যথা করে। তবুও কেন তাকে টেনশন দিস? তোর কলেজ ছুটি হয় দুপুর দুটায়। এখন বাজে রাত আটটার উপরে। এতক্ষণ ছিলি কোথায় সত্যি করে বলত?'

নওশিন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেউ কি ওকে সোহেলের সাথে ঘুরতে দেখে ফেলেছে? দেখে বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে? কে জানে, নাও তো হতে পারে। মা হয়তো আন্দাজে ঢিল ছুড়তে চাচ্ছে।

নওশিন চিন্তিত ভাব গোপন করে মৃদু রাগ দেখিয়ে বলল, 'মা, তুমি আমাকে উকিলদের মতো জেরা করা শুরু করে দিলে কেন? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলছি?'

'উকিলদের মতো জেরা করছি না। আমি আমার মতো করেই জেরা করছি। তুই বড় হয়েছিস। মা হিসেবে আমার তোকে নিয়ে ভাববার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তোর বান্ধবী মিলি তোর ফোন বন্ধ পেয়ে বিকেলে আমার কাছে ফোন করে তোর খোঁজ করছিল। অথচ তুই বলছিস তুই ওদের বাসায় ছিলিস। এখন তুই-ই বল জেরা করে আমি অন্যায়টা কি করেছি?'

নওশিন চুপ মেরে গেল। ওর আর কিছু বলার মুখ নেই। বলবেই বা কি করে? মিলিই তো সব পণ্ড করে দিলো। মিলিটা যে কী! একটা বদের হাড্ডি। বেছে বেছে এই সময়টাতেই ওর কেন ফোন করা লাগবে? কাল কলেজে ওকে পেলেই হয়। ওর বারোটা না বাজানো পর্যন্ত শান্তি নেই।

মিজান সাহেব বাসায় ফিরলেন অনেক রাত করে। তার অফিসের সহকারী একাউন্টেন্ড নজরুল সাহেব বিকেলে বাসায় ফেরার পথে রোড এক্সিডেন্টে আহত হয়েছেন। তাকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছে। মিজান সাহেব দেখতে গিয়েছিলেন।

নজরুল সাহেবের এক্সিডেন্টটা গুরুতর। পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। রাস্তার পাশের গ্রিলের দোকানের রডের লম্বা টুকরো তার পায়ে ঢুকে গেছে। সম্ভবত পা কেটে বাদ দেওয়া হতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, 'আমরা অপারেশন করে দেখব। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুরুতর কিছু না হয়। সবই আল্লাহর হাতে।'

ডাক্তার যখন বলেন সবই আল্লাহর হাতে, তখন কলিজার পানি শুকিয়ে যায়। নজরুল সাহেবেরও কলিজার পানি শুকিয়ে গেল। তিনি তার পায়ের চেয়ে সংসার নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। যদি কোনো কারণে পা কেটে বাদ দিতে হয় তাহলে সংসারের হাল কে ধরবে এই নিয়ে তাকে চিন্তিত বলে মনে হলো।

হসপিটালে নজরুল সাহেবের স্ত্রী, কন্যা এসেছে। তারা রুমের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে।

নজরুল সাহেবের বড় ছেলে এসেছে আরও পরে। সেও বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছিল। সংসারের বড় ছেলেরা নাকি বোকা টাইপের হয়। নজরুল সাহেবের ছেলেটাকে মনে হলো শুধু বোকা না, বোকার জেনারেল-ম্যানেজার জাতীয় কিছু। তার উচিত এই মুহূর্তে পরিবারের সবাইকে সান্ত্বনা দেওয়া। সে সান্ত্বনার ধারে কাছে দিয়েও যাচ্ছে না। নিজেই চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফেলছে।

মিজান সাহেব বললেন, 'তুমি এইভাবে কান্নাকাটি করলে কীভাবে হবে? কান্না বন্ধ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো। যেন তোমার বাবার পা তিনি হেফাজত করেন।'

মিজান সাহেবের এই কথায় ছেলের কান্না আরও দুই ধাপ বেড়ে গেল। মিজান সাহেব দেখলেন, এই ছেলের সঙ্গে কথা বলা আর অরণ্যে রোদন একই জিনিস।

মিজান সাহেব বুঝতে পারছিলেন না, কার সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি নজরুল সাহেবকে বললেন, 'আপনি অযথাই টেনশন করছেন। টাকা-পয়সা নিয়ে ভাববেন না। টাকা-পয়সা যা লাগে আমি দেবো। এই হসপিটালের নিচতলায় এটিএম বুথ আছে। আমি এখনই নগদ কিছু টাকা হসপিটালের ক্যাশ কাউন্টারে জমা করে দিচ্ছি। ওরাই সব ব্যবস্থা করবে। আর আপনার এই বোকা ছেলেকে কাঁদতে নিষেধ করুন। ওর পড়াশোনা কতদূর? ওকে বলুন যেন কালকে বায়োডাটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। দেখি ওর চাকরি-বাকরির কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

নজরুল সাহেব কিছুক্ষণ তার বসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন, 'স্যার আপনি আমার জন্য এত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু করছেন, এত টাকা-পয়সা দিচ্ছেন। এই টাকা কীভাবে শোধ দেবো বুঝতে পারছি না।'

মিজান সাহেব বললেন, 'এইসব নিয়ে আপনার একদম ভাবার দরকার নেই। টাকা শোধ দিতে হবে না। আপনি সুস্থ হোন, এটাই আমাদের সবার কামনা।'

হসপিটালের ঝামেলা শেষ করে মিজান সাহেব যখন বাসায় পৌঁছলেন তখন বাজে রাত সাড়ে এগারোটা। রাবেয়া বেগম ভেবেছিলেন, মেয়ের রাত করে বাসায় ফেরা নিয়ে ওর বাবা বাসায় ঢুকেই রাগারাগি শুরু করবেন। মিজান সাহেব রাগারাগির মধ্যে গেলেন না। বাথরুম থেকে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ খানিকটা সময় বেশি লাগিয়ে গোসল সেরে ফ্রেশ হলেন। রাতের খাবার খেতে বসে হাসি হাসি মুখ করে স্ত্রীকে বললেন, ছেলে-মেয়েরা খেয়ে ফেলেছে নাকি? ওদের দেখছি না যে?

রাবেয়া বেগম বললেন, 'হামীম-তাসনিয়া আরও আগেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। নওশিন এখনো জেগে আছে কিনা জানি না।'

মিজান সাহেবকে বেশ আনন্দিত দেখে রাহেলা বেগম কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, আজ তোমাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে?'

'হু, খুশি খুশি দেখাবার খুব বড়ো একটা কারণ আছে। নওশিন এখানে থাকলে ভালো হতো। ওর সামনেই সুখবরটা দেওয়া যেত।'

রাহেলা বেগম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'সুখবর দিয়ে আর কী হবে? তোমার মেয়ে যা শুরু করেছে ওকে নিয়ে আর পারছি না। মেয়েকে নিয়ে আমি খুবই টেনশনে আছি।'

মিজান সাহেব বললেন, 'তোমার টেনশন দূর করার মতো সুখবরই নিয়ে এসেছি। বড় মসজিদের ইমাম সাহেব তোমার মেয়ের জন্য খুব ভালো একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছেন। প্রস্তাবটা মনে ধরার মতো।'

স্বামীর কথা শুনে রাহেলা বেগম উদ্বিগ্নভাব কিছুটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলে কী করে?'

'ছেলে আলেম, মুফতি।'

'ও।'

'একটা ইসলামিক ইনস্টিটিউশনে পার্ট টাইম ক্লাস নেয়।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ভালোই তো।'

'নিজস্ব ট্রাভেল এজেন্সি আছে। এবং এই ছেলের আরও একটা পরিচয় আছে।'

রাবেয়া বললেন, 'কি পরিচয়?'

'ছেলে খুব ভালো একজন লেখক। দেখতে শুনতেও মাশাআল্লাহ লাখে একজন।'

পাত্রের বিবরণ শুনে রাবেয়া বেগম খুশি হলেন। তার উদ্বিগ্নভাব অনেকটা কমে গেলেও যতটুকু ছিল তা চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'প্রস্তাব আমারও পছন্দ হয়েছে, কিন্তু...!'

'আবার কিন্তু কেন?'

'তোমার মেয়ে এই ছেলে পছন্দ করবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

মিজান সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'কেন? পছন্দ কেন করবে না? এমন পাত্র তো ভাগ্যগুণে মিলে। তোমার মেয়ের তো ভাগ্য ভালো।'

রাবেয়া বললেন, 'ভাগ্য ভালো-খারাপ, সে কথা বলছি না। নওশিনের চাল-চলন, হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে সে দাড়ি, টুপি, হুজুর ছেলে এইসব পছন্দ করবে না। তার পছন্দ আধুনিক মনমানসিকতার ছেলে।'

মিজান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এটা তুমি কী ধরনের কথা বললে রাবেয়া? হুজুর ছেলে হলেই তার মন মানসিকতায় আধুনিকতা থাকবে না এ কেমন কথা? আধুনিকতা কি মাদ্রাসা এডুকেটেড ছেলেরা কম বোঝে?'

রাবেয়া স্বামীর প্লেটে ভাত তুলে দিতে দিতে শান্ত গলায় বললেন, 'এটা তো তুমি আমি বুঝি। কিন্তু তোমার মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে কে বোঝাবে বলো?'

'তুমি বোঝাবে। কলেজে পড়লেই দাড়ি টুপিওয়ালা ছেলে অপছন্দ করতে হবে এর তো কোনো কারণ নেই, তাই না?'

নওশিনের কলেজ থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরা নিয়ে রাবেয়া কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীর মন মেজাজের প্রতি লক্ষ করে সেই কথা তোললেন না। তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি টেনশন করো না। আমি মেয়েকে বুঝিয়ে বলব। প্রস্তাবটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। ছেলে লেখক শুনে আরও ভালো লাগছে। লেখকদের মন-মানসিকতা হয়

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অসাধারণ মানের। প্রচ্ছন্ন মানসিকতা না থাকলে লেখক হওয়া মুশকিল। এই ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হচ্ছে।'

স্ত্রীর কথা শুনে মিজান সাহেব সান্ত্বনা পেলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি খাওয়ায় মন দিলেন। রাবেয়া বেগম স্বামীর প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হলো? তুমি তো তেমন কিছুই নিলে না। গরুর মাংসের আইটেমটা ভালো হয়নি? তুমি তো এটা খুব পছন্দ কর। বৃষ্টির দিন দেখে তোমার জন্য রান্না করলাম। রান্না মনে হয় ভালো হয়নি, না?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না। অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে যাচ্ছিলেন। খেতে বসার আগে তার যে হাসিমুখ ছিল তা আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

রাহেলা বেগমের রান্নার হাত অসাধারণ। চমৎকার রাঁধেন তিনি। তার নানী খুব ভালো রাঁধতে পারতেন। রাহেলা বেগম নানীর এই গুণটা পেয়ে গিয়েছেন।

মেয়েদের দুটো জিনিস দিয়ে সহজেই খুশি করা যায়। এর মধ্যে একটা হলো, রান্নার প্রশংসা করা। মেয়েরা সব সময়ই চেষ্টা করে রান্নায় ভালো কিছু করে পরিবারের লোকদের প্রশংসা কুড়াতে। মিজান সাহেব স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করতে কখনও কার্পণ্য করেন না। রান্না মোটামুটি মানের হলেও বলেন চমৎকার হয়েছে। বেমালুম ধরনের স্বাদ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে প্লেটসহ খেয়ে ফেলি। কিন্তু আজ আর কিছু বললেন না। বিষণ্ন মনে খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে ফেললেন।

কাজের মহিলা বদুর মা আজ আসেনি। রাহেলা বেগম থালা-বাটি গুছিয়ে স্বামীর জন্য বিছানা গোছাতে ঘরে চলে গেলেন। মিজান সাহেব ওঠলেন না। খাওয়া শেষ করেও ওখানেই বসে রইলেন। একটা বিষয় তাকে হঠাৎ নাড়া দিলো। যে জিনিস কখনো তিনি ভাবেননি সেটাই এখন ভাবতে হচ্ছে। তার ভাবনায় একটা বিষয়ই কেবল ঘুরছে। তিনি কী তবে ভুল করছেন? ধর্মীয় ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে, এজন্য কি তিনি তার মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬

আহসান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কথামালা'-র শোরুমে বসে আছে। বিশাল শোরুম। বিশ-পঁচিশ জন কর্মচারী রাতদিন খেটেও বেচা-বিক্রি করে কুলোতে পারছে না। চারিদিকে থাই অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস দিয়ে ঘেরা একটা এসি রুমে বসে প্রতিষ্ঠানের মালিক জামান সাহেব ব্যাবসার তদারকি করেন।

জামান সাহেব ছোটোখাটো চেহারার একজন মানুষ। সব সময় মাড় দেওয়া সাদা সুতি কাপড়ের পাঞ্জাবি এবং সাদা লুঙ্গী পরেন। সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গী পুরাতন ঢাকাইয়াদের খান্দানি পোশাক। জামান সাহেবের বাড়ি পুরান ঢাকায় না। তিনি নোয়াখালীর মানুষ। মাথায় বড়লোকদের মতো টাক। চেহারায় একটা সুখী সুখী ভাব আছে তার।

জামান সাহেব মেজাজ গরম করে কর্মচারীদের সঙ্গে হইচই করছেন। মেজাজ গরম করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আজকে তার বড় ধরনের একটা লস হয়ে গেছে। তার দোকানে 'বিপুল রায়' নামে এক ছেলে কাজ করত। ওর কাজ ছিল ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া এবং উত্তোলন করা। তাকে বারো লাখ টাকা দিয়ে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল। টাকা নিয়ে বিপুল রায় উধাও হয়ে গেছে।

জামান সাহেব বললেন, 'তার কাণ্ডটা দেখেছেন আহসান সাহেব? হিন্দু ছেলে। বাপ নাই। বিশ্বস্ত মনে করে মায়া করে জায়গা দিয়েছিলাম। এই ছেলে যে এইভাবে বুকে ছুরি মারবে কে জানত?

আহসান লক্ষ করল, জামান সাহেব তাকে এই প্রথম নাম ধরে ডাকলেন। আহসানকে তিনি ডাকেন মওলানা সাহেব বলে। নাম ধরে ডাকার নিশ্চয়ই কারণ আছে। মানুষ যখন কারও সহানুভূতি আশা করে তখন আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করে। নাম ধরে ডাকলে আন্তরিক হওয়ার পথটা সুগম হয়। জামান সাহেব এই বিপদের মুহূর্তে সহানুভূতি আশা করছেন। তিনি চাচ্ছেন, কেউ তার পিঠে হাত রেখে বলুক, থাক জনাব, দুঃখ করে আর কী করবেন? যেটা চলে গেছে সেটা চলে যাওয়ারই ছিল। দুঃখ করবেন না প্লিজ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসান বলল, 'কবে ঘটল এই ঘটনা?'

'আজকেই, দুপুর দুইটার সময়। আমি ওকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বাসায় গেলাম লাঞ্চ করতে। এসে শুনি ব্যাংক থেকে বিপুল ফিরে নাই। ফোন করলাম। ওর ফোনও বন্ধ। কী কাণ্ড বলেন তো?'

'পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'দিয়েছি। ওদের ওপর ভরসা করতে পারছি না ভাই। নিজের বিশ্বস্ত লোকই যেখানে বেইমানি করল, সেখানে অন্যের ওপর ভরসা করি কী করে বলুন?'

আহসান বুঝতে পারছে না কেন এমনটা হলো। জামান সাহেব কি তাহলে তার ধনসম্পদের জাকাত ঠিকমতো পরিশোধ করেন না? হিসেবনিকেশ করে জাকাত দিলে তো এমনটা হওয়ার কথা না।

জামান সাহেব বিরাট সম্পদের মালিক। বইয়ের শোরুম ভাড়ায় নয় তার নিজের কেনা। নিজস্ব প্রিন্টিংপ্রেস ছাড়াও ঢাকার বাইরে তার কয়েকটা শোরুম আছে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকার মালিক তিনি। ষাট কোটি টাকার জাকাত আসে প্রায় পনেরো লাখ টাকা। দেশে এমন অনেক পয়সাওয়ালা আছে, পনেরো লাখ টাকা জাকাত দিতে হবে শুনলে যাদের বুক কেঁপে ওঠে।

জামান সাহেবও এই ধরনের পয়সাওয়ালাদের পর্যায়ে পড়েন কিনা কে জানে? যদি তা-ই হয় তবে এখনো তার আরও তিন লাখ টাকা বিপুল রায়দের হাতে যাওয়া বাকি আছে। আর যদি এই পর্যায়ে না পড়েন, তাহলে অন্য কোনো দিক দিয়ে পনেরো লাখ টাকা ঠিকই তার কাছে চলে আসবে। কারণ উপরওয়ালার হিসেব-কিতাব পুড়োটাই নির্ভেজাল। তার হিসেবে তিনি যাররা পরিমাণও ভুল করেন না।

আহসান বিপুল ছেলেটাকে এর আগেও কয়েকবার এই দোকানে দেখেছে। ভোলাভালা চেহারার ছেলে। ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানার মতো চেহারা। ভাজা মাছেও তো কাঁটা থাকে। ছেলেটাকে দেখে আহসানের মনে হতো এই ছেলে কাঁটা বেছে দিলেও ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারবে না।

আহসান একদিন দেখল, দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে কী নিয়ে যেন বিপুলের কথা কাটাকাটি চলছে। বিপুল ওদের সঙ্গে কথায়

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারছে না। বারবার সে বলছে, আমি মাইনর পার্সন তো, আপনারা তো মেজরিটি। তাই যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন দাদা।

বিপুল ওদের সঙ্গে সুবিধে করতে না পেরে জামান সাহেবের কাছে নালিশ নিয়ে গেল। বিনয়ে গলে গিয়ে সাধু ও চলিত ভাষার চাল-ডাল একত্র করে বলল, 'স্যার আমি আর পারছি না। ওরা আমাকে দেখতেই পারে না। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিদেয় করিতে জনাবের আজ্ঞা হয়।'

জামান সাহেব বললেন, 'কি হয়েছে বিপুল?'

'ওরা বলিতেছে আমি নাকি চুরি করিয়া বই বিক্রি করে ফেলেছি। বলুন জনাব, এগুলো কি সহন করা যায়?'

জামান সাহেব বললেন, 'বিপুল তোমার সমস্যা একটাই। কোনো কিছু স্বাভাবিকভাবে নিতে পারো না। আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করি, নাকি? কে কী বলল, তাতে মাথা ঘামানোর কিছু আছে? বাদ দাও এসব।'

বিপুল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'স্যার, ওরা আমাকে তস্কর বানানোর পাঁয়তারা করিতেছে আর আপনি ওদের আশকারা দিতেছেন আসলে আমি মাইনর পার্সন তো সবাই এখানে মেজরিটি। আপনিও মেজরিটিদের সমর্থন করছেন স্যার।'

'আহসান ভেবে পায় না, যে ছেলে নিজেকে মাইনর পার্সন ভাবে, সে আবার বারো লাখ টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়ার সাহস করে কীভাবে।'

'কথামালা' থেকে পেমেন্ট নিয়ে বের হয়ে আহসান ওর মোটরবাইকে উঠতে যাবে, তখনই জহির এসে কোত্থেকে যেন উদয় হলো। আহসান ভূত দেখার মতো চমকে উঠতে গিয়েও ওঠল না। কারণ, জহিরকে দেখে ঠিকমতো চমকানোও মুশকিল। বলে বসবে, কিরে বন্ধুকে দেখে চমকে গেলি দেখছি। বুঝেছি, তুই চাস না তোর সঙ্গে আমার দেখা হোক।

আহসান বলল, 'তুই এখানে? আমাকে ফলো করতে করতে এখান পর্যন্ত চলে এসেছিস নাকি?'

জহির বলল, 'কী বলিস? তোকে ফলো করব কেন? এমনিতেই এসেছি। একটা কাজ ছিল এদিকে। তোকে দেখে ভাবলাম হাই-হ্যালো করি, এই আর কী। হাহাহা!'

আহসান জিজ্ঞাসা করল না, এখানে তোর কী কাজ? কারণ ও ভালো করেই জানে, জহিরের এদিকে কোনো কাজ নেই। নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাওয়ার ধান্দায় ওর পিছু পিছু এসেছে। আহসান বলল, 'ও আচ্ছা তো কী অবস্থা তোর? খবর ভালো তো?'

'খবর ভালোই। দোস্ত তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'হুম, জানি তো। কথা আবার না থাকে কীভাবে? চল, কোনো হোটেলে বসে খেতে খেতে কথা বলি। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

আহসান পুরান ঢাকার এই দিকটায় এলে সুযোগ পেলেই কাচ্চি বিরিয়ানির স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করে। কাচ্চি বিরিয়ানি অনেক জায়গায়ই খাওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরান ঢাকাইয়াদের মতো কেউ এই জিনিস ভালো রান্না করতে পারে না। কাচ্চি বিরিয়ানির স্বাদের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে এর মশলা-পাতি। মশলা কম বেশি হলেই জিনিসটা বে-মজার হয়ে যায়। কখন কোন মশলা ব্যবহার করতে হবে এইটা একমাত্র ঢাকাইয়া বাবুর্চিরাই ভালো বোঝে।

পুরান ঢাকার নান্না হাজীর বিরিয়ানির কথা শোনেনি, এমন মানুষ কমই আছে। নান্না হাজীর বিরিয়ানির নিয়মটা বড় অদ্ভুত! এরা প্রতিদিন পাঁচ ডেগ বিরিয়ানি রান্না করবে। বসে খাওয়ার সুযোগ নেই, কাঠাল পাতার ঠোঙায় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বাসায় নিয়ে গিয়ে খেতে হবে। পাঁচ ডেগ বিক্রি শেষ, ব্যস, দোকান বন্ধ। এরপর হাজার কান্নাকাটি করেও কাজ হবে না। যত চাহিদাই থাক, সেদিন আর কোনো রান্নাই হবে না।

কাচ্চি বিরিয়ানি ঢাকাইয়াদের বাপ-দাদাদের ঐতিহ্য। পরদাদা, দাদা, বাবাদের যুগ শেষ করে এখন সন্তানদের পর্যন্ত এসে এর স্বাদ থমকে আছে। আহসানের ধারণা, সন্তানদের যুগ শেষ হয়ে গেলে আগের মতো সেই স্বাদ আর পাওয়া যাবে না। এরপর আসবে নাতি-নাতকুর জেনারেশন। এরা হবে 'একটা নতুন পৃথিবী চাই;—এ বিশ্বাসী। পুরোনো জিনিস এরা ধরে রাখতে চাইবে বলে মনে হয় না।

আহসান জহিরকে নিয়ে একটা হোটেলে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলো। জহির বলল, 'দোস্ত আমার কিছু টাকা লাগবে। বেশি না, হাজার দশেক হলেই হবে।'

আহসান বলল, 'দশ হাজার টাকা দিয়ে কি করবি?'

'আর বলিস না। তোর ভাবীর চাহিদার শেষ নেই। তুই কি ভেবেছিস শিক্ষিত মেয়ে, সে অনেক কিছু জানে? উহু সে জানে শুধু দুটো শব্দ। নাই

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং আনো। এ ছাড়া তার মুখে আর কোনো শব্দ নাই। আজকে কি বলে জানিস? বলে, আমার দুটো জামদানি শাড়ি লাগবে। আজব! মানুষ যেখানে একটাই পায় না, তোর সেখানে দুটো শাড়ির কী দরকার?'

আহসান বলল, 'ঠিকই তো আছে।'

'কী ঠিক আছে?'

'ভাবীর কথা তো ঠিকই আছে। লাগলে তোর কাছেই তো বলবে।'

'ঠিক-বেঠিক পরে বুঝব। পকেট খালি যাচ্ছে দোস্ত, দশ-বারো হাজার যা পারিস দে। তোকে আগামী মাসেই শোধ দিয়ে দেবো।'

আহসান বলল, 'না। তোকে আমি আর একটা টাকাও দিতে পারব না। তুই এ পর্যন্ত কত টাকা ধার নিয়েছিস সে খবর আছে?'

'তোর সব টাকা আমি ফেরত দেবো বন্ধু। একটা কানাকড়িও বাকি রাখব না, দেখিস?'

'আর দেখতে হবে না। কোনো টাকা নেই। বিরিয়ানি খাওয়াতে এনেছি। খেয়ে দেয়ে বিদায় হ।'

জহির বলল, 'দোস্ত, চিনলি না আমাকে। কয়টা দিন যেতে দে। আমার সাথে দেখা করতে হলে ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে আগে দারোয়ানের পারমিশন নেওয়া লাগবে।'

'কেন? পারমিশন নিতে হবে কেন? কী এমন রাজকার্যে হাত দিতে যাচ্ছিস?'

'নতুন একটা ব্যবসার কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। ব্যবসাটা জমতে দে। এরপর খালি টাকা আর টাকা।'

আহসান বলল, 'নতুন কী ব্যবসা, বল?'

বলছি, 'তার আগে টাকাটা দে।'

'উফ আবার সেই টাকা? তোকে না বলেছি আমার থেকে গুনে গুনে একশ হাত দূরে থাকবি?'

'দূরে থাকতাম যদি তুই আমার বন্ধু না হতি। তুই তো আমার বন্ধু, তাই না? নাকি না?'

আহসান হেসে ফেলল। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে করতে বলল, 'এই কিন্তু শেষ। এরপর চাইলে কিন্তু আর পাবি না।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এরপর দিবি কীভাবে?'

'মানে?'

'আমাকে কি বেকুব ভেবেছিস? এরপর তো আমি আর নেবই না। তোকে শুধু দিয়েই যাব।'

আহসান বলল, 'বেকুব ভাবার কি আছে? তুই তো বেকুবই। বেকুব না হলে কি কেউ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করে?'

জহির চেহারা করুণ করে দুঃখিত গলায় বলল, 'তুইও যৌতুকের খোঁটা দিলি? হায় কপাল।'

আহসান নরম গলায় বলল, 'হ্যাঁ দিলাম। তুই আমার স্কুল লাইফের বন্ধু বলেই তোর ওপর আমি এই দাবিটা খাটাই। কেন খাটাব না? গ্রাজুয়েশন করেছিস, একটা ভালো চাকরি করতে পারতিস। এরপর তাবলিগে গিয়ে তুই নিজে দ্বীনদার হয়ে একটা দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করতে পারতিস। তা না করে করেছিস উল্টোটা। আবার সেই আল্ট্রা মডার্ন বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে মোটা টাকা যৌতুক নিয়েও বসে আছিস। কেন, বউকে নিজের উপার্জিত পয়সায় ভরণ-পোষণ দিতে পারতিস না? একটা কাজও তো ঠিক করিসনি। ভাবী বেচারির ওপর দোষ দিয়ে লাভ কি। গোড়ায় গলদটা তো তুই-ই করেছিস।'

জহির চোখ বন্ধ করে আহসানের কথাগুলো শুনল। এরপর বুকটান করে বলল, 'প্রবলেম নেই। যৌতুকের টাকায় ব্যবসা করে ওদের টাকা ওদেরকে ফেরত দিয়ে দেবো, ব্যস ঝামেলা ফিনিস।'

'ঝামেলা তো ফিনিস করতে পারছিস না। গত দেড় বছর ধরেই শুনে আসছি ব্যবসা করবি। কোথায় তোর ব্যবসা? আমি তো তোর দুই চাপাবাজ ঠোঁটের মাঝখানে ছাড়া আর কোথাও সেই ব্যবসাটা দেখতে পাচ্ছি না।'

জহির আর কোনো কথা বলছে না। চেহারা করুণ করে, গালের মাংস থুতনির দিকে ঝুলিয়ে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে ওকে দেখলে যে কারও মায়া লাগবে। আহসানেরও লাগছে। কিন্তু করার কিছু নেই। কথাগুলো ওর শোনার দরকার ছিল। কেউ তো ওকে শুধরে দেবে না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জহিরের বাবা-মা গত হয়েছেন অনেক আগেই। ভাইয়েরা যে যার মতো সংসার পেতে দিব্যি আছে। ছোট ভাইকে নিয়ে ভাবার মতো ওদের হাতে সময় কোথায়?

বেয়ারা টেবিলে খাবার দিয়ে গেছে। জহির কিছুই খাচ্ছে না। টেবিলে সামান্য পানি পড়ে ছিল। সেটা দিয়ে কিছুক্ষণ আঁকিবুঁকি করে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আহসান বলল, 'কি রে ওঠলি কেন? না খেয়ে কোথায় যাচ্ছিস?'

জহির কিছু বলল না। বাইরের দিকে হাঁটা দিলো। আহসান এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কিরে চলে যাচ্ছিস নাকি? কথাগুলো বলায় রাগ করেছিস? রাগ করিস না। তোর ভালোর জন্যই বলেছি। যাস না। খাবারটা খেয়ে তারপর টাকাটা নিয়ে যা।'

জহির বলল, 'না দোস্ত, টাকা লাগবে না।'

জহিরকে আটকানো গেল না। সে না খেয়েই রিকশায় উঠে চলে গেল। আহসানের মন খারাপ হয়ে গেল। ওকে হয়তো একসঙ্গে এতগুলো কথা বলা ঠিক হয়নি। আহসানেরও খেতে ইচ্ছে করল না। সে ক্যাশ কাউন্টারে খাবারের বিল চুকিয়ে বাসার উদ্দেশে রওনা হলো।

৭

সোহেল ইরিনাদের বাড়ির বিশাল রুফটপ গার্ডেনে বসে ইরিনার সঙ্গে লাঞ্চ করছে। সোহেলের ফোনে বার বার ভাইব্রেশন হচ্ছে। সোহেল ফোন ধরছে না। ইরিনা বলল, ফোন ধরছ না কেন? কার ফোন?

'নওশিনের ফোন। এখন এই ফোন ধরা যাবে না।'

'ধরা যাবে না কেন? ও এখন কোথায়?'

'আর বলো না। ওকে বলেছি আজ আমার জন্মদিন। রেস্টুরেন্টে পার্টি দেবো। ও আমার মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছে, হা হা হা!'

সোহেলের কথা শুনে ইরিনা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'তুমি পারোও বটে। তা এই মেয়েকে নিয়ে আমার এখানে কবে আসছ?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আসব আসব। এত তাড়া দিচ্ছেন কেন ম্যাডাম? আমার প্রতি আরেকটু দুর্বল হতে দিন। সময় হলেই সোজা আপনার এখানে এনে তুলব।'

ইরিনা আবারও হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'প্রথম যেদিন নিউ মার্কেটে দেখা হলো, এই মেয়ের তো আমাকে দেখে রাগে মাথা হট। যেই আমি ওর কাছে তোমার বোন পরিচয় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাগ পানি। বোকা মেয়ে। আমার মিথ্যেটা একটুও ধরতে পারেনি।'

'ধরতে পারবে কীভাবে ম্যাডাম? আপনি যে অভিনয় জানেন। আমার সঙ্গে ব্লুর বিজনেস না করে অভিনয়ে নামলেও ভালো পয়সা রোজগার করতে পারতেন।'

'তা হয়তো পারতাম। যা হোক, খাবারটা শেষ করো। তোমাকে নতুন একটা পার্টির সঙ্গে আজ আলাপ করিয়ে দেবো।'

সোহেল মাথা নেড়ে খাবারে মনোযোগ দিলো। রেস্টুরেন্ট থেকে আনা ফিস কাটলেটটা খেতে মন্দ লাগছে না। খাবার আনা হয়েছে উত্তরার এক অভিজাত রেস্টুরেন্ট থেকে। ইরিনার ড্রাইভার কবির মিয়াকে খাবার আনতে পাঠানো হয়েছিল।

ড্রাইভার কবির মিয়ার লাইসেন্স বাংলাদেশের চার-পাঁচ হাজার টাকা দামের ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স না। দুবাই থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে এই লাইসেন্স সে সংগ্রহ করেছে। ড্রাইভিং শিখতে দুইলক্ষ, কাগজপত্র করতে গিয়েছে আরও তিন লক্ষ। দুবাইর ড্রাইভিং লাইসেন্স দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান লাইসেন্স।

কবির মিয়ার মন ভীষণ খারাপ। তার মতো একজন বিদেশি লাইসেন্সধারী ড্রাইভারকে দিয়ে কেন হোটেল থেকে খাবার আনা হবে? খাবার-দাবার আনা নেওয়া হোটেল বয়দের কাজ। বিদেশি লাইসেন্সধারী ড্রাইভারের কাজ না।

তা ছাড়া সোহেল নামের এই লাফাঙ্গা ছেলেটাকে কবির মিয়া মোটেও সহ্য করতে পারছে না। ছেলের বয়সী এই বেয়াদবটা কবির মিয়াকে তুই করে ডেকেছে। কবির মিয়া ইরিনা ম্যাডামের ড্রাইভার, সোহেল নামক বেয়াদবের ড্রাইভার না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সোহেল ইরিনা ম্যাডামের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে আর কোনো কারণ ছাড়াই হাসিতে ফেটে পড়ছে। কবির মিয়ার ইচ্ছা করছে বেয়াদবটাকে এক লাথি দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিতে। বদমাইশটা আবার নওশিন নামের এক মেয়েকে জন্মদিনের দাওয়াত দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রেখে এখানে এসে মাছ-মাংস গিলছে।

বেয়াদবটা বারবার কিসের যেন ব্লু বিজনেসের কথা বলছে। ব্লু জিনিসটা কী কবির মিয়া বুঝতে পারছে না। নিশ্চয়ই ভালো কিছু না। ভালো কিছুর ব্যবসা এই বদমাশটা করবে এমনটা হতেই পারে না।

তুই তোকারি করে কথা বলায় কবির মিয়ার বুকটা কষ্টে ভারী হয়ে আছে। বেয়াদবটাকে কিছু না বললে বুক হালকা হবে না। কবির মিয়া সোহেলের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'এ্যাইটা আপনে ঠিক করেন নাই।'

সোহেল প্রথমে বুঝতে পারেনি কথাটা তাকেই বলা হয়েছে। একজন ড্রাইভারের মুখ থেকে এই প্রশ্ন শুনতে সে অভ্যস্ত না। সে হাসি থামিয়ে কবির মিয়ার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। বোঝার চেষ্টা করল কথাটা তাকেই বলা হয়েছে কি-না। কবির মিয়া বলল, 'বুঝেন নাই কি বলছি? আপনে আমারে আর কখনো তুই তোকারি করবেন না। আমি আপনার বাপের বয়সি।'

সোহেল রাগি গলায় বিকট শব্দে ধমকে উঠে বলল, 'তোকে তুই করেই বলব। কী করবি তুই? শালা তোর সাহস তো কম না? আমাকে ঠিক-বেঠিক শিখাতে আসিস? এক চড় মেরে দাঁত সব ফেলে দেবো। চিনিস আমাকে?'

কবির মিয়ার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এই বয়সের কাউকে চড় মারব বলা আর চড় মেরে ফেলা একই কথা। সে চোখের পানি ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইরিনা সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বাদ দাও তো। খাবারটা শেষ করো। কবির মিয়া আপনি যান এখান থেকে।'

কবির মিয়া ওদের সামনে থেকে বের হয়ে নিচে নেমে এলো। তার মেজাজ চরম খারাপ হয়েছে। আজকেই বেয়াদবটার আসল মুখোশ খুলে দিতে হবে। নওশিন নামে যেই মেয়েকে সে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাসস্ট্যান্ডে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তাকে ফোন করে সব বলে দেবে।

সোহেলের অপেক্ষায় যাত্রাবাড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নওশিনের পা ধরে যাচ্ছে। এক ঘণ্টার উপরে হয়েছে নওশিন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে দাঁড়িয়েছে একটা পান দোকানের পেছনে। পান দোকানদার একটা বজ্জাতের হাড্ডি। সে একটু পরপর পিচ করে পানের পিক ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে নওশিনের দিকে তাকাচ্ছে, আর দাঁত বের করে হাসছে।

রাগে নওশিনের পিত্তি জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা। ইচ্ছে করছে পান দোকানদারের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। এই অচেনা অজানা জায়গায় কোনো ধরনের সিনক্রিয়েটের মধ্যে যাওয়াটা ঝামেলার হবে।

বাসস্ট্যান্ড হচ্ছে বাজে লোকদের জায়গা। নওশিনের ভয় ভয় লাগছে। একজন মহিলা যাত্রী থাকলে ভালো হতো। নওশিন আশপাশে দৃষ্টি ঘোরাল। খানিকটা দূরে একজন মহিলা যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে সাত-আট বছরের একটা ছেলে। সম্ভবত মহিলারই ছেলে। ছেলেটা মনোযোগ দিয়ে যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার দেখছে।

ফ্লাইওভারের একটা বাংলা নাম আছে উড়াল সেতু। উড়াল সেতুর প্রতি মহিলার কোনো আগ্রহ লক্ষ করা গেল না। তিনি অপেক্ষা করছেন গাড়ির জন্য। গাড়ি এলেই উঠে পড়বেন। এর বাইরে আর কিছু দেখা বা ভাড়া নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

জীবনের একটা সময়ে এসে মানুষ জগতের কোনো কিছুই ততটা আগ্রহ নিয়ে দেখতে চায় না। ভাবে, এইটা আর দেখার কী আছে? মহিলাও সেই বয়স পার করছেন কি-না কে জানে? মহিলার বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তার আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। নওশিন পান দোকান থেকে সরে মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মহিলা নরম গলায় বললেন, 'তুমি যাবে কোথায় মা?'

নওশিন কিছু বলল না। কারণ সে আদৌ জানে না কোথায় যাওয়া হবে। সোহেল বলেছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। সোহেলও এখানে আসবে। তারপর কাঁচপুর বা মদনপুরের দিকে কোথাও যাওয়ার প্ল্যান আছে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহিলা বললেন, 'মা বললে না তুমি যাবে কোথায়?'

নওশিন ইতস্তত গলায় বলল, 'ইয়ে, আমি ঠিক জানি না কোথায় যাব। আমার একজন লোক আসবে। তার জন্য অপেক্ষা করছি।'

পান দোকানদার তোমার দিকে যেভাবে বারবার তাকাচ্ছিল, দেখে আমারই রাগ লাগছিল। তুই ব্যাটা পান বিক্রি করছিস সেটাই কর। তোর কেন মেয়েদের দিকে তাকানো লাগবে?

নওশিন বলল, 'জি আন্টি, ঠিকই বলেছেন। ব্যাটা একটা বজ্জাত। ঘরে মনে হয় মা-বোন জাতীয় কিছু নেই।'

মা তোমাকে একটা কথা বলি, 'রাগ করবে না তো?'

নওশিন মহিলার নিকাব লাগানো মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জি না, রাগ করব কেন?'

'মা, বলছিলাম কী, বোরকা পরেছ ঠিক আছে। কিন্তু মুখটাও যদি ঢেকে রাখতে, আর একটা বড় ওড়না থাকত তাহলে লোকজন আর তোমার দিকে এভাবে তাকানোর সুযোগ পেত না। দেখলে তো? একজন সামান্য পান দোকানদারও শয়তানের মতো কেমন নোংরা নজরে তাকাল?'

নওশিন বলল, 'আন্টি আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এভাবে মুখ ঢাকলে, বড় ওড়না পরলে আমার হাঁসফাঁস লাগে, গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে।'

'ওমা, দম বন্ধ হয়ে আসবে কেন? আমরা এভাবে রাস্তাঘাটে চলছি না? তুমিও চেষ্টা করো। প্রথম প্রথম একটু কঠিন মনে হবে। তবে অভ্যাস হয়ে গেলে আর দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তা ছাড়া ওইদিন কী হবে? যেদিন সূর্য এক হাত মাথার উপরে থাকবে? ওই দিনের কথাও তো ভাবতে হবে, তাই না মা?'

নওশিন বুঝতে পারছে, এই মহিলা রাবেয়া বেগমের মতো শুরু করেছেন। বাসা থেকে বের হতে নিলেই ওর মা রাবেয়া বেগমেরও একই কথা—'এ্যাই নওশিন, বোরকা পরে যা। নওশিন নিকাব দিয়ে মুখ ঢেকে বের হ।'

নওশিন বলল, 'আন্টি আসলে সমস্যাটা ওদের, যারা মেয়েদের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখলেই হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকে। তাই বলে ওদের ভয়ে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের কেন মুখ ঢেকে চলতে হবে, বলুন?'

মহিলা বুঝতে পারল, এই মেয়ে তথাকথিত আধুনিকতার কথা বলছে। আধুনিকতা যে মেয়েদের ইজ্জত, আবরু রক্ষায় একেবারেই অলস সেটা এই মেয়েকে কে বোঝাবে? তা ছাড়া রাস্তায় দাঁড়ানো অজানা-অচেনা বোরকা পরিহিতা এক মহিলার উপদেশ এই মেয়ে মানবেই বা কেন?

তবুও তিনি বললেন, 'মা, আমিও তোমার বয়সে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলাম। ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় আমিও পর্দা নিয়ে তোমার মতোই কথা বলতাম। পর্দার কথা শুনলেই নাক সিটকাতাম। একদিন কী হলো শোনো। ভার্সিটি থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে টিএসসির দিকে যাচ্ছি। আচমকা কয়েকটা ছেলে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। ছেলেগুলো আমার মুখচেনা। আসতে যেতে প্রতিদিনই দেখি ওদের। ওরা আমার ওড়না টেনে ধরল। খামচে ছিঁড়ে ফেলল জামার হাতা। আমি ভাবতেও পারিনি। মুখচেনা; আমার অনেক জুনিয়র এই ছেলেগুলো আমার সঙ্গে এই রকম আচরণ করবে। আমি চিৎকার করে বলছিলাম, এরকম করো না। দোহাই তোমাদের। আমি তোমাদের বড় বোনের মতো। কেউ শুনছিল না আমার কথা। আশেপাশের লোকজনও কেউ কিছু বলছিল না। সবাই এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল। যেন মজার কিছু দেখছে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ প্লিজ হেল্প মি উইথ এনিওয়ান। আল্লাহ আমার আবেদন শুনলেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টে জামিল নামে একটা ছেলে ছিল। তাবলিগ করত। ভিন্ন স্বভাবের ছেলে। কখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকে তাকাতে দেখিনি। আমাদের প্রায়ই বলত পর্দার কথা। আমরা ভ্রু কুঁচকাতাম। জামিল সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমার এ অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে ছেলেগুলোকে লক্ষ করে বলল, 'এই যে! এখানে কী হচ্ছে? যান এখান থেকে। যান বলছি! দিনে দুপুরে এসব কী অসভ্যতা শুরু করেছেন, হ্যাঁ? আপনারা না ভার্সিটির ছাত্র? আপনারাই যদি এই সব করে বেড়ান, রিকশাওয়ালারা কী করবে?'

জামিলের কথায় কী ছিল কে জানে? ছেলেগুলো চলে গেল। জামিল একটা সিএনজি ঠিক করে আমাকে বলল—'উঠুন, বাসায় চলে যান। ছেলেরা নোংরা দৃষ্টিতে তাকাবে, গায়ে হাত দিবে এটা ওদের মহা অন্যায়। কিন্তু আপনারা যদি ওদের সে অন্যায়টা করার সুযোগ করে দেন,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহলে এর চেয়েও খারাপ কিছু যে ঘটবে না তার কি গ্যারান্টি আছে?'

'সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি, মেয়েদের জন্য পর্দা কতটা সেফ।'

নওশিন বলল, 'ঠিক আছে। বুঝলাম। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই তো আর এমনটা ঘটছে না, তাই না আন্টি?'

'ঘটছে না, তবে ঘটতে কতক্ষণ? আমিও কি সেদিন ভেবেছিলাম যে, আমাদের জুনিয়ররাই তাদের সিনিয়র একজন বোনের সঙ্গে এরকম পশুসুলভ আচরণ করবে?'

নওশিনের এসব শুনতে ভালো লাগছে না। ওদের ঘরে প্রায়ই এসব পর্দা, হিজাব নিয়ে আলোচনা হয়। নওশিন এক কান দিয়ে শুনে ওখান থেকেই বিদেয় করে দেয়। অন্য কান দিয়ে বের হওয়ার সুযোগটাও দেয় না। সুতরাং মহিলার কথা শোনার দিকেও তার মনোযোগ লক্ষ করা গেল না। সে তাকিয়ে আছে ইসবগুলের শরবতের দোকানের দিকে।

শরবতের ভ্যানগাড়ির সামনে লাইন লেগে গেছে। কাচের জারের মধ্যে নানান রকম ফল কুচি কুচি করে কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ইসবগুল আর পানি। শরবত বিক্রেতা বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পাবলিকের ভিড় সামলাতে সে হিমশিম খাচ্ছে। তার সঙ্গে একজন হেল্পারও আছে। সে কিছুক্ষণ পরপর জারের মধ্যে পানি ঢেলে শরবতের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। একজন কাস্টমার বলল, 'ওই মিয়া, এইটা কি করলা?'

'কি করলাম?'

'পানি দিয়া শরবত বাড়াইলা!'

'হ। সমস্যা কী?'

'সমস্যা কী মানে? শরবত হইল শরবত। এর লগে পানি মিশাইবা ক্যান?'

পাবলিক ক্ষেপে যাচ্ছে। পাবলিক হলো কঠিন জিনিস। একজোট হলেই মহা সমস্যা। একজন বলে উঠল, 'শালা কত বড় হারামি আমাগোরে পানি খাওয়াইয়া পয়সা নিতেছে।'

পাবলিককে একজোট হওয়ার আগেই ঠান্ডা করতে হয়। এর জন্য বুদ্ধি থাকা লাগে। শক্তিতে কাজ হয় না। শরবতওয়ালার সেই বুদ্ধি আছে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলে মনে হলো। সে বিনয়ের অবতার হয়ে বলল, 'ভাইয়্যা পানি হইল আল্লাহর দানীয় জিনিস। এই জিনিসরে অবহেলা করতে নাই। তাইলে মওতের কালে পানি পানি করে মরতে হইব। পানিই ত মিশাইছি। খারাপ কিছু ত না।'

পাবলিক এক কথায় ঠান্ডা হয়ে গেল। ঠান্ডা না হয়েও উপায় নেই। যাত্রাবাড়ি হচ্ছে ব্যস্ততম এলাকা। এই জায়গায় দীর্ঘ সময় নিয়ে ঝগড়া করার মতো সময় কারও হাতে নেই।

মহিলার বাস এসে গিয়েছে। তিনি সঙ্গের ছেলেটাকে তাড়া দিলেন। নওশিনকে বললেন, 'মা, আসি। কিছু মনে করো না। কথাগুলো মনে রেখো। আমি একটা বালিকা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। আমাদের সমাজের মেয়েদের করুণ পরিণতি দেখে দেখে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমি। পর্দাহীনা মেয়েদের জন্য এই সমাজ খুবই বিপজ্জনক মা। ভালো থেকো।'

নওশিন ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা বাজে একটার ওপরে। সোহেলের আসার নামগন্ধ নেই। আজকে সোহেলের জন্মদিন। মদনপুরের দিকে একটা রেস্টুরেন্টে ওদের যাবার কথা। ওখানেই নাকি জন্মদিন উদ্‌যাপন হবে। নওশিন ভেবেছিল জন্মদিন উদ্‌যাপন হবে সোহেলদের বাসায়। সে বলেওছিল, জন্মদিনে কিন্তু তোমার মায়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিবে।

সোহেল বলল, 'জন্মদিনের দিন তো মার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন? দেখা কেন হবে না?'

'জন্মদিন বাসায় উদ্‌যাপন করছি না। তাই দেখা হবে না।'

'নওশিন বেশ অবাক হয়ে বলল, বাসায় করছ না মানে?'

'হু। বাসায় প্রবলেম আছে।'

'কি প্রবলেম?'

'আব্বু হাঙ্গামা হইহুল্লোড় পছন্দ করে না। এজন্যই বাসায় হবে না।'

'তাহলে কোথায় করছ?'

'কেন, কোনো রেস্টুরেন্টে হলে তোমার সমস্যা আছে?'

'তুমি এভাবে কেন কথা বলছ? তুমি জানো না সমস্যা হবে কিনা?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সমস্যা হলে হবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

নওশিন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। রেস্টুরেন্টে অনেক লোকজনের আনাগোনা থাকে। কে কখন দেখে ফেলে তার ঠিক নেই। একটা ছেলের সাথে ওকে পরিচিত কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। নওশিন বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে দূরের কোনো রেস্টুরেন্টে করতে হবে।'

সোহেল যেন এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। সে যেন মনে মনে হিসেব করেই রেখেছিল নওশিন এমনটাই বলবে।

'সত্যি দূরে কোথাও যাবে?'

'না গিয়ে তো কোনো উপায় দেখছি না। তোমার জন্মদিন। না যাই কি করে?'

নওশিন প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। সোহেলের আসার নামগন্ধ নেই। এই পর্যন্ত চারবার ফোন করা হয়েছে। ফোন করলেই বলছে, আর দশ মিনিট। দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তার দশ মিনিট আর শেষ হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরপর বাস আসছে। হেল্পাররা যাত্রী উঠানোর জন্য হইচই করছে। ধুলা-বালি, বাসের হর্নের আওয়াজ আর হেল্পারদের হইচই নওশিনের মাথা ধরে গেছে। তার অসহ্য চোখ জ্বালা করছে। সোহেলের কথায় ওকে যাত্রাবাড়ির মতো এই ব্যস্ততম রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ধরা সহ্য করতে হচ্ছে।

আকাশ কালো হয়ে আসছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। নওশিন সঙ্গে করে ছাতাও আনেনি। এই মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে কী উপায় হবে ও বুঝতে পারছে না। মহিলাও চলে গেলেন। উনি থাকলে ভালো হতো। বৃষ্টি নামলে একটা না একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলত।

ভাবতে ভাবতেই ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টি নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যানিটি ব্যাগে থাকা নওশিনের ফোন বেজে ওঠল। নওশিন তাড়াহুড়োতে স্ক্রিনের দিকে না তাকিয়েই ফোন রিসিভ করে বলল, 'সোহেল এটা কি ঠিক হলো? এতক্ষণে তোমার ফোন করার সময় হলো? তুমি জানো আমি কতবার তোমার মোবাইলে কল দিয়েছি? কাজটা একটুও ঠিক করনি। কোথায় তুমি?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবির মিয়া বলল, 'আপা আমি সোহেল না। আমি কবির হোসেন। ইরিনা ম্যাডামের ড্রাইভার কবির হোসেন। আপনার সঙ্গে চিট করা হয়েছে আপা।'

কবির মিয়া পুরো ঘটনা খুলে বলল। কিছু কথা নওশিনের কানে ঢুকছে কিছু ঢুকছে না। কী শুনছে ও এইসব?

নওশিন স্তব্ধ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছে শরীরটা স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো হয়ে গিয়েছে। সেই স্ট্যাচুর গায়ে অবিরত বৃষ্টি ঝরছে। সোহেল এমনটা করবে নওশিন ভাবতেই পারছে না। ওর বুক ফেটে কান্না আসছে।

নওশিন ভেবেছিল, হঠাৎ করেই সোহেল ওর সামনে এসে হাজির হবে। এসে বলবে, সরি। এই যে কান ধরছি। আর এমন হবে না। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। চলো, গাড়িতে ওঠো। অনেক দেরি হয়ে গেল।

সোহেলের জন্য একটা স্মার্টফোন কেনা হয়েছিল জন্মদিনের উপহার হিসেবে। বাবার কাছ থেকে মিথ্যা বলে ফোন কেনার টাকাটা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। নওশিন ভেবে রেখেছিল, জন্মদিনের গিফট সোহেলের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, 'মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।' সেটা আর হলো না। এখন চিৎকার করে শুধু বলতে ইচ্ছা করছে— সোহেল, তুমি একটা প্রতারক, একটা মিথ্যেবাদী তুমি। বিশ্বাসের প্রতিদান তুমি এইভাবে দিলে?

৮

রাবেয়া কদিন ধরেই ভাবছিলেন, নওশিনের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবেন। কিন্তু মেয়েকে নাগালেই পাচ্ছেন না। সকালে কলেজ। বিকেলে বান্ধবীর বাসা। কাল বিকেল থেকেই কেবল মেয়েকে কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে। বাসায় ফেরার পর থেকেই তিনি দেখছেন নওশিন কেমন যেন চুপচাপ। রাতে কিছুই খায়নি। সকালেও ঘুম থেকে ওঠেছে তাড়াতাড়ি।

অন্যান্য দিন নাশতা করে নটার মধ্যেই বেরিয়ে যায় কলেজের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্দেশ্যে। আজ ক্লাসেও যায়নি। নাশতাটাও করেনি ঠিকমতো। দুপুরের পর রাবেয়া নওশিনের ঘরে দুবার উঁকি দিয়েছেন। মেয়ে বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে মন খারাপ করে বসে আছে।

রাবেয়া বেগম বললেন, 'নওশিন, ঘুমিয়েছিস মা?'

নওশিন চোখ মেলে বালিশ থেকে মাথা তুলে বলল, 'না মা ঘুমাইনি। এসো।'

রাবেয়া নওশিনের পাশে বসে বললেন, 'কী হয়েছে মা? মন খারাপ করে বসে আছিস যে?'

নওশিন ভেজা গলায় বলল, 'না মা। এমনিই। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

রাবেয়া নওশিনের কপালে হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'জ্বর-টর হলো না তো আবার? যেভাবে কদিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় ফিরছিস আমার তো ভয়ই লাগে।'

নওশিন বলল, 'বললাম তো, কিছু হয়নি।'

কাল দুপুরের ওই ঘটনার পর থেকেই নওশিনের মন খারাপ। মনকে কিছুতেই মানাতে পারছে না। বুকটা ভারী পাথরের মতো হয়ে আছে। কেঁদে কেটে যে বুকটা হালকা করবে সে উপায়ও নেই। কান্নাগুলো একসঙ্গে গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে আছে। সোহেলের বিষয়ে বান্ধবীরা এতদিন যা বলছিল সবই এক এক করে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইরিনার ড্রাইভার কবির মিয়া ফোন করে যে কথাগুলো বলল, এর সঙ্গে বান্ধবীদের কথার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন নিউ মার্কেটে ইরিনা নিজেকে সোহেলের বোন পরিচয় দিয়েছিল। অথচ কবির মিয়া বলল, ইরিনা সোহেলের বোন নয়, গার্লফ্রেন্ড। কত্ত বড় প্রতারক। একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে রিলেশন থাকার পরও সোহেল নওশিনের সঙ্গে অবলীলায় দিনের পর দিন সম্পর্কের মিথ্যা অভিনয় করে গেছে। নওশিনের ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। এরকম একটা বাজে লোককে কি-না ও এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে।

রাবেয়া বললেন, 'জ্বর তো দেখছি আছে। ডাক্তারের কাছে যাবি? না-কি ওষুধ আনিয়ে দেবো?'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ওষুধ লাগবে না মা। ঠিক হয়ে যাবে। তুমি অযথা টেনশন করো না।'

'টেনশন করো না বললেই কি আর হয়? আমি তো মা। তুইও যখন মা হবি, তখন বুঝবি সন্তানের অসুস্থতায় মায়েদের কতটা অস্থির লাগে।'

নওশিন বলল, 'মা, তোমার পা-গুলো একটু বিছানায় ছড়িয়ে দেবে। আমি তোমার কোলের ওপর একটু শোব।'

রাবেয়া পা ছড়িয়ে দিলেন। নওশিন বাচ্চাদের মতো গুটিশুটি মেরে রাবেয়া বেগমের কোলের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, 'আমার মাথাটা একটু টিপে দাও মা। মাথায় অনেক যন্ত্রণা হচ্ছে।'

রাবেয়া বেগম মেয়ের মাথা টিপে দিচ্ছিলেন। নওশিন বলল, 'তোমার সঙ্গে কত অন্যায় করেছি মা। কথা শুনতে চাইনি। আমাকে মাফ করে দিয়ো। কষ্টগুলো মনে রেখো না মা।'

রাবেয়া বললেন, 'শোনো মেয়ের কথা। মনে রাখব কেন বল? মায়েদের এসব মনে রাখতে আছে? তোর হয়েছেটা কী বলত মা? কেউ কি তোকে কিছু বলেছে?'

'কেউ কিছু বলেনি মা। কে কী বলবে? এমনিতেই, মনটা ভালো লাগছিল না।'

'মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি এত সহজ? তোর নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। আমাকে বলতে চাচ্ছিস না। মিলির সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছিস?'

'উঁহু।'

'তুই যদি মাকে না বলিস, তাহলে বুঝব কি করে?'

'তোমাকে বলার মতো কিছু হয়নি মা।'

'ঠিক আছে। বলতে না চাইলে জোর করব না। তবে...।'

রাবেয়া বেগম কথা শেষ না করেই মাঝ পথে থেমে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, মেয়ের বিয়ের বিষয়ে এখন কথা তোলা ঠিক হবে কি-না। এর আগেও এই বিয়েটা নিয়ে মেয়েকে জানানো হয়েছিল। মেয়ে স্পষ্ট বলেছে, 'সে এই বিয়েতে রাজি না। রাবেয়া বলেছিলেন, সমস্যা কোথায়?'

'কোনো সমস্যা নেই মা। তবে আমি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছি না।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কেন চাচ্ছিস না বলবি তো? তোর কি বিয়ের বয়স হয়নি?'

'হয়তো হয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে না.।'

'ইচ্ছে করছে না, না-কি হুজুর ছেলে দেখে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না?'

'তুমি যা ভাবো তাই। এবার হয়েছে?'

রাবেয়া মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করে বললেন, 'দেখ মা, মেয়ে বড় হলে সব বাবা-মায়েরই টেনশন থাকে। প্রস্তাবটা ভালো। সব দিক থেকেই পছন্দ করার মতো। আমি তোর মা। আমি কি কখনো তোর খারাপ চাইব, বল?'

কোনো কাজ হয়নি। নওশিনকে সেদিন রাজি করানো যায়নি। নওশিনের বাবা মিজান সাহেব রাবেয়াকে বলেছেন, আমার ইচ্ছে ছিল দ্বীনদার একটা ছেলের কাছে মেয়ের বিয়ে দেবো। সেই ছেলে পেয়েছি। আমি কোনোভাবেই এই ছেলে হাতছাড়া করতে চাই না। তুমি মেয়েকে ঠান্ডা মাথায় আবারও বোঝাও। মেয়ে মানলে ভালো। ওর জন্য মঙ্গল। না মানলে আমার মতো খারাপ আর কেউ হবে না।

রাবেয়া ঠান্ডা মাথায় সেসব বোঝাতেই মেয়ের ঘরে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়ের মাথা এখন ঠান্ডা কি-না বুঝতে পারছেন না।

রাবেয়া কিছু না বলেই উঠে যেতে চাচ্ছিলেন। নওশিন বলল, 'মা। তুমি কি চলে যাবে? আরও কিছুক্ষণ থাকো না আমার পাশে।'

রাবেয়া ওঠলেন না। নওশিন ধরা গলায় বলল, 'মা তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। বলব?'

'হ্যাঁ, বল মা।'

'তুমি সেদিন কোন পাত্রের কথা বলছিলে না?'

'হু। বলেছিলামই তো। তুই-ই তো রিএ্যাক্ট করলি। বললি, এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না। কিন্তু ছেলেটা মা অনেক ভালো। ফ্যামিলিটাও চমৎকার।'

নওশিন বলল, 'বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। বাবাকে বলো ওদের সঙ্গে কথা বলতে। বিয়ে করলে নতুন সংসার হলে হয়তো সবকিছু ভুলে থাকতে পারব।'

রাবেয়া বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯

নাফিসা ঠাস করে আরিয়ানের গালে চড় বসিয়ে দিলো। জহির বলল, 'তুমি ওকে মারলে কেন? ঝগড়া হচ্ছে আমার সাথে। তুমি ওর গায়ে হাত তুললে কেন? এইটুকুন ছেলের গায়ে হাত তুলতে তোমার একটুও বুক কাঁপল না?'

নাফিসা ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'না কাঁপল না। আমি এমনই করব। তোমার ভালো না লাগলে বের হয়ে যাও।'

'আমি বের হয়ে যাব? অবাক ব্যাপার! আমার সংসার ছেড়ে আমি কেন বের হয়ে যাব?'

নাফিসা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'হেহ, তোমার সংসার। সংসারে তোমার আছেটা কী? সবই তো আমার বাবার টাকায় কেনা।'

জহির বলল, 'নাফিসা আর একটা কথাও বলবা না। ছেলের সামনে এসব নিয়ে এই রাত বিরেতে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।'

'এখন চাইবে কেন? বাবার কাছ থেকে যৌতুকের দশ লাখ টাকা চেয়ে নেওয়ার সময় মনে ছিল না? এখন লজ্জা লাগছে? লাগুক লজ্জা। আমি বলবই।'

ছয় বছরের আরিয়ান মায়ের হাতে চড় খেয়ে ভয় পেয়ে খাটের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা-মার ঝগড়াঝাঁটি তার কাছে নতুন না। প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তার সব সময়ই মনে হয় বাবাটা ভালো। বাবা ঝগড়ায় মায়ের সঙ্গে সুবিধা করতে না পারলে চুপ হয়ে যায়। মা চুপ হয় না। ঝগড়া চালিয়েই যেতে থাকে। ঝগড়া সমাপ্ত হয় রান্নাঘরের থালা-বাসন ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে। এই যেমন এখন শুরু হলো।

জহির বলল, 'ভাঙো। যত ইচ্ছা ভাঙো। ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও সব। কিচ্ছু বলব না আমি।'

জহির ক্লান্ত হয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল। ঝগড়ায় সে মুলতবি ঘোষণা দিয়েছে। মৌন ঘোষণা। আরিয়ানের মায়া লাগছে বাবার জন্য। সে চুপটি করে গিয়ে বাবার পাশে বসে পড়ল। এই মুহূর্তে বাবা-ই তার আশ্রয়স্থল।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাফিসা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আরিয়ানকে বলল, 'বাবার পেটের ভেতর গিয়ে ঢুকে বসে আছিস কেন? নিচে নেমে আয়। আমরা এখনই নানুর বাসায় চলে যাব।'

আরিয়ান শক্ত করে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। বাবাকে ছেড়ে এই মুহূর্তে তার নানুর বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই। নাফিসা চোখ রাঙিয়ে বলল, 'এই ছেলে আসছ না কেন?'

আরিয়ান বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেতে চায় না। বাবার সমর্থনের অপেক্ষায় আছে। জহির বলল, 'তুমি যেতে চাও যাও। আরিয়ান যাবে না।'

'কেন যাবে না। একশ বার যাবে। ছেলে তোমার না। ছেলে আমার। ও আমার কথাই শুনবে। এই ছেলে নেমে এসো বলছি।'

আরিয়ান আরও শক্ত করে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। মাকে এই মুহূর্তে ওর কাছে মনে হচ্ছে একটা রাক্ষসী। বাবা হচ্ছে রাজকুমার। বাবা-ই পারে রাক্ষসীর হাত থেকে ছোট্ট একটা আরিয়ানকে উদ্ধার করতে।

আরিয়ান শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হলো। ওর মা রাগ করে একাই চলে গেল বাপের বাড়ি। যাওয়ার সময় জহিরকে বলে গেল, 'এই যে গেলাম, এই শেষ যাওয়া। আর আসব না তোমার সঙ্গে এই নরকে থাকতে। খবরদার আমাকে একবারও ফোন দেওয়ার চেষ্টা করবা না। তাইলে কিন্তু খারাপ কিছু হয়ে যাবে।'

জহির চুপচাপ তাকিয়ে রইল। সে জানে, এখন নাফিসাকে ফেরানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। দুদিন পর নিজে থেকেই ফিরে আসবে। এসে বলবে, ভেবো না তোমার টানে এসেছি। ছেলেটার জন্য মন খারাপ লাগছিল। তাই চলে এলাম।

বাসায় এখন আরিয়ান এবং বাবা। আরিয়ানের বেশ মজা লাগছে। বাসায় মা নেই। মায়ের চোখ রাঙানোরও ভয় নেই। এর চেয়ে মজার আর কী হতে পারে? জহির বলল, 'কিরে ব্যাটা, মা তো চলে গেল। এখন কি হবে? রান্না করবে কে? খাবি কী?'

আরিয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'কিছুই খাব না বাবা। আমি ন্যাড়া ভূতের গল্প শুনব।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ভূতের গল্প শুনলে কি আর খিদে মিটবে বাবা? দাঁড়া, টেনশন নিস না। ভাত আর ডিম ভাজাটা করে ফেলি। এইটা কঠিন কিছু না।'

ভাত রান্না করতে গিয়ে দেখা গেল কাজটা যত সহজ ভাবা হয়েছিল মোটেও ততটা সহজ না। পানি কী পরিমাণ দিতে হবে জহির বুঝতে পারছে না। ডেগচিতে পানি একবার বাড়িয়ে দেয়, আবার কমিয়ে ফেলে। একবার ভাবল নাফিসাকে ফোন দিয়ে ভাতের পানির পরিমাণটা জেনে নেবে। পর মুহূর্তেই জহির এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলো। এখন ফোন দিলেও কাজ হবে না। নাফিসা ভুল করেও ফোন ধরবে না।

জহির গ্যাসের চুলার একটায় ভাত, অন্যটায় ডিম ভাজার জন্য কড়াই বসিয়েছে। আরিয়ান বাবার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে আছে। আনন্দে আরিয়ানের চোখ চকচক করছে। ওর বাবা একজন মহা ক্ষমতাবান মানুষ। সব কাজ করতে পারে। মা কেন যে বাবাকে বলে—'তুমি হচ্ছ অকর্মার ঢেঁকি। তোমাকে দিয়ে কোনোদিনও কিচ্ছু হবে না।'

জহির বলল, 'কিরে ব্যাটা, মায়ের জন্য মন খারাপ লাগছে?'

আরিয়ান মাথা নেড়ে জানাল, 'তার মোটেও মন খারাপ লাগছে না।'

জহির বলল, 'তোকে এখন গল্প শোনাব। কী গল্প শুনতে চাস বল?'

আরিয়ান বলল, 'সাহাবিদের গল্প শুনব বাবা।'

জহির অবাক গলায় বলল, 'সাহাবিদের গল্প? একটু আগে না বললি ভূতের গল্প শুনবি?'

'ভূতের গল্প পরে শুনব। এখন সাহাবিদের গল্প বলো। রাফসান প্রতিদিন স্কুলে এসে সাহাবিদের গল্প বলে। তুমি তো একদিনও সাহাবিদের গল্প শোনাও না। আজ শোনাও।'

জহির পড়ল মহামুশকিলে। সে জানে আইনস্টাইন আর সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের গল্প। সাহাবিদের গল্প সে পাবে কোথায়? সে বলল, 'বাবা রে, আমি তো সাহাবিদের গল্প পারি না। তোর বন্ধু রাফসান এই গল্প কোথা থেকে শিখেছে?'

'কোথা থেকে আবার? ওর বাবার কাছ থেকে। ওর বাবা প্রতিদিন ওকে সাহাবিদের গল্প বলে ঘুম পাড়ায়।'

জহির থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'ঠিক আছে। সাহাবাদের গল্প

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোকে পড়ে শোনাব। আজ অন্য কোনো গল্প বলি, ঠিক আছে?'

আরিয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

ভাত আর ডিম ভাজা আরিয়ান খুব মজা করে খেল। ভাতটা একটু নরম হয়েছে। কিন্তু ডিম ভাজাটা হয়েছে চমৎকার! এতদিন আরিয়ান মায়ের হাতে খেত। আজই প্রথম সে নিজের হাতে খেল। নিজের হাতে বাবার রান্না করা খাবার খেতে পেরে সে মহা আনন্দিত। আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, 'বাবা, শুকরিয়া! হয়েছে।'

জহির বলল, 'শুকরিয়া কী-রে ব্যাটা?'

'জানি না।'

'এটা কোথা থেকে শিখেছিস, রাফসান থেকে?'

'হু।'

'আর কী কী শিখেছিস?'

'খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ'। শেষে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ।'

'তাই? কিন্তু কই, তুই তো খাওয়ার আগে সেটা বলিসনি?'

আরিয়ান লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। খাওয়া শুরুর দোয়া পড়তে সে ভুলে গিয়েছে। জহির খুশি মনে ভাতের নলা মুখে দিলো। ছেলে ভালো কিছু শিখছে জেনে তার আনন্দ লাগছে। নিজে কিছু না জানলেও তার ছেলেটা তো জানছে?

খাওয়া শেষ করে থালা বাসন গুছিয়ে রেখে এসে জহির দেখল, আরিয়ান এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতটাও ঠিক মতো ধুতে পারেনি। হাতে ভাত লেগে আছে। জহির আরিয়ানের হাত ধুইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। মাকে ছাড়া এটাই ওর প্রথম ঘুম।

রাত তিনটার সময় জহিরের ঘুম ভেঙে গেল আরিয়ানের কান্নার শব্দে। জহির তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কিরে ব্যাটা কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে, মায়ের জন্য মন খারাপ লাগছে?'

'না। তোমার জন্য মন খারাপ লাগছে বাবা।'

'আমার জন্য মন খারাপ লাগছে? কেন?'

'মা কদিন পরপর তোমাকে ছেড়ে নানুর বাসায় চলে যায়, এই জন্য

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মন খারাপ লাগছে।'

জহির বলল, 'এতে কাঁদার কী আছে? আমি যে খারাপ, এই জন্যই হয়তো মা নানুর বাসায় চলে যায়।'

আরিয়ান বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'না বাবা। তুমি একটুও খারাপ না। তুমিও ভালো, মাও ভালো। আমরা সবাই ভালো।'

১০

আহসানের আজ মেয়ে দেখতে যাবার কথা। বেছে বেছে আজ সন্ধ্যায়ই ওর বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেছে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। জাহানারা বললেন, 'আজ কিন্তু তোর কোথাও যাওয়া হবে না। বাসায় থাকবি। বিকেলে আমরা মেয়ে দেখতে যাব।'

আহসান বলল, 'মা অন্যদিন গেলে হয় না? আজকে আমার একটা কাজ ছিল।'

'না। অন্যদিন গেলে হবে না। আমি ওদের আজকের কথা বলেছি। ওরা নিশ্চয়ই সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। না গেলে জবান নষ্ট করা হবে।'

আহসান পাঞ্জাবি-পাজামা পরে সাজুগুজু বাবু হয়ে বসে রইল। মাথায় ইরাক থেকে ওর কাজিন মহসিনের পাঠানো বাগদাদি টুপি। টুপিটা পরা হয় না তেমন। আজই প্রথম পরল।

গতমাসে টুপি হাতে পাওয়ার পর আহসান মহসিনকে ফোন করে বলল, 'ভাইয়া, কী দরকার ছিল বিদেশ থেকে টুপি পাঠানোর? বাংলাদেশের টুপিই যেখানে বিদেশে যাচ্ছে!'

মহসিন বলল, 'আরে বোকা! এইটা যেইসেই টুপি না। এ হচ্ছে বাগদাদি টুপি। অলি-আওলিয়াদের এলাকার টুপি মাথায় দিলে মাথা ঠান্ডা থাকে। তা ছাড়া আমি হচ্ছি মহসিন, তুই হলি আহসান। দুজনের মাথায় একই রকম টুপি থাকা ভালো না? লোকে দেখলে বলবে—আহসান-মহসিন দুই ভ্রাতায়, এক নমুনার টুপি মাথায়। বুঝলি? মাথায় দিস কিন্তু।'

টুপিটা মাথায় দিয়ে আহসানের খারাপ লাগছে না। বেশ ভারী হলেও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটা বনেদি বনেদি ভাব আছে।

জাহানারা বললেন, 'রেডি হয়েছিস বাবা?'

আহসান বলল, 'হ্যাঁ মা। আমি তো রেডিই। তোমার মেয়ে কোথায়?'

'আর বলিস না। তোর বোনকে নিয়ে আমি বিরাট বিপদে আছি। সকাল থেকেই সে বেঁকে বসে আছে। বলছে, সে না-কি মেয়ে দেখতে যাবে না।'

'কেন? কী সমস্যা ওর? ওকে ছাড়া কি মেয়ে দেখতে যাব নাকি আমি?'

'মেয়ের ঢং হয়েছে। সে বলছে, সেদিন বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে যেই মেয়েটা আমাদের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে নাকি তার অনেক পছন্দ হয়েছে। ওই মেয়েকেই নাকি বউ করে আনতে হবে। এটা কি গল্প-উপন্যাসের কাহিনি যে, নাম ঠিকানাহীন ওই মেয়েকে চাইলেই খুঁজে পাওয়া যাবে?'

আহসান বলল, 'তুমি টেনশন করো না মা, আমি বিষয়টা দেখছি।'

ফারিহা ওর রুমে শুয়ে আছে। সম্ভবত ঘুমিয়েও পড়েছে। আহসান বলল, 'কিরে ট্যাক্সি এই অবেলায় শুয়ে আছিস কেন?'

ফারিহা কোনো কথা বলছে না। ট্যাক্সি ডাকায় সম্ভবত মাইন্ড করেছে। ট্যাক্সি নামটা আহসানের দেওয়া। ফারিহার সাত বছর বয়সের পর ফরিদ মামা ফারিহাকে আদর করে ডাকত বেবী বলে। আহসান বলল, 'শুধু বেবী না হয়ে সঙ্গে ট্যাক্সি যোগ করে নিলে কেমন হয় মামা?'

ফরিদ মামা মজার মানুষ। তিনি ঘর কাঁপিয়ে যাত্রাপালার রাজা বাদশাহদের মতো হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'অসাধারণ নাম দিয়েছিস ব্যাটা, নামটা খারাপ না।'

ফারিহা ট্যাক্সি নামে ডাকতে শুনলেই ক্ষেপে যায়। আজও ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'ভাইয়া আমাকে একবারও এই নামে ডাকবি না। চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় তুলব কিন্তু!'

আহসান বলল, 'ঠিক আছে ট্যাক্সি তোকে আর ট্যাক্সি নামে ডাকব না। কিন্তু এই অবেলায় ঘুমুচ্ছিলিস কেন সেটা বল। তোকে তো অবেলায় কখনো ঘুমাতে দেখি না?'

ফারিহা বলল, 'তুই তো তুই। আমি কি আমাকে দেখছি এই টাইমে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘুমাতে? এত মজার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, তুই সেটা পণ্ড করে দিলি।'

'তোর স্বপ্ন কি সেই কাকভেজাকে নিয়ে?'

'হু। জানিস? দেখলাম ওই মেয়ে ভাবী হয়ে এসেছেন আর আমি ওর সঙ্গে বরফ-পানি বরফ-পানি খেলছি।'

আহসান বলল, 'বরফ-পানি? এটা আবার কী ধরনের খেলা?'

'আছে। তুই বুঝবি না। পুরো খেলাটাই মিছেমিছি। একটা নদী থাকে। এবং নদীর পাড় থাকে।'

'নদী থাকলে তো পাড় থাকবেই। কমন ব্যাপার। হু, তারপর বল।'

'যে চোর, সে থাকবে নদীতে। সে হলো কুমির। বাকি প্লেয়াররা পাড় থেকে নদীতে নেমে বলবে— এই গাঙ্গে কুমির নাই হাবুত হুবুত। এই অবস্থায় কুমির দৌড়ে গিয়ে যাকে ছোবে সেই হবে পরবর্তী কুমির।'

আহসান বলল, 'একদম বাজে খেলা। এই খেলা তুই কোথায় শিখেছিস? তোদের মাদ্রাসার মেয়েদের থেকে?'

'উহু। গতবার গ্রামের বাড়ি গিয়ে। জানিস? স্বপ্নে মেয়েটার সঙ্গে যখন খেলছিলাম। সেটাও গ্রামের বাড়িতেই ছিল।'

'হুম। ভালো খেলেছিস। কাকভেজার চিন্তা এখন বাদ। এখন ওঠ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। মা অপেক্ষা করছে। ফরিদ মামাও এই এলো বলে।'

ফারিহা বলল, 'উহু। আমি যাব না।'

'কী আশ্চর্য! কেন যাবি না?'

'ভালো লাগছে না।'

'ভালো লাগছে না বললে হবে না। তোকে যেতেই হবে। তুই হচ্ছিস এই বিয়ের ভ্রাম্যমান আদালত। মেয়ে দেখে তুই যদি বলিস ওকে, এই মেয়ে ভেজালমুক্ত। এতে কোনো ফরমালিন নেই। ব্যস, আমিও সঙ্গে সঙ্গেই বলব, আলহামদুলিল্লাহ, কবুল।'

ফারিহা বলল, 'উহু। আমি এই বিয়ের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আগে ওই মেয়েকে খুঁজে বের কর। জানিস ভাইয়া মেয়েটার চোখগুলা যদি তুই দেখতি! এত্ত কিউট! তুই ওকে বিয়ে কর প্লিজ! ওর চোখের দিকে তাকালে তোকে নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে যেতে হবে। চল না আমরা ওকে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খুঁজে বের করি!'

আহসান গম্ভীর গলায় বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে রেডি হ। তা না হলে মাকে বলব, মা আমার জন্য মেয়ে দেখাদেখি বাদ দাও। আমার আগে এই ট্যাক্সিটাকে স্বামী নামক একজন যাত্রী ঠিক করে দাও।'

ফারিহা চোখ কচলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। নিচে গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ফরিদ মামা এসে গিয়েছেন। ফরিদ মামা আহসানদের পক্ষ থেকে এই বিয়ের মুরুব্বি। ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসার কায়-কারবার নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকেন। একমাত্র ভাগ্নের জন্য মেয়ে দেখা নিয়ে কথা। ব্যস্ততার ফাঁকেও তিনি সময় বের করে ফেলেছেন।

টেনশনে রাবেয়া বেগমের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারছেন না। হাত কাঁপছে। চা বানাতে গিয়ে এরই মধ্যে দু'বার তার হাত থেকে কাপ পড়ে গেল। তার মনে হচ্ছে এখনই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। নওশিনকে দেখতে পাত্রপক্ষ চলে এসেছে। অথচ যাকে দেখতে আসা হয়েছে সে-ই বাসায় নেই।

নওশিন বাসা থেকে বেরিয়েছে সেই সকালে। এখনো ফিরছে না। বলে গেছে, 'মা, তুমি একটুও টেনশন নিয়ো না। আমি দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব।'

'কী এত জরুরি কাজ যে তোকে আজকের দিনেও বেরুতে হবে?'

'আছে। তোমাকে পরে সব খুলে বলব।'

রাবেয়া বললেন, 'এখনই বল। আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেন?'

'লুকোচ্ছি না তো, বলব। তবে এখন না।'

নওশিন বেরিয়ে যাবার পরই রাবেয়া মিলিকে ফোন দিলেন। মিলির কাছ থেকে এমন অনেক কিছু জানা সম্ভব, যা নওশিন বলতে চায় না।

মিলি বলল, 'আন্টি, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার ধারণা যদি ভুল না হয় ও হয়তো মুন্সিগঞ্জে গিয়ে থাকতে পারে।'

রাবেয়া অবাক গলায় বললেন, 'মুন্সিগঞ্জে? মুন্সিগঞ্জে কি জন্যে গিয়েছে?'

'একটা এতিমখানায়। ওখানকার কথা কি নওশিন আপনাকে কিছু বলেনি?'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'না তো! আমি তো এর কিছুই জানি না।'

'ও।'

'ও বলে থেমে যাচ্ছ কেন মিলি? নওশিনের আর কী কী তুমি জানো আমাকে খুলে বলো। আমি সব জানতে চাই।'

মিলি কিছু বলার আগেই লাইনটা কেটে গিয়েছে। রাবেয়া জানতে পারেননি নওশিন হঠাৎ কেন মুন্সিগঞ্জে গেল? এতিমখানার মতো জায়গায় ওর এখন এত গুরুত্বপূর্ণ কী কাজ?

ড্রইংরুমে মেহমানরা বসে আছেন। মিজান সাহেব টেনশনে কথা বলতে পারছেন না। পাত্রের মা এবং মামা এসেছেন পাত্রের সঙ্গে। পাত্রের মামা ফরিদ সাহেব হাসিখুশি মানুষ। তিনি হেসে বললেন, 'ভাই সাহেব, মেয়েকে নিয়ে অযথা টেনশন করছেন কেন? বলে গিয়েছে যখন, নিশ্চয়ই চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। মেয়ে এসে পড়লে তো আমাদেরই লস। দেখা দেখি শেষ করে বাসায় চলে যেতে হবে। এই ফাঁকে আমরা না হয় একটু বেশি সময় নিয়ে বেড়ালাম, কী বলেন? হা হা হা!'

ফরিদ সাহেবের এই আশ্বাস এবং রসিকতায়ও মিজান সাহেবের টেনশন কমছে না। তিনি অস্থির হয়ে এঘর-ওঘর করছেন। তার মেয়ে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে সে রওনা হয়েছে আরও আগেই। গাড়ি বাবুবাজার ব্রিজ পার হয়েছে। জ্যামের কারণে গাড়ি সামনে বাড়ছে না। মিজান সাহেব আবারও মেয়েকে ফোন দিলেন। ফোনে রিং হচ্ছে কিন্তু রিসিভ হচ্ছে না।

রাবেয়া পাশের ঘর থেকে ইশারায় স্বামীকে ডাকলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে? ডাকছ কেন?'

'তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। টেনশন করলে তো অসুস্থ হয়ে যাবে।'

'রাবেয়া, আমি কীভাবে শান্ত থাকব বলো? উনারা একটা ধার্মিক ফ্যামিলি মনে করে আমাদের সাথে আত্মীয়তা করতে এসেছেন। এখন যখন জানলেন, পাত্রী কোনো মাহরাম ছাড়া বাড়ির বাইরে গেছে। তখন আমাদের সম্মানটা আর থাকল কোথায়, বলো?'

'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। উনারা তো ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন। অসুবিধা কী?'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমি বুঝি না রাবেয়া। তুমি এই সময়ে ওকে যেতে দিলে কেন? ইচ্ছে করলে কি তুমি মেয়েকে আটকাতে পারতে না? তোমার আশকারা পেয়েই তো মেয়েটা এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।'

রাবেয়া চুপ করে আছেন। দোষটা আসলে তারই। তিনি নওশিনকে একা যেতে না দিয়ে প্রয়োজনে ওর বাবাকে সঙ্গে দিতে পারতেন। মিজান সাহেব অবশ্য তখন বাসায় ছিলেন না। রাবেয়া ভেবেছিলেন, মেয়ে যখন বিয়েতে রাজি হয়েছে, এই সময়ে একটু ছাড় দিলে ক্ষতি কী? ক্ষতিটা যে আসলে কী, সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে।

১১

আহসান পাত্রীর রুমে বসে পাত্রীর ছোট বোন তাসনিয়ার সঙ্গে গল্প করছে। তাসনিয়াই ওকে এই রুমে টেনে নিয়ে এসেছে। এই রুমটা অন্যান্য রুম থেকে কিছুটা আলাদা। ড্রইংরুমের ভেতর দিয়েও ঢোকা যায় আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সরাসরিও আসা যায়। আহসান দেখল বিছানার ওপর একটা ডায়েরি পড়ে আছে। ডায়েরিটা খোলা। দেখে মনে হচ্ছে আজকেই কেউ এটাতে কিছু একটা লিখেছে বা পড়েছে। আহসান ডায়েরিটা হাতে নিল। কিছুটা পড়লও। তাসনিয়া চোখ কপালে তুলে বড়দের মতো ভঙ্গি করে বলল, 'এ্যাই, এ্যাই কী করছ এটা? রাখো বলছি।'

আহসানকে প্রথম পরিচয়েই তাসনিয়া তুমি করে সম্বোধন করছে দেখে আহসানের মজাই লাগছে। আহসান বলল, 'কী করছি?'

'আপুর ডায়েরি ধরেছ কেন? রাখো রাখো।'

'আহসান মজা করে বলল, যদি না রাখি?'

'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে দেখে শুধু রাখতে বলছি। অন্য কেউ হলে আপুকে নালিশ করতাম। তুমি তো আপুর রাগ দেখনি। আপু জানলে রেগে আগুন হয়ে যাবে, হু।'

আহসান বলল, 'এ্যাই যে ম্যাডাম, তোমার আপু যদি রেগে আগুন হতে পারে, তাহলে আমিও কিন্তু পানি হতে পারি বুঝেছ?'

'বুঝেছি। এবার একটা ধাঁধার উত্তর বলো দেখি।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাসনিয়ার মুখে ধাঁধাটা শোনার পর আহসান বলল, 'এই ধাঁধা তোমাকে কে দিয়েছে?'

'আপু দিয়েছে। আমি আর হামীম অনেক চেষ্টা করেও উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।'

আহসান বলল, 'হামীমটা আবার কে?'

'আমার ভাইয়া। মাদ্রাসায় পড়ে। ও আজ বাসায় আসেনি। একদম বোকা ছেলে।'

'তুমি বুঝি খুব চালাক?'

'অবশ্যই চালাক। তুমি চালাক না?'

আহসান মাথা চুলকে বলল, 'এইতো। একটু একটু।'

'তাহলে উত্তরটা বলো। নাইটগার্ডকে চাকরি থেকে কেন বহিষ্কার করা হলো?'

আহসান বলল, 'নাইটগার্ডকে যদিও মালিক পুরস্কৃত করেছে, কিন্তু ডিউটি ফাঁকি দিয়ে রাতের বেলা ঘুমানোর দায়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ব্যস উত্তর তো একদমই সোজা।'

তাসনিয়া বলল, 'বাহ! খুব বুদ্ধিমান তো তুমি! থ্যাংক ইউ। এবার বলো আমার আপুর রুমটা কেমন দেখলে? সুন্দর না?'

আহসান বলল, 'হু, সুন্দর। তবে এরচেয়েও চমৎকার একটা জিনিসলক্ষ করছি?'

'কী সেটা? আপুর রুমের বারান্দায় লাগানো ক্যাকটাসগুলো?'

'উহু। তোমার সুন্দর করে বলা কথাগুলো।'

আট বছরের তাসনিয়া যেন বড়দের মতো লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বলল, 'যাহ। কী বলে? আমার কথা একটুও সুন্দর না। আমার আপু এরচেয়েও অনেক সুন্দর করে কথা বলে।'

আহসান বলল, 'তাই নাকি?'

'হু।'

'উহু, আমার মনে হয় না তোমার চেয়েও চমৎকার করে কেউ কথা বলতে পারে।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তুমি তো আমার আপুকে দেখোইনি। দেখলে বুঝতে।'

'দেখলে কী বুঝতাম?'

'আপুর যেই দুর্দান্ত বুদ্ধি!'

'ওরেব্বাস, তুমি দুর্দান্তও বলতে জানো নাকি?'

'অবশ্যই! হ্যাহ। কী বলো তুমি?'

'দুর্দান্ত মানে কী বলো তো?'

'দুর্দান্ত মানে হলো অতি বুদ্ধি। যার অতি বুদ্ধি। সে-ই দুর্দান্ত।'

'তোমার আপুর কি অতি বুদ্ধি?'

'অবশ্যই অতি বুদ্ধি। আমার আপু তোমাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বিক্রি করে ফেলবে। তুমি বুঝতেই পারবে না। তুমি ভাববে বিক্রি হও নাই।'

আহসান তাসনিয়ার নাক টিপে ধরে হেসে বলল, 'আপনি তো দেখছি টকেটিভ কুইন—কথার রানি একটা। তো, কথার রানি, আপনার সেই অতি বুদ্ধিমতি আপুটা কোথায়? উনাকে তো দেখছি না?'

তাসনিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'টেনশন করো না। এক্ষুনি এসে পড়বে।'

আহসানকে অবাক করে দিয়ে নওশিন তখনি ঘরে এসে ঢুকল। নওশিনকে ঢুকতে দেখে তাসনিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নওশিন বলল, 'এ্যাই, বসার ঘরে উনারা কারা কথা বলছে, জানিস?'

তাসনিয়া ছুটে বের হয়ে যেতে যেতে বলল, 'নতুন মেহমান। তুমি চিনবা না।'

নওশিনকে ঢুকতে দেখে আহসান পত্রিকা পড়ার ভান করে চেহারা লুকিয়ে রাখল। নওশিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'কে আপনি? আমার রুমে কী করছেন?'

আহসান পত্রিকার আড়াল থেকে মুখ না সরিয়েই বলল, 'আমি কে সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাচ্ছি। তবে আপনি অন্য কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'কারও ঘরে ঢুকতে হলে অনুমতির দরকার হয়। এটা একটা নরমাল ভদ্রতা।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তা তো জানিই।'

'তো?'

'আমি তো অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি।'

'কার অনুমতি নিয়েছেন আপনি?'

'আপনার মায়ের।'

'মানে? এই ঘরে তো আরও কেউ থাকে, তাই না?'

'সেটাও জানি। কিন্তু তিনি এতক্ষণ ছিলেন না। সুতরাং আমাকে সেকেন্ড অপশনে যেতে হলো। মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিলাম। অবশ্য, আমি আসতে চাইনি। আমাকে জোর করে এই রুমে নিয়ে এসেছে তাসনিয়া।'

'তো? এখন তো আর কেউ জোর করছে না, এখনও বসে আছেন কেন?'

'আপনি তো দেখছি রেগে যাচ্ছেন। ওকে, আমি বরং আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। একটু আগে আপনি তাসনিয়াকে প্রশ্ন করছিলেন, বসার ঘরে কারা কথা বলছে? এর জবাব হচ্ছে, বাড়ির বড় মেয়েকে পাত্রী হিসেবে আমার পরিবার দেখতে এসেছে। আমি হচ্ছি সেই পাত্র। আমি আহসান। আপনার ডায়েরি থেকে জেনেছি আপনার নাম নওশিন। তো নওশিন, আপনি কেমন আছেন?'

নওশিন রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি আমার ডায়েরিও পড়েছেন? অবাক বিষয়! আপনি কি জানেন না, অনুমতি ছাড়া কারও ডায়েরি পড়া অন্যায়?'

'অবশ্যই জানি। তবে ডায়েরিটা যেভাবে খুলে রাখা ছিল, যে কারও চোখে পড়তে পারে। আমারও পড়ল। তা ছাড়া আমি আপনাকে বিয়ে করব, আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানা উচিত আমার। তাই কিছু কিছু জানার চেষ্টা করছিলাম।'

'সেটা আপনি আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারতেন। তার জন্য আমার ডায়েরি দেখতে হবে কেন? আর আপনার সঙ্গেই যে আমার বিয়ে হবে এমনটা নাও তো হতে পারে। আমারও তো পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে, তাই না?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'হ্যাঁ। অবশ্যই পারে। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি আমাকেই বিয়ে করবেন।'

'কীভাবে এত কনফার্ম হচ্ছেন?'

'বললাম না? কেন যেন আমার মন বলছে।'

আহসানের কথা শুনে নওশিনের মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'কনফিডেন্স থাকা ভালো, ওভার কনফিডেন্স নয়। আপনি কথা বেশি বলেন। আমি আপনাকে বিয়ে করব না।'

'সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আমি অনেকটাই কনফার্ম।'

'আপনি কি আমাকে আগে কখনো দেখেছেন? নাকি আমার সঙ্গে মিশেছেন? আমি তো আপনার মনের মতো নাও হতে পারি।'

আহসান হেসে বলল, 'সেটা না হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া, বিয়ে করার আগে কারও সঙ্গে আগে থেকে মিশতে হয়, দীর্ঘদিন বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে ঝুলে থাকতে হয়, এটা পশ্চিমা ধ্যানধারণা। আমি পশ্চিমায় বিশ্বাসী নই। আপনিও নিশ্চয়ই নন। অন্তত আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড তো তাই বলে।'

'আপনার ধারণা ভুলও তো হতে পারে। ফ্যামিলির সবার ধ্যানধারণা একই রকম নাও তো হতে পারে।'

'এটাও ভুল বলেননি। এক রকম না হওয়াটা অস্বাভাবিক না। তবে আমি আপনার ধারণা পাল্টে দিতে পারব। আপনার ডায়েরি পড়ে বুঝলাম কার কারণে আপনার মনে অনেক কষ্ট জমে আছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আপনার সব কষ্ট দূর করে দিতে পারব আমি।'

নওশিন কিছুটা শান্ত মেজাজে বলল, 'ডায়েরি পড়ে যা জেনেছেন সেটা আমার অতীত। আমি অতীতকে ভুলতে চাই।'

আহসান পত্রিকা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'এই তো। আব হুয়ি না বাত। এইমাত্র এলেন সন্ধির কথায়। এতক্ষণ তো কুরুক্ষেত্র চালিয়ে যাচ্ছিলেন।'

আহসান পত্রিকাটা সরিয়ে নিতেই নওশিন এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। চোখের সামনে এক হুজুর ছেলে বসে আছে। ও বুঝতে পারছে না, একটা হুজুর ছেলের সঙ্গে তার জীবনটা টেনে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেওয়া সম্ভব হবে কি-না।

আহসান বলল, 'যাক, যুদ্ধ যেহেতু শেষ হলো, সেহেতু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি গিয়েছিলেন কোথায় বলুন তো? আপনার বাবা-মা খুব টেনশন করছিলেন। উনাদের টেনশনে ফেলা কিন্তু আপনার ঠিক হয়নি।'

নওশিন কাউকে বলতে চাচ্ছিল না এই বিষয়টা। তবুও বলল। হুমায়রা নামের এতিমখানার সেই মেয়েটা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে নওশিনের মাথা ঠিক ছিল না। মিলিকে নিয়ে ছুটে গিয়েছে মুন্সিগঞ্জে। মিলিকেও বলে দিয়েছে কাউকে না জানাতে। রাবেয়া যখন মিলিকে ফোন করেছিলেন, মিলি নওশিনের সঙ্গেই ছিল। নওশিনের নিষেধ থাকায় সে কিছু বলেনি।

আহসান সব শুনে বলল, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু বাবা-মাকে অন্তত বিষয়টা জানাতে পারতেন।'

'জানালে কী হতো? উল্টো উনারা বলতেন, এইসব ঝামেলায় জড়াতে গেলি কেন? এই জন্যই জানাইনি।'

আহসান বলল, 'আমার মনে হয় না—উনারা এমনটা বলতেন। যাহোক, এসব নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে। যান, আগে সবার সঙ্গে দেখা করে তাদের টেনশন দূর করুন। আর একটা কথা। অনুমতি ছাড়া ডায়েরি পড়ার জন্য সরি।'

নওশিন আরেকবার তাকাল আহসানের দিকে। মনে মনে বলল, যাক, লোকটার বিবেকবোধ আছে তাহলে। হুজুর হলেও মানুষটা খারাপ না। মনটাও উদার বলেই মনে হচ্ছে। আত্মবিশ্বাসও আছে বোঝা গেল। কী সুন্দর করে বলল—'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আপনার সব কষ্ট দূর করে দিতে পারব আমি।'

নওশিন বেরিয়ে যেতেই টুপ করে তাসনিয়া ঘরে ঢুকে গেল। দুষ্টুটা এতক্ষণ দরজার বাইরেই আড়ি পেতে ছিল কি-না কে জানে। সে ঘরে ঢুকেই বলল, 'চলো, তোমাকে আমাদের ছাদটা দেখিয়ে আনি।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২

মেয়ে দেখে আহসানরা বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওদের দেখেই ফারিহা দৌড়ে এলো। ফারিহা শেষ পর্যন্ত মেয়ে দেখতে যেতে পারেনি। যাওয়ার জন্য যখন রেডি হচ্ছিল তখনই ওর বান্ধবী মনিরা মিতু বাসায় এসে উপস্থিত হলো। ওকেও তাই বাসায়ই থেকে যেতে হলো। ও অপেক্ষায় ছিল কখন মেয়ে দেখা পার্টি ফিরে আসবে।

ফারিহা বলল, 'কী! বলেছিলাম না—মেয়ে পছন্দ হবে না। কাকভেজাকে খুঁজে বের কর। তোদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়ে পছন্দ হয়নি। কেমন হলো? আমার কথা হলো তো?'

আহসান বলল, 'তোর জন্য একটা বিরাট সারপ্রাইজ আছে ট্যাক্সি।'

ফারিহা বলল, 'এ্যাই খবরদার আমাকে ট্যাক্সি বলবি না।'

'ওকে বলব না। কিন্তু সারপ্রাইজটা কী সেটা তো জানতে চাচ্ছিস না?'

'জানতে চাইব কী? মেয়ে দেখতে গেলি তুই। আমার জন্য আবার কী সারপ্রাইজ থাকবে?'

'থাক, শোনাব না। শুনলে তুই হার্টফেলও করতে পারিস।'

'বল।'

'তোর হার্টবিট বন্ধও হয়ে যেতে পারে।'

'আহা বল না?'

'আবার নাও হতে পারে।'

'ধ্যাৎ। ভণিতা করিস না তো ভাইয়া, বলে ফেল সারপ্রাইজটা কী?'

'বলব?'

ফারিহা বিরক্ত হয়ে জাহানারাকে ডাকল, 'মা ও মা! তোমার ফাজিল ছেলেটা এমন করছে কেন? ওকে কিছু বলবে?'

জাহানারা পাশের ঘরে তার বোরকা গোছাচ্ছিলেন। তিনি হেসে বললেন, 'তুই যেই মেয়েকে পছন্দ করেছিস তাকেই আমরা দেখে এসেছি।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফারিহা অবাক গলায় বলল, 'মা সত্যি! কী বলছ?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যা বলছি? এই জন্যই তো আহসান তোকে সারপ্রাইজের কথা বলছে।'

ফারিহা বলল, 'রাখো রাখো। বিস্ময়টা আমি হজম করে নিই। কী বলছ তোমরা এসব? ভাইয়া সত্যি?'

'হুম। পুরোটাই সত্যি। তবে ব্যাপারটা একদমই কাকতালীয়। মা তো তাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আরে এই মেয়েকে তো আমি চিনি! বৃষ্টির দিনে এই মেয়ে আমার বাসা থেকে ভুনা খিচুড়ি না খেয়েই চলে এসেছিল।'

ফারিহা বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী?'

মা বিস্তারিত খুলে বলল, 'তুই যে তাকে ছাড়া কাউকে ভাবী ডাকবি না সেটাও বলল।'

ফারিহা বিস্মিত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার বিশ্বাসই হতে চাইছে না এমন কিছু ঘটেছে। বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। মা অন্তত বানিয়ে কিছু বলবে না। তার মানে, ঘটনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। ফারিহা বলল, 'তারপর তারপর? মেয়েটা তোদের দেখে কী বলল? খুশি হয়নি?'

'খুশি হয়েছে। আমার সঙ্গে তো তার অনেক কথা হলো।'

'তাই নাকি? কী কথা হলো বল না ভাইয়া!'

'উহু, তোকে তো বলা যাবে না। এগুলো হলো বড়দের কথা। তুই হচ্ছিস বাচ্চা একটা মেয়ে। তুই কেন বড়দের কথা শুনবি?'

'ঠিক আছে। না বললে নাই। তোর পেটের ভেতর থেকে কথা কেইছে বাহার কারনা হ্যায়, ও মেরা মালুম হ্যায়। এখন বল, বিয়ের দিন তারিখ কবে ঠিক হয়েছে?'

জাহানারা বললেন, 'এ মাসের উনিশ তারিখে।'

ফারিহা বলল, 'তার মানে আর দশ দিন পর?'

'হুম।'

'তাহলে তো সময় বেশি বাকি নেই।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসান বলল, 'তাই তো দেখছি।'

ফারিহা বলল, 'আগেই বলে রাখছি। আমি কিন্তু আমার সব ক্লাসমেটকে দাওয়াত করব। ওরা লেখক আহসান হাফিজের বিয়ে খাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।'

জাহানারা বললেন, 'শুধু তোর বান্ধবীরাই না, ওদের মা-বাবাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে দিস। আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে। ইনশাআল্লাহ বিরাট আয়োজন করব।'

ফারিহা আনন্দে ধেই ধেই করে নেচে বলল, 'অনেক মজা হবে, তাই না ভাইয়া?'

আহসান বলল, 'হবে হয়তো!'

উত্তরা কনভেনশন সেন্টারে সন্ধ্যায় আহসানের বইয়ের প্রকাশনা উৎসব আছে। সময়মতো পৌছতে হবে। সময়কে অবহেলা করা আহসানের ধাতে নেই। আহসান মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল।

১৩

প্রকাশনা উৎসব চলল রাত দশটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফ শিকারিদের ভিড়ে হারিয়ে গেল আরও আধঘণ্টা। প্রতিবারই অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে আহসান শিহরিত হয়। ওর জনপ্রিয়তা বাড়ছে—শিহরণ এই জন্য না। যখন পাঠকরা অটোগ্রাফ নিতে ভিড় করে, আহসান তাকিয়ে দেখে টুপি-পাঞ্জাবিওয়ালা পাঠকদের পাশাপাশি অ-টুপিওয়ালারাও ইসলামি সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকছে। তখন শিহরণে, আনন্দে আহসানের মন ভরে যায়। খুশিতে চোখে পানি চলে আসে।

খুশিতে চোখের পানি আরও একদিন এসেছিল আহসানের। ঐতিহাসিক ৫ই মের দিন। শাহ শফী হুজুরের ডাকে যেদিন সর্বস্তরের নবীপ্রেমিক শাপলায় ছুটে এসেছিল। আহসান কান্না ধরে রাখতে পারেনি। কিছুক্ষণ পর পরই চোখ ভিজে ওঠেছিল আনন্দে।

আহসান সকাল থেকেই সেদিন কাঁচপুর ব্রিজের কাছাকাছি ছিল। একটা পত্রিকার হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল তখন। অবরোধের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খবর সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। পূর্বাঞ্চল থেকে আসা হেফাজত কর্মীদের একেকটা মিছিল তাকে প্রেরণা যোগাচ্ছিল।

রাস্তার দুই দিকে স্থানীয় লোকদের স্বেচ্ছাশ্রমে তরমুজ, শশা, শরবত ইত্যাদি বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনা দেখে আহসানের চোখ অজান্তেই ভিজে ওঠছিল। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ মানুষ এমনকি যে লোকটা জীবনে কখনো নামাজ পড়েনি, সেও ইসলামপ্রেমিক, নবীপ্রেমিকদের এই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এমন স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন সন্ধ্যা মিলিয়ে যেতে না যেতেই কী এক অমানিশার অন্ধকারে ডুবে গেল।

শাপলা চত্বর আন্দোলন নিয়ে অনেককেই সমালোচনা করতে শুনেছে আহসান। অবাক ব্যাপার হলো, এদের মধ্যে ওর বন্ধু জহিরও একজন। ৬ই এপ্রিল ভোরবেলা জহির ফোন করে বলল, 'হেফাজত এইটা কী করল? কী ভয়াবহ তাণ্ডবটাই না চালাল।'

আহসানের মন এমনিতেই খারাপ ছিল। জহিরের ফোন পেয়ে মেজাজটাও গেল বিগড়ে। আহসান অবাক গলায় বলল, 'বন্ধু তুইও এসব বলছিস?'

'হ্যাঁ যা সত্য তাইতো বলছি। মিডিয়া লাইভ দেখিয়েছে। এরপর তো আর সত্য অস্বীকার করা যায় না। তাই না?'

আহসান চড়া মেজাজ যতটা সম্ভব নামিয়ে নিয়ে শীতল গলায় বলল, 'ঠিকই বলেছিস বন্ধু। তো তাণ্ডবগুলো কোথায় হয়েছিল?'

'বায়তুল মোকাররম, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ।'

'হেফাজত তখন কোথায় সমাবেশ করছিল?'

'শাপলা চত্বরে।'

'হেফাজত শাপলায় থেকে বঙ্গতে কীভাবে তাণ্ডব চালাতে পারে?'

জহির চুপ। কোনো কথা বলছে না।

আহসান বলল, 'চুপ করে আছিস কেন? কথা বল? তুই শাপলা চত্বর গিয়েছিলি তো?'

'নাহ। মাথা খারাপ! আমার এক কাজিন গিয়েছিল।'

'কাজিন কী করে?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কওমি মাদ্রাসায় পড়ে।'

'তোর সেই কাজিন কি কোনো জঙ্গী দলের সঙ্গী?'

'নাহ, ও খুব ভদ্র ছেলে।'

'তাইলে তো তোর কাজিন তাণ্ডব চালানোর কথা না।'

'নাহ। ও এগুলোর মধ্যে নাই।'

'হেফাজত তাণ্ডব চালিয়েছে বললি। তোর কাজিনও তো হেফাজতেরই সদস্য।'

জহির থতমত খেয়ে বলল, 'না মানে ইয়ে সবাই তো আর তাণ্ডব চালায়নি।'

আহসান বলল, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি কথা বলতে তোর কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা শাপলার সমাবেশে লোকজন বেশি ছিল? নাকি তাণ্ডবে?'

'সমাবেশে তো অনেক লোক ছিল।'

'ওকে। তোর কথাই না হয় ধরে নিলাম, অল্প কিছু হেফাজত তখন তাণ্ডব চালিয়েছে। এত বিশাল জনসমুদ্রের সবাই তো আর সুশৃঙ্খল না। কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক ঝামেলা করতেই পারে। অথবা কেউ কেউ রাজনীতির স্বার্থেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাকি সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো কি ইসলাম বিরোধী ছিল?'

'নাহ।'

'তুইও তো মুসলমান। তাহলে ধর্মের পক্ষে কথা বলতে তুই গেলি না কেন? কোথায় ছিলি তুই?'

'ঘরেই ছিলাম। টিভিতে এসব দেখছিলাম।'

'তোর তো লজ্জা হওয়া উচিত। শুধু লজ্জা না। লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত।'

'কেন? কী যা তা বলছিস?'

'কেন মরে যাওয়া উচিত বুঝতে পারছিস না? বাংলাদেশের এত মানুষ দূরদূরান্ত থেকে ধর্মের পক্ষে, প্রিয় নবীজির শানে বেয়াদবদের শাস্তির পক্ষে কথা বলতে এসেছিল। আর তুই মহিলাদের মতো ঘরে বসে বসে ধর্মপ্রাণ মানুষদের পিণ্ডি চটকাচ্ছিলিস? ছি! লজ্জাদেরও লজ্জা হওয়া উচিত তোকে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখে।'

জহির আর কোনো কথা বলল না। ফোন কেটে দিলো। আহসান বলতে যাচ্ছিল, দিনের বেলার লাইভ নিয়ে এত আগ্রহ দেখাচ্ছিস, মধ্যরাতের পরে কী হয়েছে সেটা দেখিসনি? নাকি ধর্মপ্রাণ জনগণের লাশের প্রতি তোর কোনো আগ্রহই নেই?

সেটা আর বলা গেল না। জহির এর আগেই ফোন বন্ধ করে ফেলেছিল।

প্রকাশনা উৎসবের স্টেজ থেকে নেমে আসতেই আহসান দেখল জহির দাঁড়িয়ে আছে। ইদানীং প্রায়ই জহিরকে ওর আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। আহসান বলল, 'কী রে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

'এতক্ষণ তোর অনুষ্ঠান দেখছিলাম। ভাবলাম তুই বের হলে একসঙ্গেই ফিরব।'

'অনুষ্ঠানের খবর পেলি কী করে?'

'পত্রিকা দেখে।'

'ও। ভালো। আচ্ছা, সেদিন এমন করলি কেন? টাকাটা না নিয়ে, না খেয়ে চলে এলি কেন?'

'তোর কাছ থেকে আর টাকা নিতে ইচ্ছা করছিল না। অনেক তো দিয়েছিস। আর কত?'

আহসান বলল, 'চল কোথাও বসে কথা বলি।'

জহির বলল, 'না। আজ বরং বাসায় চলে যাই। রাত তো কম হয়নি।'

আহসান বলল, 'এমনিতেও এখানে আমাকে আরও কিছুক্ষণ দেরি করতে হবে। কিছু ফরমালিটিজ আছে। তুইও থাক আমার সঙ্গে।'

জহির বলল, 'মনটা ভালো নেই বন্ধু। তাই এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি টাইমপাস করছি।'

'কী হয়েছে? ভাবীর সঙ্গে আবারও ঝগড়া করেছিস?'

'আবারও বলছিস কী? ঝগড়া কবে না হয়েছে? পাঁচ দিন ধরে বাপের বাড়ি গিয়েছে, আসার নাম নেই। ওর ভাইকে পাঠিয়ে ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে। সংসার আমার বিরান হতে চলেছে। এভাবে আর পারি নারে ভাই।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এতে মন খারাপ করার কি আছে? রাগ ভাঙিয়ে ভাবীকে বাসায় নিয়ে এলেই তো হয়।'

'তোর ভাবী স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে আর আসবে না। আমি যেন কোনোভাবেই যোগাযোগ করার চেষ্টা না করি।'

আহসান বলল, 'এটা হয়তো তার অভিমান। কদিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোর ব্যবসার কী খবর? শুরু করেছিস?'

'এখনো শুরু করিনি। করব।'

'ব্যবসাটা কিসের, বললি না তো?'

'ব্যবসা নিয়ে এখন ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সংসারে সুখ নাই, ব্যবসা দিয়ে কী হবে?'

আহসান বলল, 'তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তোকে আমি একটা ভালো পরামর্শ দিই। তুই চার মাসের জন্য তাবলিগে চলে যা। ওখান থেকে এসে ভাবীকে নিয়েও মাস্তুরাত জামাতে বের হবি। ভাবীর মধ্যে দ্বীন আসলে সংসারেও সুখ আসবে। কি বললাম বুঝতে পারছিস তো?'

'বুঝেছি। আসলে আমিও সেটাই ভাবছি। জানিস, আরিয়ান সেদিন কী বলে? বলে, বাবা, তুমি তাবলিগে যাওনা কেন? আমার স্কুলের বন্ধু রাফসানের বাবা তো সব সময়ই তাবলিগে যায়। ওর বাবাটা খুব ভালো।'

আহসান হেসে বলল, 'দেখেছিস? তোর ছেলেও ভালোটা বোঝে। তোকেই কেবল আমি বোঝাতে পারি না।'

উত্তরা থেকে বাসায় ফেরার পথে পলাশি মোড়ের কাছে আসতেই তিন চারটা ছেলে আহসানের মোটরবাইকের গতি রোধ করে ঘিরে দাঁড়াল। জায়গাটা অন্ধকার। রাত বাজে বারোটা। আশেপাশে কোনো মানুষজন নেই। শুধু শেকল দিয়ে বাঁধা কয়েকটা খালি রিকশা আর ডাস্টবিনের পাশে শুয়ে থাকা লাওয়ারিশ কুকুর ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছিনতাইকারীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি ছেলেগুলোর হাতে ধারালো ক্ষুর। আবছা আলোয় ক্ষুরের ধারালো অংশগুলো চকচক করছে। গভীর রাতে চোখের সামনে ক্ষুর বা ছুরি জাতীয় জিনিস নড়াচড়া হতে দেখলে যে কারও ভয় লাগার কথা। আহসানেরও লাগছে। ক্ষুর নাচিয়ে ওদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা না

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করলেই ভালো হবে। সুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারবেন। যা আছে দিয়ে দ্যান।'

জহির বলল, 'ভাই। আমাদের সঙ্গে তেমন কিছু নেই। আমরা একটা অনুষ্ঠান থেকে বাসায় ফিরছি। আমাদের ছেড়ে দিন প্লিজ।'

আহসান এর আগেও এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছে। ওর অভিজ্ঞতা বলছে, এদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি মোটেও সুখকর নয়। পরম যত্নে সবকিছু এদের হাতে তুলে দেওয়াই মঙ্গলজনক। আহসান কাঁধের ল্যাপটপের ব্যাগ, পকেটের মোবাইল ফোন আর টাকা বের করে ওদের হাতে দিতে যাবে, তখনই হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় ক্ষুর বিহীন ছেলেটাকে সে চিনে ফেলল। খপ করে ছেলেটার হাত ধরে বলল, 'এই, তুমি শামিম না?'

১৪

শামিমদের বাসাটা একটা ঘুপচি গলির একদম শেষ মাথায়। গলিপথের ময়লা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগছে। আহসান আর জহির ছোট্ট একটা ঘরে বসে আছে। ঘরটাতে চল্লিশ বা ষাট পাওয়ারের একটা বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। শামিমই জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে বাতিটা। ঘরে কোনো খাট বা ফার্নিচার কিছুই নেই। দুটা প্লাস্টিকের টুলে ওরা দুজন বসে আছে। ওদের সামনে ফ্লোরে পাতা বিছানায়, মশারির ভেতর একজন পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক ঘুমিয়ে আছেন।

পাশের ঘরে ফিসফাস কী যেন কথা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে শামিম ছাড়াও ওই ঘরে অন্য কেউ আছে। দশ মিনিট পর শামিম একটা ট্রেতে করে তিনটা সল্টেড বিস্কুট ও দুকাপ চা নিয়ে এলো। আহসান বলল, 'এগুলো আবার আনতে গেলে কেন? আমরা তো এখন বাসায়ই চলে যাব।'

শামিম লজ্জিত গলায় বলল, 'দুঃখিত আপনারা এখনো রাতের খাবার খাননি।'

আপা বলল, 'আপনাদের সামনে দেবার মতো ঘরে কিছু নেই। তা ছাড়া অনেক রাত হয়ে গেছে। কোনো দোকানপাটও খোলা থাকবে না

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সময়ে।'

আহসান বলল, 'আমি তোমার বাসায় এসেছি তোমার পরিবর্তনের ঘটনাটা শুনতে। কিছু খেতে নয়। তুমি বসো।'

শামিম আহসানের ছাত্র। আহসান একটা মাদ্রাসায় সপ্তাহে তিন দিন পার্ট টাইম ক্লাস নেয়। শামিম সেখানে তাইসির জামাতে পড়ত। প্রচণ্ড মেধাবী ছেলে। সব পরীক্ষায় বরাবরই ফার্স্ট হতো। নিরীহ এবং স্বল্পভাষী ছাত্র হিসেবে সবাই ওকে খুব পছন্দ করত। কথা বলত পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষায়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের জন্য আহসান ওকে একবার পুরস্কৃতও করেছিল। শাপলা চত্বরের ঘটনার পর থেকে শামিমকে আর মাদ্রাসায় দেখা যায়নি।

আহসান বলল, 'বলো শামিম। কী ঘটেছিল তোমার জীবনে, যে তোমার মতো একজন মেধাবী ছাত্রকে শেষ পর্যন্ত ছিনতাইকারীর খাতায় নাম লেখাতে হলো?'

শামিম হাতের ট্রে থেকে চায়ের কাপ দুটো আহসানদের হাতে তুলে দিয়ে ফ্লোরে পাতা বিছানার এক কোণায় বসল। বলল, 'কী আর হবে হুজুর এগুলো শুনে?'

'তুমি বলো। আমাকে সত্যিটা জানতেই হবে। সত্যিটা না জানলে আমার মনে হবে আমি আমার এক ছাত্রকে মানুষ করতে পারিনি। আমার কোনো অবহেলায় ও শেষে ছিনতাইকারী হয়েছে। এটাও বলো ৫ই মে'র পর কেন তুমি মাদ্রাসায় যাওনি?'

শামিম বলা শুরু করল, 'আব্বা আর আমি ৫ই মে বিকালের পর থেকেই শাপলা চত্বরে ছিলাম। স্টেজের ঠিক বামে ব্যাংক বিল্ডিংয়ের পাশে বসেছিলাম আমরা। রাত দশটার পর আব্বাকে বললাম, আব্বা চলুন বাসায় চলে যাই। এখানে রাতে থাকা ঠিক হবে না। ঝামেলা হতে পারে। পরিস্থিতি যদি ঠান্ডা হয়। বাসা তো আর দূরে না। আমরা আবার আসব।'

আহসান মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে শামিমের কথা। জহিরও চায়ের কাপে আর চুমুক দিচ্ছে না। শামিম বলে চলল, আব্বা বললেন, 'তোর কি মাথার ঠিক আছে? এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে খোলা আকাশের নিচে বসে আছে। আর আমরা বাসায় গিয়ে আরামে থাকব?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতে হয় তুই যা। পরিস্থিতি যা হয় হবে। আমি এই নবীপ্রেমিকদের ছেড়ে কোথাও যাব না।'

গভীর রাতের অন্ধকারে যখন চারিদিক থেকে অতর্কিতে গোলাগুলি শুরু হলো, সবাই ছুটাছুটি করছিল। ছুটাছুটির মধ্যে হঠাৎ দেখি আব্বা আমার সঙ্গে নেই। আমি চিৎকার করে ডাকছিলাম আব্বাকে। আর পাগলের মতো খুঁজছিলাম। অনেকেই বলছিল, এখন খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করো না। তাড়াতাড়ি নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নাও। সিদ্ধান্ত নিলাম আব্বাকে না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও যাব না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এখান থেকে আব্বার এবং আমার কারোরই আর কোনোদিনও বাসায় ফেরা হবে না। মা আর আপার চেহারা চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

আহসানের চোখের পলক পড়ছে না। নিশ্বাসের শব্দ যেন বন্ধ হয়ে গেছে জহিরেরও। মনোযোগ দিয়ে শুনছে শামিমের কথা।

শামিম বলল, 'এরপর গোলাগুলির গগনবিদারী আওয়াজ আর লোকজনের ছুটাছুটিতে কখন জ্ঞান হারিয়েছি জানি না। জ্ঞান ফিরল ভোর বেলা। ভোরের আবছা আলোয় দেখলাম, আমার কিছুটা দূরে একটা ভবনের সিঁড়ির ওপরে আব্বা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছিলাম মারা গেছেন। আমি ক্লান্ত, দুর্বল শরীর নিয়ে আব্বার কাছে গেলাম। আব্বা ক্ষীণ স্বরে বললেন, শামিমরে আমার পা দুটো মনে হয় নেই। আমি আব্বার পায়ের দিকে তাকালাম। ধরলাম। সেগুলোকে পা মনে হচ্ছিল না। হাড্ডিবিহীন অসাড় কিছু গোশতের পুঁটলি বলে মনে হচ্ছিল। সাদা প্যান্টের কিছুটা সরিয়ে দেখলাম, ভেতরে যে পা দুটো ছিল সেগুলোকে কেউ প্রচণ্ড আক্রোশে থেতলে দিয়েছে।'

শামিম আর কথা বলতে পারছে না। হেঁচকি দিয়ে কাঁদছে। পাশের ঘর থেকেও শোনা যাচ্ছে হেঁচকির শব্দ। সে-ই সম্ভবত শামিমের আপা। আহসান বলল, 'তোমার বাবার কী হলো এরপর? তিনি ভালো আছেন তো?'

শামিম বলতে পারছিল না। পাশের ঘরে যাকে শামিমের বড় আপা বলে ভাবা হচ্ছিল, সে দরজার আড়াল থেকে বলল, 'হসপিটালে নেওয়ার পর আব্বার পাদুটো কেটে বাদ দেওয়া হলো। শোকে দুঃখে মা বিদায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিলেন আমাদের ছেড়ে। আব্বার ভালো একটা চাকরি ছিল। সাজানো গোছানো সুন্দর সংসার ছিল আমাদের। একরাতের নৃশংসতায় সব শেষ হয়ে গেল। এখন খোঁড়া পা নিয়ে আব্বা সারাদিন ঘরে বসে মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন। আর একমাত্র উপার্জনোক্ষম ভাইটা কোনো কাজ না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ছিনতাই করে বেড়ায়। শুনলেন তো আমাদের করুণ কাহিনি? কী করবেন এখন? জানি, আপনাদের কিছুই করার নেই। কিছু করতেও হবে না। আমাদের অসহায়ত্ব দেখতে এসেছেন, এতেই আমরা খুশি।'

শামিমের বড় আপার শেষের কথাগুলো কিছুটা ঝাঁঝালো শোনাচ্ছিল। শামিমের কান্না ততক্ষণে দমিত হয়েছে। সে বলল, 'আপা, উনার সঙ্গে এভাবে বলছিস কেন? উনি আমার হুজুর হন।'

'তোর হুজুর দেখে কি কিছু বলা যাবে না? গত কয়েকটা বছর ধরে তুই পড়াশোনা করা, মাদ্রাসায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস। কেন যাস না, কি করিস, কেন করিস এই খবর তোর হুজুররা কোনোদিন নিয়েছেন? এটা কি উনাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না? না-কি ডেকে ডেকে মাঠে নামানো পর্যন্তই উনাদের কাজ শেষ? আমরা তো আমাদের কলেজের ইসলামিয়াত বইতেও পড়েছি—ধর্মযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যান্যরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত, খোঁজ-খবর নিত। আর উনারা বুঝি মাদ্রাসার কিতাবেও এগুলো খুঁজে পাননি?'

শামিমের বড় আপা কথা বলছিল উত্তেজিত অথচ চাপা আওয়াজে। প্রতিটি কথাই আহসানের মাথাটাকে নিচু করে দিচ্ছিল। ফ্লোরের বিছানায় যে লোকটি ঘুমুচ্ছিলেন, তিনি শব্দ শুনে হাতের ওপর ভর করে উঠে বসার চেষ্টা করে বললেন, 'সায়মা তুই চুপ করবি? উনারা মেহমান মানুষ। মেহমানের সঙ্গে এভাবে কথা বলা কোথা থেকে শিখলি তুই?'

লোকটির ডাক শুনে সায়মা শান্ত হলো। শামিম লোকটিকে ধরে উঠিয়ে বসাল। আহসান বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

শামিম বলল, 'ইনি আমার আব্বা।'

আহসান এতক্ষণে চিনতে পারল শামিমের আব্বাকে। এই চেহারা আহসানের চিরচেনা হওয়ার কথা। শামিম যখন মাদ্রাসায় পড়ত, তখন কয়েকবারই এই মুখটি দেখেছে সে। অথচ এখন চিনতেই কষ্ট হচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিন্তায়, অসুস্থতায় সেই চিরচেনা মুখটি আর নেই। পঞ্চাশ বছর বয়সেই সেখানে লেগেছে সত্তুরোর্ধের ছাপ। আহসান ইতস্তত গলায় বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন বোরহানুদ্দিন সাহেব? আমি আহসান। শামিমের শিক্ষক। আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?'

বোরহানুদ্দিন সাহেব দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। সবই তার ইচ্ছা। তিনি যেমন রেখেছেন। চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে আমার। বোধ শক্তিও অচল হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। কাউকে আর এখন ঠিকঠাক চিনতে পারি না। আপনি শামিমকে ভুল বুঝবেন না। ও কোনো ছিনতাইকারী না। ওই ছেলেগুলো ওকে জোর করে সাথে নিয়ে গেছে। না গেলে ওর বোনের ক্ষতি করবে বলেছে। ইতরগুলোর হাত থেকে নিজের বোনের সম্মান বাঁচাতেই ও আজকে যেতে বাধ্য হয়েছিল।'

আহসান বলল, 'আমাকে মাফ করবেন জনাব। আমি শামিমকে ভুল বুঝিনি। আমি জানি, আমার ক্লাসের সেই ভদ্র ছেলেটা এমনি এমনি এ পথে নামেনি। এর পেছনে নিশ্চয়ই বিরাট কারণ রয়েছে। আমি শুধু অন্তরালের কারণটাই খুঁজতে এসেছিলাম। এসে ভালোই হয়েছে। অন্তরালের অনেকটা জানতে পেরেছি।'

দরজার আড়াল হতে সায়মা লজ্জিত গলায় বলল, 'আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই আচরণ করেছি বলে। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করুন। আসলে আমার মাথাটা ঠিক ছিল না, তাই কী বলতে কী বলে ফেলেছি।'

আহসান বলল, 'আপনি একটা কথাও মাফ চাওয়ার মতো বলেননি। প্রত্যেকটা কথাই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদেরই ব্যর্থতা যে, শাপলায় আহত বা নিহতদের পরিবারের খোঁজখবর আমরা সেইভাবে নিতে পারিনি।'

সায়মা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'আমি আপনার বেশ কয়েকটা লেখাই পড়েছি। আপনার লেখার একজন ভক্তই বলতে পারেন। শামিমের কাছে কিছুক্ষণ আগে যখন শুনলাম আপনি আমাদের বাসায় এসেছেন, নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছিল। অথচ কী দুর্ভাগ্য দেখেন? প্রিয় লেখককে যে আপ্যায়ন করব সেই সামর্থ্যটুকুও নেই।'

সায়মার কথা শেষ না হতেই আহসান বলল, 'এ নিয়ে এত টেনশনের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু নেই। আপ্যায়নটা বড় কথা নয়। আপনি পড়াশোনা করেছেন কতদূর?'

সায়মা কিছু বলল না। সম্ভবত বলতে চাচ্ছে না। বোরহানুদ্দিন সাহেব বললেন, কোনো রকমে হায়ার সেকেন্ডারিটা দিতে পেরেছিল। পড়াশোনাটা আর চালিয়ে যেতে পারেনি। ওর মা মারা গেল। এখন তো সংসারটা ওকেই সামলাতে হচ্ছে।

আহসান ঘড়ি দেখল। এই পরিবারের করুণ কাহিনি শুনতে শুনতে ঘড়িটা কখন দুটোর কাঁটা পার করেছে বুঝতে পারেনি। আহসান বলল, 'আজ আমি ওঠছি। অনেক রাত হয়েছে। বাসায় মা নিশ্চয়ই টেনশন করছেন। শামিম, তুমি কালই আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর এসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে আর নয়, হু? পড়াশোনাটা আবার শুরু করো। বাকিটা আমি দেখছি ইনশাআল্লাহ।'

ঘুপচি গলিপথে বেরিয়ে আহসান বলল, 'দেখলি তো এদের ফ্যামিলিটা? তোর কি মনে হয় শামিম আর তার আব্বার মতো মানুষেরা সেদিন তাণ্ডব চালাতে, সন্ত্রাস করতে গিয়েছিল? ওরা সেদিন ধর্মদ্রোহীদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করতে এবং ধর্মের পক্ষে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে গিয়েছিল। এটাও এক ধরনের জিহাদ। জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয়। সন্ত্রাস সন্ত্রাসই। সন্ত্রাস কখনো জিহাদ নয়। এই দুটাকে তোরা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিস। ইচ্ছে করেই, নাকি না জেনে এটা তোরাই ভালো জানিস।'

ভুল ভেঙেছে জহিরেরও। শাপলা চত্বরের ঘটনা নিয়ে ও যা কিছু ভেবেছিল, ওর সেই ভাবনাগুলো যে অবান্তর ছিল, শামিমদের বাসায় এসে এর অনেকটাই আজকে প্রমাণিত হয়েছে।

১৫

নওশিনের মোবাইল ফোনে অনেকক্ষণ ধরে রিং বাজছে। ও আজ ভুলে মোবাইল ফেলেই কলেজে চলে গেছে। রাবেয়া বেগম কাজের মহিলা বদুর মাকে নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করছিলেন। বিয়ের বাকি আর মাত্র চার দিন। এর আগেই ঘরদোর পরিপাটি করে রাখা দরকার।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি মিজান সাহেবকে দিয়ে নতুন কিছু ফার্নিচার আনিয়েছেন। নওশিনের রুমের আগের খাটটা পরিবর্তন করে একটা নতুন খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল এবং বসার ঘরের জন্য একটা কার্পেট আনা হয়েছে। সোফাগুলোও নতুন আনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন রাবেয়া। মিজান সাহেব বললেন, 'কী প্রয়োজন? আগেরগুলো আনিয়েছ বেশি দিন তো হয়নি। এগুলোই বরং মিস্ত্রি ডেকে বার্নিশ করিয়ে নাও। নতুন আনা মানেই অপচয়। শুধু শুধু হিসেবের পাল্লা ভারী করা।'

রাবেয়া আর কোনো কথা বলেননি। স্বামীর কথা সন্তুষ্টচিত্তেই মেনে নিয়েছেন। কারণ, তার স্বামী কখনোই অযৌক্তিক কিছু বলেন না। তবে কার্পেটটা রাবেয়ার অনেক পছন্দ হয়েছে। এর জন্য স্বামীকে তিনি ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি।

তাসনিয়া বারান্দায় বসে খেলছিল। তার আপু তাকে ছোট্ট একটা খেলনা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এই বাড়ি নিয়েই তার যত কাজ কারবার। রাবেয়া বললেন, 'তাসনিয়া মা, আপুর ঘর থেকে মোবাইলটা নিয়ে আসো তো অনেকক্ষণ ধরে বাজছে।'

তাসনিয়া বারান্দা থেকেই বলল, 'আম্মু আমি তো পুতুলের ঘর গোছাচ্ছি। দেখো ঘরটা ওরা কী রকম অগোছালো করে রেখেছে? ওরা জানেই না যে, সামনে এই বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে!'

রাবেয়া বুঝলেন, এই মেয়েকে এখন আর খেলনা বাড়ির সামনে থেকে উঠানো যাবে না। তিনি বদুর মাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নওশিনের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাবেয়া কখনো অন্যের ফোন রিসিভ করেন না। কাজটা তিনি পছন্দও করেন না। এতে করে যিনি কল করলেন, তার বিরক্তি বাড়ানো হয়।

তিনি ভেবেছিলেন, ফোন বাসায় রেখে গেল কিনা এটা কনফার্ম হওয়ার জন্য নওশিনই হয়তো কল করেছে। কিন্তু কলারের নাম দেখে রাবেয়ার কেমন যেন সন্দেহ হলো। কলারের নাম সেভ করা আছে সোহেল নামে। একটা ছেলের নাম তার মেয়ের মোবাইলে দেখে রাবেয়ার সন্দেহ হলো। তিনি ফোন রিসিভ করলেন।

সোহেলের কথা শুরু হলো একটা আপত্তিকর সম্বোধনে, 'আমার ভুল হয়েছে। আই এম এক্সট্রিমলি সরি। নওশিন, দেখো...!'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাবেয়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন। তিনি জানতে চান, কে এই সোহেল। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে এই ছেলে কী বলতে চায়?

সোহেল বলল, 'চুপ করে আছ কেন? প্লিজ রাগ করে থেকো না। কিছু তো বলো? বিশ্বাস করো, সেদিন আমি ইচ্ছে করে এমনটা করিনি। আমার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। মাকে নিয়ে হসপিটালে যেতে হয়েছিল। তাই তোমাকে কথা দিয়েও আমি সেদিন আসতে পারিনি। কথা বলো প্লিজ! তুমি আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি মরেই যাব। এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না। হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো?'

রাবেয়া ফোন হাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এসব তিনি কী শুনছেন? তার কান ভুল কিছু শুনছে না তো? ভুল তো হতেই পারে না। এমনও না যে অন্য কারও ফোন ভুলে নওশিনের কাছে চলে এসেছে। ছেলেটার নাম মোবাইলে সেভ করা আছে। ছেলেটাও নওশিনের নাম জানে। মানেটা স্পষ্ট। এই ছেলের সঙ্গে নওশিনের সম্পর্ক আছে।

রাবেয়া এতক্ষণে বুঝলেন, নওশিন কেন এত সহজেই আহসানের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়েছে। ছেলেটার কারণে কোনো কষ্ট পেয়েই অভিমান করে এই বিয়েটা করতে চাচ্ছে। ছেলেটা হয়তো এর মধ্যে আর ফোন করেনি। এই জন্য অভিমান আরও বেড়েছে।

নওশিনের ফোনের রিসিভ কল লিস্ট থেকে সোহেলের কলটা ডিলিট করে রাবেয়া মিলিকে ফোন দিলেন। মিলির কাছ থেকে আগে কনফার্ম হওয়া দরকার কে এই সোহেল?

মিলি ফোন ধরল বেশ কয়েক বার রিং হবার পর। রাবেয়া বললেন, 'মা তুমি কি এখন কলেজে? নওশিন কি তোমার সাথেই আছে?'

মিলি বলল, 'না আন্টি। আজ শরীরটা ভালো না দেখে কলেজে যাওয়া হয়নি। কেন বলেন তো?'

রাবেয়া বললেন, 'যাক ভালোই হলো। তোমার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি। সোহেল ছেলেটা কে?'

মিলি চুপ করে রইল। রাবেয়া বললেন, 'চুপ করে আছ কেন মা? যা জানো বলো? লুকিয়ে রেখো না প্লিজ।'

মিলি বলল, 'আন্টি, আপনাকে এমনিতেই সবকিছু জানাতাম। কিন্তু যখন জানলাম নওশিন আর এই রিলেশনটা কন্টিনিউ করছে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনাদের পছন্দ করা বিয়েতেই রাজি হয়েছে, তখন আর জানানোটা জরুরি মনে করিনি। আসলে সোহেল ছেলেটা সুবিধের ছিল না। কোনো না কোনোভাবে নওশিন ওর ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছিল।'

মিলির কাছ থেকে সব শুনেও রাবেয়া নিজেকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। তিনি মিজান সাহেবকে ফোন দিলেন। বিষয়টা তাকেও জানানো দরকার।

মিজান সাহেব জরুরি একটা মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীর ফোন রিসিভ করে বললেন, 'খুব জরুরি কিছু হলে বলো। আমি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ বসেছি।'

রাবেয়া বললেন, 'মিটিং ক্যানসেল করে দাও। এখনই বাসায় চলে আসো। একটা জরুরি কথা আছে।'

'কী হয়েছে?'

'ফোনে সবকিছু বলতে পারছি না। বাসায় আসো, তারপর বলছি।'

'ফোনেই বলো। অনেক ঝামেলা করে মিটিংটা এরেঞ্জ করতে হয়েছে। মিটিং রেখে এখন বাসায় আসা কোনোভাবেই সম্ভব না। আমি বরং কনফারেন্স রুমের বাইরে যাচ্ছি। তুমি তোমার জরুরি কথা দুই মিনিটে বলে শেষ করো।'

মিজান সাহেব বাইরে বের হয়ে এলেন। রাবেয়াকে তিনি সময় দিয়েছিলেন দুই মিনিট। দুই মিনিটে কথা শেষ হলো না।

মিজান সাহেব স্ত্রীর মুখে সব শুনে চুপচাপ কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভাবলেন। তার মনে হচ্ছে এসবকিছু রাবেয়ার আশকারা পেয়েই হয়েছে। তিনি সারাদিন ব্যবসার ব্যস্ততা নিয়ে বাসার বাইরে থাকেন। মেয়ের গতিবিধি তার চেয়ে রাবেয়ার ভালো জানার কথা। রাবেয়া মেয়েকে ঠিকমতো শাসন করতে পারেননি। তাই বিষয়টা এতদূর গড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

মিজান সাহেবের একবার ইচ্ছে হলো ফোনে স্ত্রীকে কড়া কথা শুনিয়ে দেন। কিন্তু এই মুহূর্তে রাগারাগি করে কোনো সমাধানে যাওয়া যাবে না। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি শান্ত গলায় বললেন, এখন তাহলে কী করতে চাও? ছেলেপক্ষের কেউ জানলে তো বিয়েটা নিশ্চিত ভেঙে দেবে। আর না জানালে হবে চরম প্রতারণা।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাবেয়া বললেন, 'আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কিছুই আসছে না আমার মাথায়। ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েকে কেটে দুই টুকরা করে ফেলি।'

'মাথায় কিছু না আসলে তো হবে না। রাবেয়া মেয়েকে দুই টুকরা কেন, দশ টুকরা করলেও এখন কোনো সমাধান হবে না। সবাই জানে, আগামী শুক্রবার মিজান সাহেবের মেয়ের বিয়ে। এখন যদি এসে দেখে মেয়ের দশ টুকরা লাশ সামনে নিয়ে বসে আছি, কোনো সমাধান হবে?'

রাবেয়া বললেন, 'তুমি কি রেগে যাচ্ছ?'

'রাগব না তো কী করব বলো? আমার তো রাগ করাই উচিত তাই না?'

'না। তোমার একটুও রাগ করা উচিত না। তোমার কারণেই মেয়ে আজ এই পথে যেতে পেরেছে।'

'আমার কারণে? কী বলছ রাবেয়া? আমি কি মেয়ের মা?'

'তুমি মা না। তুমি মেয়ের বাবা। বাবা হয়ে তুমি ডিসিশন নিয়েছ মেয়েকে মেডিকেল কলেজে পড়াবে। ডাক্তার বানাবে। আমি এত করে বললাম, ওকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দাও। তুমি শোননি। শুনেছিলে আমার কথা?'

রাবেয়া কিছুটা রেগে গেলেও মিজান সাহেব রাগলেন না। মেজাজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করলেন। মেজাজ কন্ট্রোল করা তার একটা বিশেষ গুণ। ব্যবসা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করে তিনি এই গুণ অর্জন করেছেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'দেখো রাবেয়া, তুমি তো জানো আমি মেয়েকে ডাক্তারি পড়াচ্ছি একটা সৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। তা ছাড়া ইসলাম ধর্ম মেয়েদেরকে ডাক্তার বানাতে নিষেধ করেনি। বরং পর্দা মেনে মহিলা রোগীদের সেবা করে যাওয়া একটা বিরাট সাওয়াবের কাজ। আমি মেয়েকে দিয়ে সেই কাজটাই করাতে চেয়েছি। এটা কি আমার অন্যায়?'

'জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি আমি। এখন কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কী আর হবে? বিয়েটা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হবে। কারণ, ছেলে পক্ষের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারব না। বিয়ের পর যদি ওরা জানতে পারে যে, বউয়ের অন্য জায়গায় রিলেশন ছিল। তাতে খারাপ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাড়া ভালো কিছু হবে না।'

রাবেয়া বললেন, 'এখনই বিয়ে বাতিলের কথা ভাবছ কেন? ওদেরকে বুঝিয়ে বলে তো দেখতে পারি। বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই ওরা মেনে নেবে। এমন একটা সম্বন্ধ আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাচ্ছি না।'

'ওদেরকে বোঝানোর আগে তুমি তোমার মেয়েকে বোঝাও। যদি ওর কারণে এই বিয়েটা ভেঙে যায়, তাহলে কিন্তু ওকে আমি স্ট্রেট বাড়ি থেকে বের করে দেবো বলে দিলাম। এরকম ফাজিল মেয়ের আমার কোনো দরকার নেই।'

রাবেয়া শঙ্কিত গলায় বললেন, 'শোনো, নওশিনকে কিছু না বলাই আমি ভালো মনে করছি। ছেলেটা যে ফোন করেছিল এটা নওশিনকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। সবকিছু ভুলে গিয়ে নওশিন যে শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হয়েছে, এটাই অনেক কিছু। দুদিন বাদে বিয়ে। ওকে এখন পেছনের ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'তাহলে এখন কী করতে চাও তুমি?'

'আমি বরং আগে সরাসরি আহসানকে ফোন করে জানাই। আহসান ছেলেটা ভদ্র এবং বুদ্ধিমান। ও নিশ্চয়ই বিষয়টা বুঝবে যে, এই যুগের মেয়ে, একটা ভুল রিলেশনে জড়িয়ে গিয়েছিল।'

'এতে সুবিধা কী? ওকে জানালে কী হবে?'

'সুবিধা এটাই যে, আমরা প্রতারণার অপবাদ থেকে বেঁচে যেতে পারব। আহসানও সবকিছু জেনে বিয়ের পর নওশিনকে সেভাবেই গড়ে তুলতে পারবে।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ আমি জানি না। এতে হিতে বিপরীত হবে। ওরা তো বিয়েতে রাজি হবেই না। উল্টো আমাদের বদনাম হবে। মুখ দেখাতে পারব না মানুষের কাছে আমরা।'

রাবেয়া বললেন, 'আমার মনে হয় না আহসান এরকমটা করবে। এ ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো অপশনও নেই, তুমি ভেবে দেখো।'

মিজান সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন, 'জানি না। তুমি যেটা ভালো মনে কর সেটাই করো। সম্ভব হলে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে নিয়ো। আল্লাহ সহায়। আমি এখন রাখছি।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬

আহসান ফারিহাকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের কেনাকাটা করছে। শপিংমলটা বিদেশি মানের। এক ছাদের নিচে সবকিছু পাওয়া যায়। কেনাকাটা করে মজা আছে। সবকিছুরই মূল্য নির্দিষ্ট করা আছে। গুলিস্তানের মতো দশ টাকার জিনিস দেড়শ টাকা চাওয়ার কোনো সুযোগ এখানে নেই। সঙ্গে একটা ট্রলি নাও। যা ইচ্ছে ট্রলিতে ভরো। এরপর ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে টাকা পরিশোধ করো। ব্যস ঝামেলা শেষ।

শপিংমল বিদেশি মানের হলেও আহসান সব কিনছে দেশি পণ্য। ফারিহা বিরক্ত মুখে বলল, 'এসব কী শুরু করলি ভাইয়া?'

'কী শুরু করলাম?'

'সব দেখি দেশি জিনিস কিনতে চাচ্ছিস! কসমেটিকগুলো অন্তত বাইরেরটা কিন?'

'উহু। একটাও বিদেশি কিনব না। বিদেশি পণ্য কেনার জন্য কি আমাদের আকাবিররা দেশের জন্য নয় মাস যুদ্ধ করেছেন না-কি?'

'ভাইয়া এটা কোনো যুক্তি হলো? আমি এতে লাইক দিতে পারছি না।'

'কী আশ্চর্য! কেন লাইক দিতে পারছিস না?'

'এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে জড়ানোর কি যুক্তি আছে? দেশের কর্তাব্যক্তিরা যেখানে বিদেশি পণ্য আমদানির সুযোগ করে দিচ্ছে। যেখানে লোকজন বিদেশে গিয়ে বিয়ের শপিং করছে, সেখানে আমরা কি-না সবকিছু হাতের কাছে পেয়েও সুযোগ হারাব?'

ফারিহা, 'তুই দেখছি ভালো পেকেছিস! কে কোথা থেকে কিনল, আমি সেটা দেখব কেন? আমি তো হুজুগে বাঙালি না। আমি হচ্ছি বিবেকবান বাঙালি। আমার বিবেক বলছে, আমাদের দেশের পণ্যই এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। সুতরাং বিদেশিটা আমি কোন দুঃখে কিনব? আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, দেশেরটাই কিনব।'

ফারিহা কোনো কথা বলছে না। মুখটা পানসে করে আহসানের পেছনে পেছনে ট্রলি ঠেলছে। তার খুবই মন খারাপ হয়েছে। বান্ধবীদের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে মুখ দেখাবে কি করে এটা ভেবে সে শঙ্কিত। আহসান বলল, 'মন খারাপ করে আছিস কেন?'

ফারিহা বলল, 'কোথায় মন খারাপ করে আছি? তুই কি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিস?'

'না। দেখতে পাচ্ছি না। নেকাবের জন্য তোর চেহারা না দেখা গেলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। যাই হোক, তোর কী কী লাগবে বল?'

'আমার কিচ্ছু লাগবে না।'

'রাগ করছিস কেন? আমি কি রাগ করার মতো কিছু করেছি?'

ফারিহা বলল, 'ভাইয়া, বিয়ের শপিংয়ের জন্য তুই আমাকে কেন নিয়ে এসেছিস বলত? তোর বন্ধুদের কাউকে খুঁজে পেলি না? ওদের নিয়ে এলেই তো হতো। ধ্যাৎ!'

আহসান বলল, 'তোকে কেন এনেছি বুঝতে পারছিস না?'

'বুঝতে পারব না কেন? আমাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই তুই এই কাজটা করেছিস।'

'কচু বুঝেছিস। বোকা! বিয়েটা একটা মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমি তাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটির জন্য আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, অতি আদরের একমাত্র প্রিয় ছোট বোনটিকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এটা কি অন্যায় করেছি, বল?'

ফারিহা হেসে ফেলল। আহসানের এই এক কথায় তার মন ভালো হয়ে গেছে। সে হেসে বলল, 'ঢং দেখে বাঁচি না।'

'বিয়ের পর দেখা যাবে আমি আর সুখ-দুঃখের সঙ্গীটা থাকি কিনা। তখন তো অন্য একজন ঠিকই সেই জায়গাটা দখল করে নেবে।'

'নিলে নেবে। এখন বল তোর কী কী লাগবে?'

'লাগবে তো অনেক কিছুই। সবকিছু কি দেশিটাই কিনতে হবে?'

'সেটা তোর ইচ্ছা। তোর ইচ্ছায় আমি বাগড়া দেবো না।'

ফারিহা বলল, 'ওকে দেশিটাই চলুক। তুই যদি দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে এটা করতে পারিস, আমি কেন পারব না?'

শপিংমল থেকে বের হয়ে ফারিহাকে নিয়ে আহসান একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। রেস্টুরেন্টে ভরপুর কাস্টমার। সবাই যে কিছু খাচ্ছে এরকম না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশাল টিভি স্ক্রিনে ভারতীয় টিভি চ্যানেল স্টার জলসায় মুভি জাতীয় কিছু একটা চলছে। অনেকেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্টার জলসা গিলছে। কেউ কেউ আবার গল্প-গুজবে সময় কাটাচ্ছে। গল্পের মূল বিষয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সেদিন বাংলাদেশের পারফরমেন্স কেমন ছিল, ইন্ডিয়া কেমন খেলল, আম্পায়ার কেন ইন্ডিয়ার পক্ষ নিল এইসব।

আহসানদের সামনের টেবিলে বসা থুরথুরে এক মুরুব্বিকে দেখা গেল খেলা বিষয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মুরুব্বির পা একটা কবরে অলরেডি চলে গিয়েছে, আরেকটাও যাবে যাবে করছে। মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা সাদা দাড়ি। মনে হচ্ছে এই বয়সেও দাড়ি শেভ করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি। এই বয়সে মানুষ মরণের কথা স্মরণ করে পারমানেন্টলি মসজিদে বসে পড়ে। সংসারের দায় দায়িত্ব পুত্রদের হাতে সঁপে দিয়ে বলে— বাবারা, আমার দিন শেষ। এখন যাই তখন যাই অবস্থা। সংসার বাস তো অনেক করলাম। এইবার মসজিদবাস শুরু করতে চাই।

কিন্তু এই মুরুব্বি মসজিদবাস শুরু করার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করবেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি মহা উৎসাহে মহেন্দ্র সিং ধোনির চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছেন।

আহসানরা টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিয়েছে, তখনই সেই মুরুব্বি আহসানকে প্রশ্ন করলেন, 'হুজুর, হেই দিন বাংলাদেশের খেলা দেখছিলেননি?'

আহসান বলল, 'জি না, দেখিনি।'

'দেখবেন কিল্লিগা, দেশের লিগা মায়া মহব্বত থাকলে তো দেখবেন।'

হোটেল রেস্টুরেন্ট বা পাবলিক প্লেসে নানান কিসিমের মানুষ থাকে। এসব জায়গায় কথা বাড়ানোর অভ্যাস নেই আহসানের। চোখে মুখে একটা নিরীহ গোবেচারা ভাব নিয়ে কাজ শেষ করে সে দ্রুত চলে আসতে চেষ্টা করে সব সময়। মুরব্বির কথার জবাব দেওয়ার ইচ্ছে আহসানের ছিল না। হজম করার চেষ্টাটাই করতে চাচ্ছিল। পাশের টেবিলের এক ভদ্রলোক খোঁচা দিয়ে বললেন, 'হেহ। হুজুরদের আবার দেশপ্রেম!'

শুধু আহসানকে বললে ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। হুজুরদের বলায় স্বভাবতই তাকে জবাব দিতে হলো। আহসান বলল, 'আজব ব্যাপার,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খেলার সাথে হুজুর, দেশপ্রেম এগুলো কেন টেনে আনছেন ভাই?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হে হে হে না এমনিই বললাম।'

'এমনিই কেন বললেন?'

'রাগ করলেন নাকি ভাই?'

'রাগ না করার তো কারণ দেখছি না। কেউ খেলা না দেখলেই সে দেশপ্রেমিক নয়, এটা কেমন কথা? তার ব্যস্ততা বা অন্য অনেক কারণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে? সেদিনের খেলায় ইন্ডিয়ানরা দুর্নীতি করেছে, তারপরও তো এখানে অনেকেই বসে বসে ইন্ডিয়ান স্টার জলসা, জি টিভি, স্টার মুভি গিলছে। আমাদের দেশেরও তো অনেক টিভি চ্যানেল রয়েছে। কই, কেউ তো দেশপ্রেম দেখানোর জন্যে হলেও সেগুলো দেখছে না?'

আহসানের কথায় দেশপ্রেমিক ভদ্রলোক চুপ মেরে গেলেন। উপস্থিত প্রায় সবাই সায় দিয়ে বললেন, 'হুজুর, আপনি উচিত কথাই বলেছেন। আমরা বাঙালিরা দেশপ্রেম জিনিসটাই বুঝি না।'

আহসান ফারিহার দিকে তাকিয়ে হাসল। এই হাসির অর্থ হচ্ছে— দেখেছিস? উচিত জবাব পেলে বাঙালির মাথা কত তাড়াতাড়ি খোলে?

রেস্টুরেন্টের বিল চুকিয়ে ফারিহাকে নিয়ে আহসান বের হতে যাবে তখনই অপরিচিত একটা নাম্বার থেকে আহসানের মোবাইলে কল এলো। আহসান ফোন রিসিভ করে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম। কে বলছিলেন?'

'আমি নওশিনের মা। তুমি কেমন আছ বাবা?'

আহসান ঠিক করতে পারছে না, কদিন পর শাশুড়ি হতে যাওয়া এই মহিলাকে এই মুহূর্তে কী বলে ডাকবে। সে ফোনের মাউথ পিস হাত দিয়ে আড়াল করে ফিসফিসিয়ে ফারিহাকে বলল, 'হবু শাশুড়ি মার ফোন। কী বলে ডাকব তাড়াতাড়ি বল?'

ফারিহা বলল, 'কী বলে ডাকবি আবার? মা বলে ডাক। এখন থেকেই মা ডাকা প্র্যাকটিস কর।'

আহসান বলল, 'মা আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি বাবা। মা বলে ডেকেছ শুনে মনটা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভরে গেল। কিন্তু, একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কী সমস্যা, বলুন?'

'আসলে কীভাবে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না। তুমি কি এখন ব্যস্ত আছ? কথাটা লম্বা সময় নিয়ে বলা দরকার। তোমার সময় হবে তো?'

আহসান রেস্টুরেন্টের বাইরের রাস্তায় নেমে পড়েছিল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমি একটু শপিংয়ে এসেছিলাম। আপনি বলুন মা। সমস্যা নেই।'

রাবেয়া বললেন, 'বাবা, তোমার মতো ছেলে পাওয়া যেকোনো মায়ের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমাদের কাছে ধরা দেবে কি-না বুঝতে পারছি না।'

আহসান বলল, 'এভাবে বলছেন কেন মা আপনি? আমার মা আপনাদের ফ্যামিলিটাকে খুবই পছন্দ করেছেন। আমারও অপছন্দ নয়। কী সমস্যা হয়েছে বলুন? আমাদের কারও আচরণে কি কষ্ট পেয়েছেন?'

রাবেয়া বললেন, 'আল্লাহ, ছেলের কথা শোনো। তুমি কেনো লজ্জিত হচ্ছ? লজ্জায় মাথা হেট হওয়ার উপক্রম হয়েছে তো আমাদের।'

রাবেয়া সোহেলের বিষয়ে মিলির কাছ থেকে যা জেনেছেন সবটাই আহসানকে খুলে বললেন। এও বললেন, দেখো আহসান, নওশিনের বাবা বলছিলেন বিয়েটা ভেঙে দিতে। কিন্তু আমি চাই তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে তোমার মতো ছেলেকে নিজের ছেলে বানিয়ে নিতে। আমার মন বলছে, নওশিনের মনে যদি ওই ছেলেটার জন্য সামান্যতম আকর্ষণবোধও থেকে থাকে, একমাত্র তুমিই পারো বিয়ে করে ওকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। জানি এটা আমার অতি চাওয়া। মা হিসেবে নিবেদন করছি। আমার এই চাওয়াটা কি তুমি পূরণ করবে না?

আহসান রাবেয়া বেগমকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'মা আপনি অযথাই টেনশন করছেন। আমি এর কিছু কিছু আগে থেকেই জানি। জেনেই এই বিয়েতে মত দিয়েছি। নওশিন খুব ভালো মেয়ে। সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

আহসানের কথায় যেন রাবেয়া বেগমের বুকের ওপর থেকে পাথর সরে গেল। তিনি আহসানকে ভেবেছিলেন উদার মানসিকতার। তার এখন মনে হচ্ছে আহসান ছেলেটা শুধু উদারই না, পরোপকারীও বটে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাবেয়া বেগমের সঙ্গে কথা শেষ করে আহসান ফোনটা পকেটে ঢোকাল। ফারিহা বলল, 'কী বললেন তোর হবু শাশুড়ি মা?'

আহসান মুচকি হেসে বলল, 'এটা আমাদের জামাই-শাশুড়ির ব্যাপার। তোকে জানানো ঠিক হবে না। চল, শপিংমলটাতে আবার ঢুকতে হবে।'

ফারিহা অবাক গলায় বলল, 'আবার ঢুকতে হবে কেন? কেনাকাটা তো শেষই হলো।'

'আছে। কাজ আছে।'

'কি কাজ?' তোর হবু শাশুড়ি মা কোনো কিছুর ফরমায়েশ দিয়েছেন বুঝি?

'উহু। সায়মাদের বাসার জন্য কিছু কেনাকাটা করতে হবে। চাল, ডাল, লবণ, চিনি এই সব।'

ফারিহা অবাক হলো। বলল, 'সায়মা কে?'

'কেন, মা তোকে কিছু বলেনি?'

'ওহ ওই মেয়েটা? যার বাবা শাপলা চত্বরে পা হারিয়েছেন?'

'হুঁ'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মার কাছ থেকে শুনেছি। শুনে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার।'

আহসান ভেংচি কেটে বলল, 'তাহলে—কোন সায়মা বলে আসমান থেকে পড়লি কেন?'

ফারিহা কানে হাত দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'সরি ভাইয়া, মেয়েটার নামটা মনে ছিল না। চল আবার ঢোকা যাক।'

১৭

সায়মা যতবারই চেষ্টা করছে বইটা থেকে মনোযোগ সরিয়ে রান্নাঘরে যেতে, ততবারই ব্যর্থ হচ্ছে। এখন বাজে বিকেল সাড়ে চারটা। রান্নাঘরে একগাদা কাজ জমে আছে। রাতের রান্নাটা এখনই শুরু করা দরকার। যখনতখন বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। বিদ্যুৎ চলে গেলে বিরক্ত লাগে। কাজ করতে ইচ্ছা করে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাসায় সায়মা একলা। রোকনুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে শামিম গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। রোকনুদ্দিন সাহেবের পায়ে আবার ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। শামিম তাকে নিয়ে বের হয়েছে বিকেল চারটার দিকে। ফিরতে ফিরতে কটা বাজবে কে জানে?

বিকেলবেলায় ডাক্তারদের চেম্বারে সিরিয়াল পাওয়া আর অফিস টাইমে লোকাল বাসে সিট পাওয়া একই কথা। দুটাই মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিকেলবেলা হচ্ছে ডাক্তারদের বিজনেস আওয়ার। মোবাইল ফোন অপারেটরদের পিক-অফপিক আওয়ার থাকে। পিক আওয়ারে কলচার্জ যদি হয় পঞ্চাশ পয়সা, অফপিকে সেটা হয়ে যায় তার ডাবল—এক টাকা।

ডাক্তারদের ব্যাপারটাও অনেকটা এরকম। দুপুর পর্যন্ত তাদের পিক আওয়ার। কারণ দুপুর পর্যন্ত তারা কোনো না কোনো হসপিটালে ডিউটি সারেন। দুপুরে বাসায় ফিরে খেয়ে দেয়ে হালকা মেজাজের একটা ঘুম দিয়ে ফেলেন। বিকেলের দিকে খোশমেজাজে গিয়ে বসেন চেম্বারে। ততক্ষণে চেম্বারে রুগীদের লম্বা সিরিয়াল। আড়চোখে সেই সিরিয়াল দেখে নিয়ে মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসেন। আর ডাকতে থাকেন—আয়রে আমার নেক্সট।

নামকরা ডাক্তারদের অনেক সুবিধা। তাদের ভিজিট যেমন বেশি, রুগীরাও বেছে বেছে তাদের কাছেই ভিড় জমায়। সিরিয়াল ধরে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারও কোনো ক্লান্তি নেই তাতে। যেন টাকা-পয়সা বড় বিষয় না। নামকরা ডাক্তারের সিরিয়াল পাওয়াটাই বড় বিষয়।

সায়মা ডাক্তার ভাবনায় ইস্তফা দিয়ে বই ভাবনায় মনোযোগ দিলো। ওর হাতের বইটার নাম—*পাথর সময়*। আহসানের লেখা একটা বড় গল্প। গল্পের নায়কও একজন লেখক। নাম বেলাল। পাথরের মতো কঠিন একটা সময়কে জয় করার চেষ্টা করছে সে। প্রতি পদে পদে তার বাঁধার দেয়াল।

গল্পের নায়িকার নাম মালিহা। লেখকের স্ত্রী সে। একজন ধর্মবিমুখ মেয়ে মালিহা নিজেই লেখককে বারবার বিপদে ফেলছে।

সায়মা কেন যেন গল্পটা থেকে বেরুতে পারছে না। অবাস্তব কিছু কল্পনা তাকে গল্পের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই যেমন সে এখন লেখকের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রীর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করছে। মালিহার মতো— স্বামীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাওয়া স্ত্রীর জায়গায় নয়, নিজেকে কল্পনা করছে একজন স্বামীভক্ত স্ত্রীর জায়গায়। যে স্ত্রী তার লেখক স্বামীকে বন্ধুর মতো পাশে থেকে সান্ত্বনা দিতে চায়।

গল্পের মাঝামাঝি এসে সায়মা হঠাৎ লক্ষ করল, সে যে শুধু নিজেকে বেলালের স্ত্রীর জায়গায় কল্পনা করছে তা-ই না, আহসানকেও বেলালের জায়গায় কল্পনা করা শুরু করেছে। পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে মনের অজান্তে।

সায়মা বুঝতে পারছে না কেন এমন হচ্ছে? তার কল্পনায় আহসান কেন বারবার আসতে চাচ্ছে? তবে কি অবচেতন মনে আহসানের প্রতি তার কোনো রকম দুর্বলতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে?

আহসান ওদের পরিবারে এসেছে একজন ত্রাণকর্তার মতো। একটা পরিবারে যা যা থাকা প্রয়োজন, এই কদিনে সবকিছুর ব্যবস্থা সে করেছে। শামিমের পড়াশোনাটা ফের চালু করিয়েছে। বাবার চিকিৎসা খরচ ইত্যাদিও আহসানই মেটাচ্ছে। এই জন্যই কি আহসানের প্রতি দুর্বলতা? না-কি অন্য কিছু, সায়মা বুঝে উঠতে পারছে না।

সায়মার ভাবনায় ছেদ পড়ল দরজা নক করার শব্দে। সায়মা বলল,'কে?'

'আমি আহসান। শামিম কি বাসায় নেই?'

সায়মা বুঝতে পারছে না এটাও কি কল্পনা, না-কি সত্যি। সত্যিই কি আহসান এসেছে? এসে দরজা নক করছে? সায়মা নিজের গায়ে চিমটি কাটল। নাহ। কল্পনা না। ঘটনা বাস্তব। সায়মা বলল, 'আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

আহসান ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'শামিম কি বাসায় নেই? ও তো আজ মাদ্রাসায়ও যায়নি।'

সায়মা দরজার আড়াল থেকে বলল, 'আব্বাকে নিয়ে শামিম ডাক্তারের কাছে গেছে।'

'সে কী আজ কেন? ডাক্তারের কাছে তো গতকালই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাল মাদ্রাসা থেকে ফিরে আসতে আসতে শামিমের দেরি হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের সিরিয়াল পাওয়া যায়নি। এইজন্যই আজকে যেতে হয়েছে। আপনি তো দেখছি বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা এখনই ফিরবে হয় তো। আপনি ভেতরে এসে বসুন না।

আহসান বসল না। ঘরে সায়মা ছাড়া কেউ নেই। এখন ঘরে গিয়ে বসা ঠিক হবে না। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যখন নিভৃতে থাকে, তখন আরও একজন তাদের সঙ্গী হয়। শয়তান নামক সেই সঙ্গীকে কোনোভাবেই সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই আহসানের।

আহসান বলল, 'শামিম থাকলে ভালো হতো। ভ্যানগাড়িতে কিছু জিনিসপত্র ছিল। ধরাধরি করে নামানো যেত। অসুবিধা নেই। আমি আশেপাশের কাউকে ডেকে নিচ্ছি।'

সায়মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ভ্যান ভরতি রাজ্যের বাজার। সে বলল, 'সেদিনই তো বাজার করে দিয়ে গেলেন। আবার এত কিছু কিসের জন্য? আপনি তো দেখছি দিন দিন আমাদেরকে ঋণী করে ফেলছেন।'

আহসান বলল, 'এটাকে ঋণ কেন বলছেন? আপনার বাবার কাছেই বরং আমরা ঋণী। তিনি ধর্মীয় অবমাননা বিরোধী আন্দোলনে গিয়ে পা হারিয়েছেন। সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই সংসারটা তিনিই সামলাতেন?'

সায়মা চুপ করে আছে। চুপচাপ কিছু ভাবছে। ওর ভাবনা বলছে, এমন মহৎ মানুষও হয়? একটা দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের জন্য আজকাল কেউ এতটা করে? মানুষটা সত্যিই অসাধারণ।

অসাধারণ এই মানুষটার প্রতি সায়মার কেমন যেন এক অনুভূতি শুরু হয়েছে ইদানীং। এই অনুভূতির কি নাম হতে পারে ও নিজেও জানে না। ওর মনের একেবারে গভীর থেকে যে শব্দ ভেসে আসছে, এর নাম অলিক কল্পনা। যে কল্পনার কোনো বাস্তবতা নেই।

আহসান আশেপাশে তাকিয়ে কোনো ছেলে-ছোকরাকে খুঁজতে লাগল। একটা নয়-দশ বছরের পিচ্চিকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আহসান ডেকে বলল, 'এই পিচ্চি শোন।'

পিচ্চি বলল, 'আমারে পিচ্চি বলবেন না। আমার নাম আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম উদ্দিন খন্দকার।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসান হেসে ফেলল। হেসে বলল, 'বাপরে বাপ!'

'এত পিচ্চি মানুষের এত্ত বড় নাম ক্যামনে সম্ভব?'

আহসানের কথা শুনে সায়মাও হেসে ফেলল। আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম উদ্দিন খন্দকার বলল, 'বাপ মায় রাখছে। কী আর করা? তয় খালি আবু বইলাও ডাকতে পারেন। এই মহল্লার সবাই আমারে আবু বইলাই ডাকে।'

আহসান বলল, 'আবু মানে হচ্ছে আব্বা। আপনি তো তাইলে সবার আব্বা হন। কী বলেন?'

আবু কিছু বলল না। কিছু বুঝল কি-না সেটাও বোঝা গেল না। শুধু ওপর নিচে মাথা নাড়ল। আহসান বলল, 'আবু সাহেব, আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন?'

আবু সাহেবকে দেখা গেল খুবই এ্যাকটিভ ধরনের লোক। বলা মাত্র সে পরনের লুঙ্গিটা কাছা দিয়ে কাজে নেমে পড়ল।

চাল-ডালের বস্তা ঘরে ঢোকাতে আহসানকেই বেগ পেতে হলো বেশি। যদিও আবু সাহেবের সাহায্য একেবারে বিফলে যায়নি।

সায়মা স্নিগ্ধ গলায় আহসানকে বলল, 'এবার তো ঘরে এসে বসতে পারেন। আবু যেহেতু আছে? বেশি কিছু না, অন্তত এক কাপ চা তো হতে পারে!'

আহসান আবুকে নিয়ে ঘরে এসে বসল। কিছুক্ষণ পর ভেতরের ঘর থেকে সায়মা ডেকে বলল, 'এ্যাই আবু ভেতরে এসে চা নিয়ে গিয়ে মেহমানকে দে তো।'

আবু ট্রেতে করে চা, চানাচুর এবং বিস্কুট আহসানের সামনের টেবিলে এনে রাখল। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। প্রচণ্ড গরম চা। এইমাত্র বানানো। আহসান চায়ে চুমুক দিয়েই উহ করে ওঠল। দরজার ওপাশ থেকে সায়মা হি হি করে হেসে বলল, 'কী লেখক সাহেব! চা কি বেশি গরম? সরি, এই মাত্র বানানো হয়েছে। একটু রয়েসয়ে চুমুক দেওয়ার দরকার ছিল।'

আহসান থতমত খেয়ে গেল। বুঝল আড়াল থেকে দুটা চোখ তার কর্মকাণ্ড অবলোকন করছে। আহসান বলল, 'আমি আসলে বুঝতে পারিনি এতটা গরম হবে। উ-হু জিহ্বাটা বোধ হয় পুড়েই গেল।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু একমনে টপাটপ বিস্কুট আর চানাচুরের পিরিচ খালি করছে। বোধ হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে দিয়ে কাজ করানোর পারিশ্রমিকটা আদায় করে নিতে চাচ্ছে। কারও জিহ্বা পুড়ে যাওয়ার দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই।

সায়মা লজ্জিত গলায় বলল, 'সরি, আমি ভেবেছিলাম লেখক সাহেব বিস্কিট খেতে খেতে চায়ের তাপ কিছুটা ঠান্ডা হবে, এরপরই তিনি চায়ের দিকে ঠোঁট বাড়াবেন। কে জানত যে, উনার প্রচণ্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে? তবে হ্যাঁ, উনার এমন শাস্তিই হওয়া উচিত। কারণ উনি এমন সব বই লিখেন যে, কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে উনার বই নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকতে হয়।'

আহসান বলল, 'আপনি কোন বইটার কথা বলছেন?'

'*পাথর সময়*। আপনি আসার আগেও এই বইটা পড়ছিলাম। গল্পের এত গভীরে ঢুকে গিয়েছিলাম বের হতেই পারছিলাম না। বেলালের স্ত্রী মালিহার ওপর তো আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

আহসান বলল, '*পাথর সময়* আমার লেখালেখি জীবনের প্রথম দিকের বই। আলহামদুলিল্লাহ। প্রচণ্ড সাড়া পেয়েছিলাম এই বইটা লিখে। বলতে পারেন বইটা আমার টার্নিং পয়েন্ট।'

সায়মা বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। অনুমতি হবে কি?'

'জি বলুন।'

'বইটা কি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অধ্যায় নিয়ে লেখা?'

আহসান হেসে বলল, 'নাহ। সেরকম কিছু না। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনো কোনো লেখালেখি করিনি।'

সায়মা বলল, 'ও।'

আহসানের চা খাওয়া শেষ হয়েছে। আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম উদ্দিন খন্দকারও এরই মধ্যে পিরিচ দুটো ফিনিশিং দিয়ে ফেলেছে। তার হাতে এখন পানির গ্লাস। ভূরিভোজন হলে সবশেষে যেমন কোল্ড ড্রিংকস হাতে নিয়ে সবাই ঢেকুর তোলে। আবু সাহেবের ভাবটাও এখন এমন। নরমাল পানিটাই এখন সে ঢেকুর তুলে তুলে খাচ্ছে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আকাশে শেষ বিকেলের হাতছানি। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। আহসান বলল, আজ তাহলে ওঠি।

সায়মা বলল, 'সে কী! এখনই না গেলে হয় না? আবু তো আছেই। আব্বাকে নিয়ে শামিমও হয়তো এখনই এসে পড়বে। কিছু মনে না করলে, আজ না হয় রাতের খাওয়া-দাওয়াটা আমাদের এখানেই হোক।'

আহসান বলল, 'জি না। অন্যদিন আবার আসব। আপনার আব্বা এলে আমার সালাম জানাবেন। আর শামিমকে বলবেন, ও যেন অতি প্রয়োজন না থাকলে কোনো ক্লাস মিস না করে। ওকে তো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে, তাই না?'

আহসান চলে যেতেই সায়মার মন খারাপ হয়ে গেল। কেন মন খারাপ হলো এর কারণটা সায়মা নিজেও বুঝতে পারছে না।

১৮

ইরিনার ড্রাইভার কবির মিয়া সোহেলের নির্দেশে মাথা নিচু করে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে একটা আট তলা বাড়ির ছাদের ওপর প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খালি পায়ে। রোদের তাপে ছাদ গরম হয়ে আছে। গরমে কবির মিয়ার পা পুড়ে যাচ্ছে। মাথা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। একটা রশির দুই মাথায় দুটা দশ নম্বরি ইট বেঁধে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোহেল বলল, 'বল, কেন তুই এই কাজ করেছিস? তোর কারণেই নওশিন আমার ফোন ধরছে না। ধরলেও কথা বলছে না।'

কবির মিয়ার চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে। ছেলের বয়সি একটা লোকের ভয়ে তাকে এই শাস্তি পোহাতে হচ্ছে। সোহেলের সঙ্গে আরও দুটি ছেলে কবির মিয়ার সামনে বসে আছে। ওরা সোহেলের সাঙ্গপাঙ্গ। ওরা হাত তালি দিয়ে মজা উপভোগ করছে, এর চেয়ে কষ্টের আর কী থাকতে পারে?

কবির মিয়া বলল, 'বাবা আমারে ছাইড়া দেন। ক্যান কষ্ট দিতাছেন আমারে?'

সোহেল ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'কষ্টের আর কী দেখছিস? তোরে তো

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি তিলে তিলে মারব। আমারে তুই চিনিস নাই।'

'মাফ করেন আমারে। আমি আর এই কাজ করুম না।'

'মাফ পেতে পারিস একটা কাজ করলে।'

'কী কাজ, কন। আমি সব করুম।'

'ফোন করে নওশিনকে বলবি, তুই যা বলেছিস সব মিথ্যা। সোহেল বসের মতো ভালো ছেলেই হয় না। বলতে পারবি না এইসব?'

কবির মিয়া ইতস্তত করছে। এরকম একটা ডাহা মিথ্যাও তাকে বলতে হবে? সে গরিব এবং অভাবী হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানত জীবনে সে কখনো মিথ্যা বলেনি। আজকে একটা পাষণ্ডের ভয়ে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? কবির মিয়া বুঝতে পারছে না কি করবে। সোহেল একটা ভয়ংকর লোক। তার সঙ্গে লাইসেন্স ছাড়া পিস্তলও থাকে সব সময়। তার কথার অবাধ্য হলে গুলিও করে বসতে পারে। কবির মিয়ার বউ-বাচ্চার কথা মনে পড়ল।

কবির মিয়ার ছেলে-পুলে নেই। ঘরে চার চারটা মেয়ে। বড় দুই মেয়ে জরিনা-মর্জিনা বিয়ের উপযুক্ত। মেয়েগুলো হয়েছে বাবাভক্ত। সারাদিন ডিউটি শেষে কবির মিয়া যখন বাসায় ঢোকে, মেয়েদের কেউ তখন পানি নিয়ে আসে, কেউ বাতাস করে, কেউ বা আবার করুণ মুখে বলে, ইশশ, আব্বু তুমি সারাদিন কত্ত কষ্ট কর, তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না।

কবির মিয়া তখন হেসে বলেন, 'না-রে মা, গাড়ি চালানো আবার কষ্ট কিয়ের? বড় লোকের দামি এসি গাড়ি। চালাইতে কী যে আরাম!'

'তবুও আব্বু। বড় লোকেরা মানুষ ভালো না। কথায় কথায় ঝাড়ি দেয়, গালাগাল করে, এইগুলো সহ্য করাও কি কম কষ্টের?'

এই সব কথা শুনলে কবির মিয়ার চোখে পানি এসে যায়। নবীজি বলে গিয়েছেন—যার তিনটা মেয়ে তার তিনটা বেহেশত। সেই অর্থে কবির মিয়ার বেহেশত চারটা। চার বেহেশতের মালিক কবির মিয়ার তখন মনে হয়, বেহেশতের আনন্দ যেন সে দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আজ? সোহেল যদি এই নির্জন ছাদের উপরে তাকে মেরে ফেলে যায়, বউ-বাচ্চারা কোনোদিনও জানতে পারবে না। ফুটফুটে মেয়েগুলো আর কোনোদিনও এসে বলবে না—আব্বু, তোমার কষ্ট আমাদের সহ্য

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয় না।

কবির মিয়া দুর্বল গলায় বলল, 'পারমু। আমি সব পারমু।'

সোহেল হেসে বলল, 'গুড। যা তোর মুক্তি। এই ওর কাঁধ থেকে ইটগুলো নামা। ওকে ঠান্ডা জুস খেতে দে। কত ভদ্র বুড়ো, দেখেছিস?'

সোহেলের সঙ্গের ছেলেগুলো কবির মিয়ার কাঁধ থেকে ইটের বোঝা নামিয়ে ছায়ায় নিয়ে বসাল। একজন দৌড়ে গেল জুস আনতে। কবির মিয়া মনে মনে বলল, আল্লায় তোর এই অন্যায় সহ্য করব না। তুই মরবি সোহেল। মরবি তুই।

১৯

আরিয়ানের আজ সবচেয়ে আনন্দের দিন। তার বাবা তাকে নিতে এসেছে। সে জুতো মোজা পরে তখন থেকেই বসে আছে। জুতো পরেছে উল্টো করে। আনন্দে ডান-বাম যাচাই করতে ভুলে গিয়েছে। জহির বসে আছে আরিয়ানের নানু বাড়ির ড্রইংরুমে। বসে বসে ছেলের কাণ্ড-কীর্তি দেখছে। জহির বলল, 'কিরে ব্যাটা, জুতো উল্টো করে পরেছিস কেন? মা দেখলে তো বকা দেবে। আয় ঠিক করে দিই।'

আরিয়ান ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলল, 'না বাবা মা আজ বকা দেবে না। মার আজ মন ভালো।'

'কীভাবে বুঝলি আজ তোর মার মন ভালো?'

'তুমি এসেছ এই জন্য মন ভালো।'

'তোর মন কেমন? ভালো না-কি খারাপ?'

'আমার মনও ভালো। তবে একটু একটু খারাপ।'

'কেন? একটু একটু খারাপ কেন?;'

'নানু মাকে বকা দিয়েছে।'

'বলিস কী বকা দিলো কেন?'

কেন বকা দিলো জহিরের সেটা জানা হলো না। এর আগেই নাফিসা এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'আজ তোমার যাওয়া হবে না। বাবার শরীরটা ভালো নেই। মা বলেছে আজ আমাকে থেকে যেতে। তুমিও থাকো।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জহির বলল, 'এতদিন পর নিতে এলাম। তাও যেতে চাচ্ছ না?'

'যেতে চাচ্ছি না বললাম কোথায়? যাব বলেই তো ফোন করে তোমাকে আনিয়েছি, তাই না?'

'তো চলো? অজুহাত দেখানোর কি দরকার?'

'আমি মোটেও অজুহাত দেখাচ্ছি না। বাবার অসুখ দেখেই আজ রাতটা থাকতে চাচ্ছি। এতে অজুহাতের কী দেখলে?'

'বাবার অসুখ তো হুট করে আজই হয়ে যায়নি। অনেক দিন ধরেই তো তিনি অসুস্থ। তুমি এত দিন তার কাছে থাকনি? এক রাতের জন্য নতুন করে থাকাথাকির কী হলো?'

নাফিসা এই কথায় রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল, 'যাব না তোমার বাসায়। বলেছিলাম যাব। সেই কথা এখন উইথড্র করে নিলাম। তুমি থাকো তোমার জেদ নিয়ে।'

জহিরও চুপ থাকল না। সেও পাল্টা জবাব দিলো। এক কথা দু'কথায় আবার শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। আরিয়ানের মন খারাপ হয়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো চেহারায় সোফার এক কোণায় বসে রইল।

আরিয়ানের নানু ঝগড়া থামাবেন কী? তিনি এসে আরও উসকে দিলেন। নাফিসাকে বললেন, 'এই জন্যই বলেছিলাম, যাসনে ওই লোভী, ফ্রড, নীচ, জঘন্য লোকটার কাছে। তুই তো আমার কোনো কথাই শুনলি না। ভেউ-ভেউ করে কেঁদে কেটে ফোন করে তাকে আনালি। এখন? কেমন হলো? শিক্ষা হয়েছে?'

শাশুড়ির কথা শুনে জহির স্তব্ধ হয়ে গেল। উনি এসব কী বলছেন? স্বামীর বাড়ি যেতে না চাইলে মায়েরা আরও বুঝিয়েসুজিয়ে রাজি করায়। এই মহিলা তো উল্টো বাধা দিতে চাচ্ছেন। জহির বলল, 'মা, আপনি এইসব কী বলছেন? আমি ফ্রড, নীচ, জঘন্য?'

'শুধু জঘন্য না, চরম জঘন্য। আমার অবুঝ মেয়ের মাথাটা তুমি খেয়েছ। ও যাবে না তোমার বাসায়।'

জহির আর কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে রইল। আরিয়ান কাঁদছে। ঝগড়াঝাঁটি তার কাছে মোটেও ভালো লাগে না। এর মধ্যে আবার তার বাবাকে নানু যাচ্ছেতাই বলে গালাগাল দিচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জহিরকে গালমন্দ করায় নাফিসেরও খারাপ লাগছে। মা তাকে এইভাবে বলবে নাফিসা ভাবতে পারেনি। যতই হোক জহির তার স্বামী। বাঙালি বধূরা স্বামীর সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, অন্য কেউ তার স্বামীকে নীচ, জঘন্য বললে এটা তারা মানতে পারে না। কষ্ট পায়। নাফিসাও কষ্ট পাচ্ছে। সে দৃষ্টিকে করুণ করে মাথা নিচু করা জহিরের দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে করছে জহিরের হাত ধরে বলে, থাক, মন খারাপ করো না। কিন্তু সেটা এখন সে বলতে পারছে না। তার ইগোতে লাগছে।

আরিয়ান কান্না থামিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বসল। সে এখন বাবার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে। মনোভাব বুঝে নিয়ে নরম গলায় আস্তে করে বলল, 'বাবা তোমার কি বেশি মন খারাপ?'

জহির আরিয়ানকে কোলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'না বাবা, মন খারাপ না। চল আমরা বাসায় যাই। মা পরে আসবে।'

আরিয়ান দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। সে একবার মা এবং একবার নানুর দিকে তাকাল। মা যেতে দেবে কি-না, নাকি নানুর কথামতো এই বাসায়ই থাকতে হবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। আবার বাবাকেও ছেড়ে থাকতে সে রাজি না। অবশেষে বাবাকেই সে জয়ী দেখতে চাইল। মৃদু গলায় বলল, 'চলো।'

আরিয়ানের নানু কিছু বললেন না। তিনি হুহ, ঢং দেখে বাঁচি না টাইপ মুখ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নাফিসা আরিয়ানের দিকে তাকিয়ে ভেজা কণ্ঠে বলল, 'তুই একাই যাবি বাবার সঙ্গে? আমাকে নিবি না?'

সিএনজিতে করে বাসায় যেতে যেতে নাফিসা দুঃখিত গলায় বলল, 'তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ না? মার কাজটা ঠিক হয়নি। বকা খেতে শুধু শুধু এই বাসায় আসো কেন? আর কক্ষনো আসবে না।'

জহির কিছু বলল না। সিএনজির সিটে হেলান দিয়ে ঝিম মেরে পড়ে রইল। আরিয়ান বুঝতে পারছে, বাবার ওপর মার এখন কোনো রাগ নেই। মার মেজাজ এখন ঠান্ডা। কথাটা এখন বলা যায়। সে বলল, 'বাবা জানো? নানু আজ বিকেলে মাকে কেন বকা দিয়েছিল?'

জহির তবুও কিছু বলল না বা জানতে চাইল না। আরিয়ান শুকনো গলায় বলল, 'নানু মাকে বলেছিল আমার জন্য নতুন বাবা আনবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদেরকে আর তোমার কাছে যেতে দেবে না। এটা শুনে মা অনেক কান্নাকাটি করছিল। এই জন্যই নানু বকা দিয়েছিল।'

বিষয়টা এতদূর পর্যন্ত গড়াবে জহির ভাবতে পারেনি। ভুলটা আসলে তারই। এতদিন সে শ্বশুরবাড়ির সবার কাছেই ভালো ছিল। যৌতুক নেওয়ার পর থেকেই সে হয়ে গেল ফ্রড, নীচ, জঘন্য। আহসানের কথাই ঠিক। যৌতুক একটা অভিশাপ। এই অভিশাপের জন্যই তার সংসারে এত অশান্তি।

জহির বলল, 'নাফিসা, আইসক্রিম খাবে? অনেক দিন হলো একসঙ্গে বাইরে কোনো কিছু খাওয়া হয় না। এখানে একটা দোকানে ভালো আইসক্রিম পাওয়া যায়।'

নাফিসা কিছু বলল না। চুপচাপ রাস্তার দোকানপাটগুলো দেখতে লাগল। এত রাতেও দোকানগুলো বন্ধ হয়নি। কাস্টমারও টুকটাক আসা যাওয়া করছে। কে বলেছে দেশের উন্নতি হচ্ছে না? দেশতো দিনদিন ইউরোপ-আমেরিকার মতো হয়ে যাচ্ছে!

আইসক্রিম আরিয়ানেরও প্রিয়। কিন্তু মা খেতে দেয় না। খেতে চাইলেই বকা দেয়। বলে আইসক্রিম খাওয়ার দরকার নেই, দাঁতে পোকা হবে। আজ হয়তো খাওয়া হবে। ওর মন বলছে, আজ খেতে চাইলে মা বকা দেবে না।

জহির বলল, 'নাফিসা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া টাকাগুলো তোমার বাবার ব্যাংক একাউন্টে জমা করে দেবো। আরও একটা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছি। আগামী শুক্রবার আহসানের বিয়ে। ওর বিয়ের পর চল্লিশ দিনের জন্য তাবলিগে চলে যাব। সেখান থেকে ফিরে নিজের টাকায় ব্যবসা শুরু করব। ব্যবসার টাকা যোগাড় করব গ্রামের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে। বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে তো বাড়িটা পড়েই আছে। এত বিশাল বাড়ি ফেলে রেখে লাভ কি, বল?'

নাফিসা এই কথার কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না। সে বাচ্চাদের মতো আনন্দিত গলায় আরিয়ানকে বলল, 'আরিয়ান আইসক্রিম খাবি? চল আজ বাবার সঙ্গে আমরা আইসক্রিম খাই। ড্রাইভার সাহেব, ওই দোকানটার সামনে সিএনজিটা রাখেন তো।'

আরিয়ান মহা খুশি। সে খুশিতে হাত তালি দেবে কি-না ভাবছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিতে গিয়েও দিলো না এই ভয়ে, যদি মা রাগ করে? তাহলে আইসক্রিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে। বলে বসবে, হাত তালি দিলে কেন? যাও, আইসক্রিম খাওয়া হবে না তোমার।

জহির বলল, 'কিছু বললে না যে?'

নাফিসা বলল, 'কোন বিষয়ে?'

'আমার সিদ্ধান্তের বিষয়ে?'

নাফিসা বলল, 'এত দিন পরেও যে তোমার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে এতেই আমি খুশি। খুশি না হলে কি এই রাতবিরেতে আইসক্রিম খেতে আমি রাস্তায় নামি?'

২০

নওশিনদের বাড়ি মেহমানে গিজগিজ করছে। কাল নওশিনের বিয়ে। দূরের আত্মীয় যারা আছেন, তারা ইতিমধ্যেই এসে পড়েছেন। বাচ্চারা বাড়িময় দৌড়ঝাঁপ করে মজা করছে। হামীম এবং তাসনিয়া মজা করছে বেশি। বাচ্চাদের নিয়ে ইচিং বিচিং চিচিং চা খেলছে। খেলাটা খেলতে হয় একজন আরেকজনের হাত ধরে ঘুরে ঘুরে। তাসনিয়া বয়সে ছোট। সে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খেলতে পারছে না। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপরও তার আনন্দের শেষ নেই। উঠে আবারও খেলতে চেষ্টা করছে। মিজান সাহেব মেয়ের আনন্দ দেখে নিজেও আনন্দিত হলেন।

তার খুবই আনন্দ লাগছে। তিনি যেমন ছেলে জামাই হিসেবে চেয়েছিলেন, নওশিনের জন্য তেমন জামাই-ই পেতে যাচ্ছেন।

নওশিন বিষণ্ন মনে তার ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আজ। মিলিকে ফোন দেওয়া হয়েছে। মিলি এখনো আসছে না। ওর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। সময় বেশি নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরি করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। মিলির সাহায্য এই মুহূর্তে খুব বেশি দরকার।

মিলি এলো এক ঘণ্টা পার করে। নওশিন অস্থিরকণ্ঠে বলল, 'এতক্ষণে তোর আসার সময় হলো? আমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি?'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিলি বলল, 'কী হয়েছে বল তো? এত জরুরি তলব কেন? সন্ধ্যায় তো এমনিতেই আসতাম। আগে থেকেই তো সব প্ল্যান ছিল।'

'সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে।'

'আরে বাবা কী হয়েছে বলবি তো?'

'সোহেল ফোন করেছিল।'

'তো? দাওয়াত দিয়েছিস তো ওটাকে?'

'মিলি মজা করিস না। এখন মজা করার সময় না। যে করেই হোক আমাকে এখান থেকে পালানোর ব্যবস্থা কর। সোহেল সামনের মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

মিলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড সময় লাগল বিস্ময়বোধ কাটিয়ে ওঠতে। চোখ বড় বড় করে নওশিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে অবাক গলায় বলল, 'কী বলছিস তুই নওশিন? তোর মাথাটা ঠিকঠাক আছে তো? আজকের রাতটা পেরুলে কাল তোর বিয়ে, অথচ তুই এখন সোহেলের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিস?'

নওশিন বলল, 'মিলি, সোহেল সম্পূর্ণ নির্দোষ। কবির মিয়া আমাকে আজ দুপুরে সব জানিয়েছে। সে সেদিন যা বলেছিল সব ছিল মিথ্যা। আসলে সেদিন সোহেলের মা এক্সিডেন্ট করেছিলেন। এই জন্যই সে যাত্রাবাড়িতে আমাকে অপেক্ষা করিয়েও সেদিন আসতে পারেনি।'

'তো?'

'সোহেল ফোন করে আমাকে সরি বলেছে। সে আমাকে আজই বিয়ে করতে চায়। ও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। পালিয়ে না গিয়ে এখন আমি কী করব বল?'

মিলি চোখ মুখ শক্ত করে কঠিন স্বরে বলল, 'তুই এখন কিছুই করবি না। আহসানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবি। লজ্জা করে না তোর? কেউ একজন ফোন করে কেঁদে কেটে সরি বলে বলল, আমি নির্দোষ। চলো পালিয়ে যাই। আর এর জন্য তুই হুট করে তার হাত ধরে পালানোর জন্য পাগল হয়ে গেলি?'

নওশিন মরিয়া হয়ে বলল, 'তুই কেন বুঝতে পারছিস না মিলি? ওর এই সরিটা শোনার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করেছি। আমার মন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারবার বলছিল, সোহেল এমনটা করতেই পারে না। ও এমন মানুষই না।'

'তোর মন ভুল বলছিল। সোহেলের প্রেমে অন্ধ ছিলি বলেই তুই এমনটা ভাবছিস। ভাবতেই তো আমার গা শিউরে উঠছে আঙ্কেল-আন্টির বুকে ছুরি মেরে ওই ফালতুটার সঙ্গে ভেগে যেতে চাচ্ছিস। ছি! ছি! উনারা জানার পর কতটা কষ্ট পাবেন ভাবতে পারছিস? আঙ্কেলের হার্টের প্রবলেম আছে। তুই এমন বিশ্রী কাজটা করলে উনি বাঁচবেন? সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করে মারা যাবেন। বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে তুই ওই ফালতুটার সঙ্গে সুখী হওয়ার চিন্তাটা করলি কীভাবে? তুইও মরবি, শেষে আমাকেও মারবি।'

নওশিন বলল, 'আমি কিচ্ছু জানি না। তুই না আমার বান্ধবী? প্লিজ তুই আমাকে হেল্প কর। সোহেল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বেচারার কষ্ট হচ্ছে।'

মিলি কখনো যেটা করেনি আজ সেটা করল, আচমকা ঠাস করে নওশিনের গালে চড় মেরে বলল, 'আর একটা কথাও বলবি না। একদম খুন করে ফেলব।'

চড় খেয়ে নওশিনের চোখে পানি এসে গেল। সে ভেজা চোখে মিলির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওকে জীবনে কেউ কোনোদিন টোকা পর্যন্ত দেয়নি। আজ ওর বান্ধবী ওকে চড় মারল।

মিলিও লজ্জিত হয়ে গেল। চড়টা হঠাৎ করেই মেরেছে। ও নিজেও বুঝতে পারেনি এমনটা হবে। নওশিনের কথা শুনে এমন রাগ লাগছিল রাগ কন্ট্রোল করতে পারেনি। মিলি রাগ দমিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'সরি, কিছু মনে করিস না ভাই! একটু বোঝার চেষ্টা কর। বুঝলাম, সোহেল নির্দোষ এবং খুবই ভালো ছেলে। তাই বলে এখন তো আর কিছু করার নেই, তাই না? একটু তোর বাবা-মার কথা চিন্তা কর। উনাদের অভিশাপে তুই শেষ হয়ে যাবি। আঙ্কেল তো মরেই যাবেন এসব শুনলে। প্লিজ, তুই এই রকম একটা অবাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে যাস না। আমার এই অনুরোধটা তুই রাখ।'

নওশিন কিছুই বলল না। শান্ত দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। দরজার আড়ালে রাবেয়া কখন এসে দাঁড়িয়েছেন ওরা কেউ টের পায়নি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুপুরে ফোন রিসিভ করার পর থেকে নওশিনের অস্থিরতা দেখে তিনি এমন কিছু সন্দেহ করেছিলেন। রিকশা থেকে নেমে কিছুক্ষণ আগে মিলিকে হন্তদন্ত হয়ে নওশিনের ঘরে ঢুকতে দেখে তার সেই সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হলো। তাই তিনি আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

মিলির কথাগুলো শোনার পরও নওশিন কিছু বলছে না দেখে রাবেয়া ঘরে ঢুকলেন। তাকে দেখে নওশিন এবং মিলি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। রাবেয়া কিছু বলতে পারলেন না। মেয়ের এমন ভাবনার কথা শুনে কষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। পানি এসে যাচ্ছে তার চোখে। তিনি নওশিনের সামনে তার দুহাত জোর করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কোনো কথা এলো না তার কণ্ঠ বেয়ে। তিনি যদি কান্না থামিয়ে এই মুহূর্তে কথা বলতে পারতেন, তাহলে বলতেন, মা আমি তোকে দশমাস দশদিন পেটে ধরে কষ্ট সহ্য করেছি। জন্মের পরও শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে তোকে কষ্ট করে লালনপালন করেছি। তারপরও তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এমন কাজ তুই করিস না মা!

হাসি এবং চোখের পানি খুবই ছোঁয়াচে। আশেপাশের মানুষগুলোও এতে আক্রান্ত হয়ে যায়। রাবেয়ার চোখের পানি দেখে মিলি এবং নওশিন দুজনই আক্রান্ত হলো। তবে বোঝা গেল না নওশিনের কান্নাটা কিসের। মায়ের কষ্টে না-কি সোহেলকে না পাওয়ার দুঃখে।

বিয়ে করে বউ নিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেছে। ফারিহা ও তার বান্ধবীরা নতুন বউকে ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নতুন বউকে বসানো হয়েছে ড্রইংরুমে। নওশিন ঘোমটার আড়াল থেকে আড়চোখে রুমটা একবার দেখে নিল। এই রুম তার পরিচিত। আরও একবার এই রুমে তাকে আসতে হয়েছিল। সেদিন ছিল বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা। আর আজ বউ সেজে ঘোমটা টেনে। জীবন কত অদ্ভুত!

ফারিহার ক্লাসমেট মনিরা মিতু বলল, 'এই ফারিহা। ভাবীকে এই রুমে নিয়ে এলি কেন? একবারেই বাসর ঘরে নিয়ে বসালে ভালো হতো না?'

ফারিহা বলল, 'হতো। কিন্তু ভাবীকে আমি তার চির পরিচিত ঘরটাতেই এনে বসালাম। যেন বাকি রুম এবং রুমের মানুষগুলোকেও সে সহজে আপন করে নিতে পারে।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফারিহার বান্ধবীদের মধ্যে তোহফা মিম একটু লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু সেও যেন আজ চিরাচরিত অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে চাইল। সবাই আনন্দে মত্ত। সে কেন চুপ করে থাকবে? মিম বলল, 'এইটা তুই ঠিক বলিসনি ফারিহা। ভাবীকে তার কাঙ্ক্ষিত ঘরেই পৌঁছে দেওয়া দরকার। ওখানে নিশ্চয়ই তার সবচেয়ে আপন মানুষটি অপেক্ষা করছে।'

মিমের কথা শুনে ঘরসুদ্ধ সব বান্ধবীরা হেসে ওঠল। নুসরাত বলল, 'কে বলেছে আমাদের তোহফা মিম কথা জানে না? দেখেছিস আজ তার মুখেও কথার খই ফুটছে।'

ফারিহা আনন্দিত গলায় বলল, 'দেখতে হবে না? আজ ঘরে কে এসেছে? আমার ভাবী বলে কথা। ভাবী, আপনাকে একটা কথা এখনই বলে রাখছি। আপনাকে সেদিন আমি আপনি করে বলেছিলাম অপরিচিত দেখে। আজ তো আর অপরিচিত নন। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের মধ্যে তৃতীয় জন। আমি কিন্তু এখন আর আপনি করে বলার মতো বাজে কাজটি করব না। ঠিক আছে? এখন বলো, আমার ভাইয়াটিকে কেমন লেগেছে? ভালো না?'

সবাই হইচই করে আনন্দ করলেও নওশিনের একটুও ভালো লাগছে না। সে কোনো জবাব দিলো না। তার বিরক্ত লাগছে। সেদিন এই ঘরটাকে অনেক বড় দেখাচ্ছিল। আজ কেমন যেন কবুতরের খোপের মতো লাগছে। হয়তো ঘর ভরতি মানুষ দেখেই এমনটা মনে হচ্ছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে নওশিনের। এক কাপ কড়া লিকার দেওয়া চা হলে ভালো হতো। এখন এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। কী অদ্ভুত বিষয়। ঘরে এত মানুষ অথচ কাউকেই বলা যাচ্ছে না, আমাকে এক কাপ চা করে দিতে পারো?

নওশিন বাসর ঘর নামক খাঁচায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই ঘরটাতে যাওয়ার আগে সব মেয়েরই কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকে। নওশিনেরও আছে। তবে তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য মেয়েদের মতো রোমান্টিক কোনো পরিকল্পনা না। আহসানের সঙ্গে তার কিছু কথা বলা দরকার। কথাগুলো শুনে আহসান কী ভাববে কে জানে? যা-ই ভাবুক। কথাগুলো না বলা পর্যন্ত ওর অস্থিরতা মোটেও কমছে না। ওর মনে হচ্ছে এর সঙ্গে মাথাব্যথাও জড়িত আছে। কথাগুলো বলা শেষ হলেই মাথাব্যথাটাও হুট করে নাই হয়ে যাবে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন মনকে কোনোভাবেই সান্ত্বনা দিতে পারছে না। সোহেলের সঙ্গে কাল যেটা হয়েছে সেটা একটা বাজে কাজ হয়েছে। বেচারা গাড়ি নিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল কে জানে? মিলি ফোন করে বলেছিল অপেক্ষা না করে চলে যেতে। সোহেল নাকি বলছিল, সে নওশিনকে না নিয়ে কোথাও যাবে না। সারারাত অপেক্ষা করবে। নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিল। ওর জন্য মন কাঁদছে। ও এখন কী করছে কে জানে?

আহসান বাসর ঘরে ঢুকল রাত এগারোটারও পরে। এর আগেই মেয়েরা নওশিনকে খাবার এনে দিলো। খাবারের বিশাল আয়োজন দেখে নওশিনের মাথা ঘুরে গেল। ফারিহার বান্ধবীরা ঘরে ঢুকল হইচই করে। প্রত্যেকের হাতে দুটা করে খাবারের ডিশ। সবশেষে কোরমা জাতীয় কী একটা আইটেম নিয়ে ঢুকলেন জাহানারা বেগম। পান মুখে ফর্সা চেহারার এই মহিলাকে নওশিনের পছন্দ হয়ে গেল।

নওশিনের খাটে একদম গা ঘেঁষে বসে জাহানারা বেগম হাসিমুখে বললেন, 'মা, আজ থেকে এটা তোমার বাড়ি। এই বাড়ির সবকিছু তোমার। তোমার মতো মিষ্টি একটা মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে পেয়ে আমি অনেক খুশি হয়েছি। আহসানের আব্বা থাকলে আমার চেয়েও বেশি খুশি হতেন। আমি বুড়ো হয়েছি মা। সংসারের দায়িত্বটা তোমাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে আমি একটু আরাম করতে চাই। ভয় পেয়ো না। এখনই না। আস্তে আস্তে। তুমি যখন নিজ হাতে সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারবে, তখনই আমি অবসর নেব। এর আগে না।'

ফারিহা সব শুনে মনিরা মিতুকে খোঁচা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'শুনে নে, ভবিষ্যতে তোর শাশুড়িও কিন্তু তোকে এই কথাগুলা বলবে। আগে থেকেই জেনে নিলি। ভালো হলো না?'

মনিরা মিতু ভেংচি কেটে বলল, 'এ্যা-হ আসছে আমাকে জ্ঞান দিতে। তোর শাশুড়ি তোকে বলবে না? এইরকম ভাব করছিস যেন এক মহা বুদ্ধিদাতা।'

ফারিহা বলল, 'বুদ্ধিদাতা না। বল, বুদ্ধিদাত্রী। এখানে মুয়ান্নাস হবে।'

ফারিহার কথা শুনে মিতু হেসে ফেলল। জাহানারা আরও কিছু কথা বললেন উপস্থিত মেয়েদের উদ্দেশে—

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'দেখো মেয়েরা, তোমরা সবাই আমার মেয়ের মতো। আল্লাহ চাহে তো সবাই একদিন এইরকম বউ হয়ে ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ি যাবে। একটা কথা মনে রেখো। বিয়ের পর স্বামীর পরিবারকে নিজেরই পরিবার মনে করতে হয়। নিজেকে মনে করতে হয় স্বামীর পরিবারের একজন সদস্য। তাহলেই আর দুঃখ থাকে না। সারাজীবন সুখে থাকা যায়।'

জাহানারা কথা বলছিলেন। ওদিকে আহসান একটু পরপর দরজায় এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তুপর্দা রক্ষার জন্য ঘরে ঢুকতে পারছিল না। জাহানারা বিষয়টা লক্ষ করলেন। মেয়েদেরকে বললেন, 'তোমরা এখন ফারিহার ঘরে চলে যাও। গিয়ে গল্প-স্বল্প করো। এই ঘরে এখন আর আমাদের থাকার অধিকার নেই। এখন অধিকার নওশিন এবং ওর স্বামীর।'

মেয়েরা চলে গেলে জাহানারা ছেলেকে ডাকলেন। আহসান যেন ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল। সে সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকে কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম। মা আমাকে ডেকেছ?'

জাহানারা হেসে বললেন, 'হু। ডেকেছি। আয় বস।'

আহসান খাটে জাহানারার পাশে বসার পর তিনি ছেলের হাতটা নওশিনের হাতে দিয়ে বললেন, 'মা, এই হাতটা সারাজীবন ধরে রেখো। আর আমার ছেলেটাকে ভালো রেখো। ছেলেকে আর কোনো উপদেশ দিলাম না। ওকে আলেম বানিয়েছি। ওর এলেমই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া ও নিজেই এখন অন্যদের জ্ঞান বিলিয়ে বেড়ায়। ওকে আমি আর কী জ্ঞান দেবো? তবে হ্যাঁ। একটা কথা স্পষ্ট মনে রাখিস খোকা। সব সময় বউয়ের ওপর স্বামীত্ব ফলাতে যাবি না। তার আহ্লাদ আবদারও বোঝার চেষ্টা করবি, মনে থাকবে?'

আহসান ঘাড় একদিকে কাত করে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বলল, 'মা, আমাদের ওপর সব সময় তোমার স্নেহের ছায়া বিছিয়ে রেখো, তাহলেই হবে।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২১

বাসর ঘরটা সাজানো হয়েছে অসাধারণ করে। ফারিহার বান্ধবীরা সবাই মিলে যথেষ্ট কষ্ট করেছে এর পেছনে। কাল সারা রাত জেগে কাজটা করেছে ওরা। ফারিহা ওদের জন্য যে বখশিশ দাবি করেছিল, আহসান খুশি হয়ে এর তিনগুণ বেশি দিয়ে দিলো।

সবাই যে যার ঘরে চলে গেলে আহসান বলল, 'কেমন আছ নওশিন? ঘরটা চমৎকার লাগছে না আজ?'

নওশিনের বলতে ইচ্ছা হলো—'আজ চমৎকার লাগছে কিনা আমি কীভাবে বলব? আমি কি দেখেছি, কাল এই ঘরটা দেখতে কেমন ছিল?'

নওশিন ক্লান্ত গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কথাগুলো এখনই বলতে চাই।'

আহসান স্ত্রীর পাশে বসে বলল, 'একটা কেন, তোমার হাজারটা কথা শুনব আজ। তার আগে বলো, তুমি রাতে কি খেতে চাও? বাদাম খাবে? খোসাওয়ালা বাদাম। সারারাত কথা চলল বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে? হা হা হা কি বলো? আইডিয়াটা চমৎকার না?'

নওশিন বলল, 'কিচ্ছু খেতে হবে না। আপনি আমার কথাগুলো শুনুন।'

'দাঁড়াও। আগে জানালাটা খুলে দিয়ে আসি। বাইরে মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে জমিয়ে কথা বলা যাবে।'

আহসান জানালা খুলে দিয়ে জানালার সামনেই দাঁড়িয়ে বলল, 'নওশিন, দেখ কী অদ্ভুত বিষয়? তোমাকে প্রথম এই জানালা দিয়েই দেখেছিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিলে। ডাকতে সাহস পাইনি। আর আজ? এই জানালা থেকেই দ্বিতীয় বারের মতো তোমাকে দেখছি। আজ আর সাহসের প্রয়োজন নেই। দারুণ না?'

নওশিন কিছু বলল না। বা এই কথার কোনো রকম প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করল না। আহসান বলল, 'নেমে এসো না নওশিন দুজন মিলে হাত ধরাধরি করে বৃষ্টি দেখি।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন খাট থেকে নামল না। বসে রইল। আহসান নওশিনের পাশে বসে হাত ধরে বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? মাথাটা টিপে দেবো? তুমি শোও। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।'

নওশিন আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। বলল, 'কিচ্ছু করতে হবে না। আপনি আগে আমার কথাগুলো শুনুন প্লিজ।'

হাত ছাড়িয়ে নেওয়ায় আহসান মোটেও অবাক হলো না। যেন সে জানত এমন কিছু ঘটবে। বলল, 'হ্যাঁ। তোমার কথাগুলো শোনা উচিত। তুমি বলো। আমি শুনছি।'

নওশিন নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে বলা শুরু করল। আহসান বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। এখানে বসেই বলো। ভয় নেই। তোমার অমতে আমি তোমার হাতটাও ধরব না।'

'আপনি তো আমার ডায়েরি পড়ে জেনেছেন, আমি একজনকে পছন্দ করতাম। আমি তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। হঠাৎ সে আবার আমার জীবনে এসে ভুল ভাঙিয়েছে। সে অপেক্ষা করেছে আমার জন্য। আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। পরিবারের সম্মানের ভয়ে নিজের পছন্দকে জবাই করে আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানি বিয়ের রাতে স্বামীর সঙ্গে অন্য ছেলের কথা আলোচনা করা অন্যায়। তবুও বলছি, তাকে আমি মন থেকে ভুলতে পারছি না। আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে। যেন তাকে ভুলতে পারি।'

আহসান এই কথাগুলো শুনতে মানসিকভাবে একরকম প্রস্তুতই ছিল। সে এই বিয়েটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছে। জগতে সবাই রাবেয়া বসরী না। কেউ কেউ ভিন্ন মেজাজেরও রয়েছে। রেডিমেড রাবেয়া বসরী খুঁজে পাওয়ার চেয়ে, ভিন্ন মেজাজের কাউকে বিয়ে করে সেই ছাঁচে গড়ে তোলার মতো কঠিন কাজটিই আহসান বেছে নিয়েছে। তার আত্মবিশ্বাস তাকে বলছে, সে পারবে। সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

মনের ওপর কারও জোরজবরদস্তি চলে না। ভালো লাগার মানুষটিকে হয়তো সবার পাওয়া হয় না। যাকে পাওয়া হয় সেই লোকটির উচিত ভালোবাসা দিয়ে তার বিষণ্ন অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়া।

সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর মুখে অন্য পুরুষের কথা শুনতে যে কারও কষ্ট লাগবে। আহসানেরও লাগছে। কিন্তু কষ্ট নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই জিনিস এখন মাটি চাপা দিতে হবে। আহসান কষ্টকে শুধু মাটিচাপা না, পাথরচাপা দিয়ে, যেন কোনো ব্যাপারই না এমন ভাব করে বলল, 'ও। এই কথা? এর জন্য এত আকাশ-পাতাল ভাবছিলে? আমি তো ভেবেছিলাম এর চেয়েও কঠিন কিছু বলবে। আমার তো এখন প্রচণ্ড খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, তুমি আমাকে শুধু তোমার হাজব্যান্ড ভাবছ, এখনো বন্ধু ভাবতে পারনি।'

নওশিন বলল, 'মানে? বুঝলাম না।'

আহসান হেসে বলল, 'মা কি বলে গেলেন শোননি? বউয়ের ওপর স্বামীত্ব যেন না ফলাই। তুমি সময় নাও। যেদিন তুমি দেখবে ছেলেটার কথা আর মনে পড়ছে না, সেদিন থেকে আমি তোমার স্বামী এবং বন্ধু। এর আগে শুধুই বন্ধু। এবার বলো, বন্ধুর সঙ্গে বৃষ্টি দেখতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

নওশিন এই প্রথম হাসল। আহসান বলল, 'অসাধারণ!'

নওশিন বলল, 'কী? বৃষ্টি?'

আহসান বলল, 'উঁহু। তোমার হাসি।'

রাতে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল আহসানের মনে নেই। ঘুম ভাঙল ফজরের একেবারে ছুঁইছুঁই সময়ে। ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কী কী কথা হয়েছিল আহসান মনে করার চেষ্টা করল—

'নওশিন, চলো শুয়ে পড়ি। বিরাট ক্লান্তি লাগছে।'

'ক্লান্তি আবার বিরাট হয় নাকি? প্রচণ্ড বা অশেষ হতে পারে। আপনি না লেখক মানুষ? এমন ভুল হয় কি করে?'

'ওহো ভুল হয়ে গেল নাকি? হা হা হা, আসলে ভুলটা ইচ্ছে করেই করেছি।'

'কারণ?'

'কারণ অতি সাধারণ। লেখক ইচ্ছাকৃত ভুল করবে এবং তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী ভুল শুধরে দেবে, এরচেয়ে আনন্দের আর কিছু লেখকের কাছে নেই।'

'চালাকি হচ্ছে?'

'চালাকি হচ্ছে না, তবে চালাকি থেকে চা বাদ দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'মানে?'

'মানে আমি একজন লাকি ম্যান, একজন পরমা সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে বৃষ্টি দেখতে পারছি বলে। ভালো কথা, চা খাবে নওশিন?'

'খাব না। কেননা, রান্নাঘরটা কোন দিকে আমি জানি না।'

আহসান বুঝল নওশিনের মন আস্তে আস্তে ভালোর দিকে যাচ্ছে। ওকে খুশি করার জন্য অনেক কিছুই করা দরকার। বউকে খুশি রাখার কথা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বলে গিয়েছেন। তিনি নিজেও পারিবারিক জীবনে সেটা করে দেখিয়েছেন। মা আয়েশাকে কখনো তিনি বিষণ্ন দেখতে চাননি। আহসান হেসে বলল, 'তোমাকে এখন রান্নাঘরে ঢুকতে দেবো, আমার কি মাথা খারাপ? চা আমিই বানিয়ে আনছি।'

'আপনি চা বানাতে পারেন?'

'না পারলেও আমাকে চেষ্টা করতে হবে। কারণ আমি একজনকে তার পুরোনো স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মাঠে নেমেছি। চা খাইয়ে দেখি এই লাইনে কিছু একটা সুবিধে করতে পারি কিনা। হা হা হা!'

চা বানানো যায়নি। আহসান রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলা জ্বালানোর জন্য ম্যাচ খুঁজে পেল না। ফারিহা ওর বান্ধবীদের সঙ্গে ফুটুর ফুটুর করে গল্প করছে। ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করাও সম্ভব না যে ম্যাচ কোথায় রেখেছিস? বিষয়টা লজ্জাজনক হবে। দুষ্টটা বান্ধবীদের সামনে ইজ্জতের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আহসান চা ছাড়া খালি হাতে ফিরে এলো। নওশিন ভালো কিংবা মন্দ কিছু বলল না। এক নজর আহসানের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখায় মনোযোগ দিলো। আহসান দুঃখিত গলায় বলল, 'সরি, ম্যাচ খুঁজে পেলাম না। বউয়ের মন যোগানোর প্রথম চেষ্টায়ই আমি হারু পার্টি হয়ে গেলাম।'

নওশিন বলল, 'প্রবলেম নেই। চা খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।'

আহসান হতাশ কণ্ঠে বলল, 'এখন কি করা যায় বলো তো? ঘুমিয়ে পড়বে? নাকি জোকস শুনবে? না জোকস না। একটা ধাঁধা মনে পড়েছে। বলি, কেমন? ধরো হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। তোমার হাতের কাছে আছে মোমবাতি, হারিকেন এবং গ্যাসের চুলা। তুমি কোনটা আগে জ্বালাবে?'

নওশিন কোনো কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছিল না। বারবার উদাস হয়ে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পড়ছিল। উদাস হয়ে সোহেলের কথা ভাবছিল। ও নিরুৎসাহিত গলায় বলল, 'তিনটার কোনোটাই আগে জ্বালানো যাবে না। আগে ম্যাচ জ্বালাতে হবে।'

আহসান বলল, 'আরেব্বাহ! এত জটিল ধাঁধার উত্তর এত সহজে দিয়ে দিলে? তাসনিয়া ঠিকই বলেছিল। তুমি হচ্ছ গিয়ে দুর্দান্ত বুদ্ধিমতি। বোঝা গেল, আমার বধূটি শুধু সুন্দরীই না, বুদ্ধিমতিও বটে।'

'যে কেউ প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়। নওশিন হলো না।'

শত প্রশংসায়ও ওর মন ভালো করা গেল না। যেমন বিষণ্ন ছিল তেমনই রইল। আহসানের কিছুটা মন খারাপ হয়ে গেল। ও ভেবেছিল, সকাল হওয়ার আগেই নওশিনের মন ভালো করতে পারবে। সকালে নওশিন সবার সঙ্গে কথা বলবে হাসি আনন্দে। সে চেষ্টা মনে হয় মাঠেই মারা গেল। নওশিন বিষণ্ন গলায় বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি এখন ঘুমাব না। আরও কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখব।'

আহসান এরপর ঘুমিয়ে গেল। রাতে আরও কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখার অজুহাত দেখিয়ে কেন নওশিন পরে ঘুমাতে চাচ্ছিল এখন বোঝা গেল। সে আহসানের সঙ্গে খাটে না শুয়ে, শুয়ে আছে ফ্লোরে—কার্পেটের ওপর শুধু একটা বালিশ বিছিয়ে। আহসানের মায়া লাগল। অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি বাচ্চাদের মতো জবুথবু হয়ে ঘুমিয়ে আছে। চুলগুলো আলুথালু। ঘুমে নিমগ্ন মায়াবী চোখ দুটি কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

সারারাত বৃষ্টি ছিল। শেষরাতটা তাই শীত শীত লাগছে। আহসান উঠে গিয়ে একটা চাদর নওশিনের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নওশিন উঠো, ভোর হয়ে গেছে। উঠে ফজর নামাজটা পড়ে নাও।'

নওশিন চোখ মেলে উঠে বসল। আহসান হাসিমুখে বলল, 'শুভ সকাল। কেমন আছ?'

নওশিন আলুথালু চুলে ঘুম ঘুম চোখে একদিকে মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে। আহসান বলল, 'ঘুম মনে হয় ভালো হয়নি। অসুবিধা নেই। নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ো। আর তুমি এখানে ঘুমিয়েছ কেন? খাটেই তো ঘুমাতে পারতে। আমিই না হয় নিচে ঘুমাতাম।'

দ্বিতীয় রাতে আহসান নওশিনকে খাটে শোবার সুযোগ করে দিয়ে নিজে গিয়ে ঘুমাল সোফার ওপর। নওশিন বলল, 'সে কী আপনি সোফায়

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গেলেন কেন?'

আহসান বলল, 'আমি আমার ওপর তোমার বিশ্বাসটা নষ্ট করতে চাই না। আমি আমাকে তোমার শুধু বন্ধু থেকে স্বামী এবং বন্ধু বানাতে চাই। সেটা যাতে দ্রুত হয় সে জন্যই এই ব্যবস্থা।'

নিজেকে বঞ্চিত করে করে এভাবেই আহসান নওশিনকে খুশি রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ভোলাতে চাচ্ছিল সোহেল নামক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

আহসানের ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর ফ্যামিলি সমেত রাঙ্গামাটি ঘুরতে যাবে। বোট ভাড়া করে কাপ্তাই লেক ঘুরে বেড়াবে। রাতে হোটেলের বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে সবাই মিলে গল্প করতে করতে চাঁদের জোছনা গায়ে মাখবে। আহসানের বইয়ের অনেক পাঠকই তাকে রাঙ্গামাটিতে যেতে দাওয়াত দিয়েছিল। আহসান যায়নি। দিনটি তুলে রেখেছে বিয়ের পরে যাবে, এই ইচ্ছায়।

ইচ্ছেটা পূরণের জন্য বিয়ের তৃতীয় দিন আহসান তার সব ব্যস্ততা থেকে ছুটি নিল। জাহানারা বললেন, 'রাঙ্গামাটি তোরাই যা। আমিও চলে গেলে ঘর দেখবে কে? সম্ভব হলে ফারিহাকে নিয়ে যা। অনেক দিন ধরে ওর কোথাও যাওয়া হয় না।'

ফারিহা তো শুনেই আনন্দে লাফাতে লাগল। গোছগাছও করে ফেলল সবকিছু। বান্ধবীদের ফোনে জানাল—'জানিস, ভাই-ভাবীর সঙ্গে রাঙ্গামাটি যাচ্ছি। অনেক মজা করব।'

ফারিহার আনন্দ দেখে আহসানেরও আনন্দ হলো। ওর মনে হলো পুরো পৃথিবীতে ওর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। যাকে কেন্দ্র করে এত আয়োজন সেই নওশিনই বেঁকে বসল। বলল, 'আমার ভালো লাগছে না। আমি যাব না।'

আহসান আহত গলায় বলল, 'কী বলছ, যাবে না? আমার কত দিনের স্বপ্ন, বউকে নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াব। আর তুমি বলছ যাবে না?'

'আমার ভালো না লাগলে তো কিছু করার নেই, তাই না? যেতে চাচ্ছেন আপনারা যান। আমাকে কেন টানছেন?'

'এমনভাবে কথা বলছ, যেন তুমি এই বাড়ির কেউ না। মেহমান বা অন্য বাড়ির প্রতিবেশী? আজকের ট্যুরই তো তোমার সম্মানার্থে। তুমি না

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গেলে কীভাবে হবে বলো?'

'বললাম তো ভালো লাগছে না। কেন বিরক্ত করছেন?'

আহসান বলল, 'শোনো নওশিন, রাঙ্গামাটি খুবই চমৎকার জায়গা। কাপ্তাই হ্রদ আর পাহাড় দেখলে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। চলো প্লিজ।'

শত চেষ্টায়ও নওশিনকে রাজি করানো গেল না। ওর জন্য শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না কারোরই। সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হলো ফারিহার। সে কাঁদো কাঁদো মুখে ড্রেস চেঞ্জ করতে ওর ঘরে চলে গেল। নিজের জন্য যতটুকু, ফারিহার জন্য এরচেয়েও অনেকগুণ বেশি খারাপ লাগল আহসানের। ওর ইচ্ছে করছিল বলতে, নওশিন, তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ দাও, কিন্তু ফারিহাকে কোনো রকম কষ্ট দিয়ো না। ওই তোমাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। ভাবী হিসেবে পাওয়ার জন্য তোমাকে নিয়ে ও রীতিমতো স্বপ্ন দেখত ওর স্বপ্নগুলোর অমর্যাদা তুমি করো না।

আহসান মুখ ফুটে কিছু বলল না। মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখল। পাছে না আবার নওশিনের বিরক্তির কারণ হতে হয়।

এতকিছুর পরও নওশিনকে আটকানো গেল না। নওশিন আহসানের জীবনে ছিল একুশ দিন।

২২

বিয়ের একুশ দিন পরের কথা। আহসান ওর ট্রাভেল এজেন্সি থেকে দুপুরের খাবার খেতে মাত্র বাসায় ফিরেছে। বাসায় ঢুকেই দেখে নওশিন জাহানারা বেগমকে কঠিন গলায় বলছে, 'দেখুন আপনি বয়সে আমার বড়, তাই কিছু বললাম না। আমার স্বাধীনতায় আপনি কখনোই নাক গলাবেন না বলে দিলাম।'

জাহানারা লজ্জিত ভঙ্গিতে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বুঝতে পারেননি বিষয়টা নওশিন এভাবে নেবে। তিনি তাকে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েটা পরিবারের আদলে বেড়ে ওঠেনি।

নওশিনের কথা বলার যুদ্ধংদেহি ভঙ্গি দেখে ফারিহাও বিস্মিত হয়ে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাঁড়িয়ে আছে। ভাবতেই পারছে না ওর প্রিয় মানুষটি শাশুড়ির সঙ্গে এই রকম আচরণ করবে।

আহসান অবাক গলায় বলল, 'ছি! নওশিন, তুমি এভাবে মাকে বলছ!'

নওশিন একই রকম কঠিন গলায় বলল, 'কীভাবে বলব? আমি আমাদের বাসায় যেতে চাচ্ছি উনি বললেন, একা যেয়ো না, আহসান এলে আহসানকে নিয়ে যাও। কেন, আমার বাসায় একা যাওয়ার অধিকার কি আমার নেই?'

ফারিহা হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'ভাবী, তুমি মনে হয় ভুল বুঝেছ। মা আসলে কথাটা অধিকার নিয়ে বলেননি। মা বলতে চাচ্ছিলেন, মেয়েদের কোনো পুরুষ ছাড়া একা একা বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক না। এতে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকে।'

নওশিন ফারিহার কথায়ও কড়া ভাষায় কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহসান রাগ সংবরণ করতে না পেরে নওশিনের ওপর ক্ষেপে গিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'তোমার এই আচরণের জন্য আমার ইচ্ছে করছে এক চড় দিয়ে তোমার দাঁতগুলো সব ফেলে দিই, ফাজিল কোথাকার। তোমার সাহস অতিরিক্ত বেড়েছে। আমি বলেছিলাম তোমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাব না, এর সুযোগ নিয়ে তুমি মার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ? এই ফারিহা মেয়েটা তোমাকে ভাবী করে পেতে কোন পাগলামিটাই না করেছে? তুমি তাকেও ছেড়ে কথা বলতে চাচ্ছ না?'

চড় মারার কথা শুনে নওশিন স্তব্ধ হয়ে গেল। আহসান তাকে এভাবে ধমক দিয়ে কথা বলবে সে ধারণা করতে পারেনি। সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে গেল। জাহানারা আহসানকে থমথমে গলায় বললেন, 'চড়টা তোকে দেওয়া দরকার। মেয়েটাকে এভাবে ধমক দিয়ে কথা বললি কেন?'

আহসান আহত গলায় বলল, 'কী করব মা? তোমাকে এরকম কঠিন কথা সে বলবে কেন?'

'বেচারি নতুন মানুষ। এখনো বুঝে উঠতে পারেনি কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলবে। তাই বলে তুই রাগারাগি করবি? এটা মোটেও ঠিক করিসনি। যা। ঘরে গিয়ে মেয়েটাকে সান্ত্বনা দে। সরি বল।'

আহসান জাহানারার কথামতো নওশিনকে বোঝাতে ওর ঘরে গেল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন কাঁদছে। আহসান পাশে বসে ওর হাত ধরে শান্ত গলায় বলল, 'নওশিন, উনি আমার মা। তোমারও গুরুজন। ফারিহা তোমার বোনেরই মতো। কেউ যদি তোমার মা আর বোনের সঙ্গে এরকম করে কথা বলে তোমার কি ভালো লাগবে, বলো?'

নওশিন কোনো কথা বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে শীতল চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। জাহানারাও অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন। কোনো কাজ হলো না। নওশিন বলল, 'আমি বাসায় চলে যাব।'

জাহানারা আহসানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যা, মেয়েটাকে বাসায় রেখে আয়। কদিন ওখানে থাকলে মনটা ভালো হবে। ওর যখন ইচ্ছে হবে নিয়ে আসবি। কোনো চাপাচাপি করবি না। সাবধান ওর সঙ্গে কখনোই ধমক দিয়ে কথা বলবি না। মেয়ে মানুষ। এমনিতেই নরম মনের। ধমক দিয়ে কথা বলার কী দরকার?'

নওশিন বলল, 'আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

আহসান হেসে বলল, 'রাগ কমেনি এখনো? ঠিক আছে। সঙ্গে যাব না। দূরে দূরে দিয়ে যাব।'

'তাও যেতে হবে না। আমি কি আমার বাসা চিনি না নাকি?'

'চিনো তো। তবুও। আমি না হয় বাইকে করে বাসা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আসব?'

নওশিন স্পষ্ট না করে দিয়ে গটগট করে নিচে নেমে গেল।

মাহরাম পুরুষ ছাড়া মেয়েদের একা একা বের হওয়া ঠিক কাজ না। নওশিন না বুঝলেও আহসান মাওলানা মানুষ, ও তো বোঝে। নওশিনকে সিএনজিতে উঠিয়ে দিলেও মোটরবাইক আহসান পেছনে পেছনে যেতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর পেছনে তাকিয়ে আহসানের মোটরবাইক দেখে নওশিন সিএনজি থামাল। আহসানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে না বলেছি আমার পিছু নেবেন না?'

আহসান নরম গলায় বলল, 'বলেছ তো। কিন্তু তোমাকে একা একা ছেড়ে দিতে কেন যেন আমার মন চাইছিল না। মনে হচ্ছিল কোনো ঝামেলায় পড়ে যেতে পার। তাই পেছনে পেছনে চলে এসেছি।'

'আমি কোনো ঝামেলায় পড়ব না। পড়লেও আপনার তাতে কিছু

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসে যায় না। আপনি এখন যান।'

'সামান্য একটা ঘটনায় এভাবে রিএ্যাক্ট করো না প্লিজ। বিয়ের আগে ভাবতাম, বিয়ের পর বউকে বাইকের পেছনে বসিয়ে মহা আনন্দে শ্বশুরবাড়ি যাব। সেটা যখন হচ্ছেই না। অন্তত বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। এরপর তুমি যদি চাও তো বাসায় ডেকে নিয়ে জামাই আদর দেবে। না হয় তাড়িয়ে দিয়ো দূর দূর করে?

আহসানের এত মিনতির পরও নওশিনের মন গলল না। সে আহসানের চোখের ওপর আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকে কোনো রকম সিনক্রিয়েট করতে বাধ্য করবেন না। এই জন্যই হুজুর ছেলে আমি পছন্দ করতাম না। এরা বাড়ির বউকেও কোনো রকম স্বাধীনতা দিতে পছন্দ করে না।'

নওশিনের কথা শুনে আশেপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। সিএনজি ওয়ালাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রাস্তার পাশের রিকশাওয়ালা রিকশায় হাওয়া দেওয়া বন্ধ করে কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করল। ঝালমুড়িওয়ালার মুড়ি বানানোও থেমে গেল ঘটনা দেখে। একজন পথচারী আহসানকে বললেন, 'আপনার বউ নাকি ভাই?'

আহসান বলল, 'জি। আমার বউ।'

তো এইভাবে কথা বলছে কেন? বিরাশি সিক্কার একটা চড় বসিয়ে দিন না। তাহলেই দেখবেন সোজা হয়ে গেছে। জীবনেও আঙুল তুলে কথা বলার সাহস পাবে না।

আহসান বলল, 'ভাই, কেন ফালতু কথা বলছেন? আমার বউয়ের ব্যাপারে আপনি কেন নাক গলাচ্ছেন? যান না নিজের কাজে।'

ভদ্রলোককে ফালতু বলে সরিয়ে দিলেও নওশিনের কথায় অসম্ভব কষ্ট লাগল আহসানের। অপমানে ওর ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেল। ও কি সত্যিই নওশিনকে পরাধীন করে রেখেছে? বাসর রাতে বৈধ স্ত্রীর শরীরে স্পর্শটি পর্যন্ত না করার নামও কি স্বাধীনতা নয়? শুধু স্ত্রীকে একা একা বাইরে বের হতে দেওয়ার নামই কি স্বাধীনতা?

আহসান চোখের পানি আটকে রাখতে পারছিল না। বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। এরকম অপমান ওর ছাব্বিশ বছরের জীবনে কারও কাছ থেকে পায়নি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিনের কথার উচিত জবাব ওর কাছে রেডিই ছিল। মুখেও এসে গিয়েছিল। বলল না নিজের স্ট্যাটাসের কথা ভেবে। রাস্তাঘাটে এসব কথা বলার ইচ্ছা তার নেই। আহসান নওশিনের মুখের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে শুধু বলল, 'যাও। স্বাধীনতা নাও। এবং ভালো থেকো।'

নওশিন যাওয়ার এক ঘণ্টার মাথায় আহসানের মোবাইলে একটা ম্যাসেজ এলো। আহসান তখন বাসায়ই ছিল। নওশিনকে বিদায় জানিয়ে এসে বিষণ্ন মনে ছাদে হাঁটাহাঁটি করছিল। ভাবছিল নওশিনদের বাসায় ফোন করে খোঁজ নেবে ও পৌঁছুল কিনা? এরই মধ্যে ম্যাসেজটা এলো। আহসান ভেবেছিল সিম কোম্পানির কোনো ম্যাসেজ। এরা প্রতিদিন অসংখ্য ম্যাসেজ পাঠায়। অধিকাংশই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অফার। অমুক সার্ভিস চালু করতে এত ডায়াল করুন। তমুকের সঙ্গে আড্ডা দিতে কন্টেস্টে অংশ নিন। কোনো এক পাড়াপড়শির ম্যাসেজই আসে বেশি। পাড়াপড়শির গান শুনতে চাইলে এত লিখুন ইত্যাদি। আর ব্যালেন্স ফুরিয়ে গেলে তো কথাই নেই। ম্যাসেজের ডালি খুলে বসবে ওরা। একদম মাইডিয়ার মনোভাবের হয়ে যাবে তখন। বড় যতন করে প্রতি মিনিটেই ম্যাসেজ পাঠাবে—ডিয়ার কাস্টমার, আপনার ব্যালেন্স এখন শূন্য। এখনই রিচার্জ করুন।

আহসান বিরক্ত হয়ে ম্যাসেজটা ডিলিট করে দিতে ফোন হাতে নিয়েই চোখ কুঁচকে তাকাল। সিম কোম্পানির ম্যাসেজ না। ম্যাসেজটা এসেছে নওশিনের নাম্বার থেকে। প্রথমবার ঠিক মতোই পড়তে পারল আহসান। ছোট্ট একটা ম্যাসেজ। দ্বিতীয়বার ভালো করে পড়তে গিয়ে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। নওশিন কী লিখেছে এসব? আহসান ঠিক দেখছে তো? নওশিন লিখেছে—

> 'আমি মন থেকে কোনো কিছুই মুছতে পারিনি। এত সহজে মোছা যায়ও না। তাই সোহেলের কাছে চলে গেলাম। পারলে ক্ষমা করবেন আমায়।' –নওশিন।

ম্যাসেজ পড়ে আহসানের বিশ্বাসই হলো না এই ম্যাসেজ নওশিন লিখেছে। সঙ্গে সঙ্গেই নওশিনকে ফোন দিলো। নওশিনের ফোন বন্ধ। ম্যাসেজ পাঠিয়েই ফোন বন্ধ করে ফেলেছে। ওর হাসি পেল। নিশ্চয়ই নওশিন ওর ওপর এখনো রেগে আছে। এই জন্যই এসব আবোলতাবোল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লিখেছে। রাগ করে আর যাই হোক, এসব কথা কেউ লিখে?

নওশিনের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কনফার্ম হওয়া গেল রাবেয়া বেগমের ফোন পেয়ে। রাবেয়া বললেন, 'আহসান তুমি কোথায়?'

আহসান বলল, 'মা আমি এখনই আপনাকে ফোন দিতাম। নওশিনের ফোন বন্ধ পাচ্ছি, ও কোথায়? ওকে একটু দিন।'

রাবেয়া অবাক হয়ে বললেন, 'একই প্রশ্ন তো আমারও। নওশিন কোথায় বাবা? ও আমাকে কিছুক্ষণ আগে ম্যাসেজ দিয়ে কী সব হাবিজাবি বলল। ও নাকি কোথায় চলে গিয়েছে। কী হয়েছে বলো তো?'

আহসান রাবেয়াকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে রাবেয়া বিস্মিত গলায় বললেন, 'সামান্য একটু চড়ের কথা বলায় এই কাণ্ডটা নওশিন করতে পারল!!'

২৩

আহসান বসে আছে নওশিনদের ড্রইংরুমে। তাকে নাশতা দেওয়া হয়েছে আরও আগেই। নাশতা সে ছুঁয়েও দেখছে না। তাসনিয়া একটু পরপর আহসানের সামনে এসে ঘুরে যাচ্ছে। কিছু বলছে না। এক পলক আহসানের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। তার আগের সেই চঞ্চলতাও এখন নেই। এইটুকুন বাচ্চাও বুঝে ফেলেছে, এই বাড়িতে আগের সেই আনন্দটা আর নেই। তার আপু সব আনন্দ আঁচলে বেঁধে নিয়ে কোথাও হারিয়ে গেছে। আহসান তাসনিয়াকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলল, কী বুড়ি! মন খারাপ?

তাসনিয়া দুবার মাথা ওপর নিচ করল। আহসান বলল, 'মন খারাপ করার কিছু নেই। আপু একদিন ঠিকই ফিরে আসবে। এই যে আকাশটা দেখছ? তোমার আপু এবং আমরা সবাই এই একই আকাশের নিচে বসবাস করছি। হারিয়ে সে যাবে কোথায়?'

আহসানের এই কথায় তাসনিয়া কোনো সান্ত্বনা পেল বলে মনে হলো না।

নওশিন নেই আজ পনেরো দিন। এই পনেরো দিনে একবারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। না ফোন, না ম্যাসেজ। আহসান প্রথম প্রথম

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল। ওর ফোন একটি বারের জন্যও খোলা পাওয়া যায়নি। আহসানের কেবলই মনে হতো নওশিন কোথাও যায়নি। অভিমান করে কোনো বান্ধবী বা আত্মীয়দের বাসায় লুকিয়ে আছে। অভিমান কমলেই ফিরে আসবে। এসে হাসিমুখে বলবে, কেমন? সারপ্রাইজটা কেমন দিলাম, বলেন তো?

সারপ্রাইজ দিতে নওশিন এই পনেরো দিনেও আসেনি। আহসানের সঙ্গে কাটানো একুশটি দিনের স্মৃতি এত তাড়াতাড়ি কী করে ভুলে গেল মেয়েটা? আহসান তো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ও এখনো বাতাসে উড়তে থাকা নওশিনের চুলের ঘ্রাণ অনুভব করছে। ওর হাতের কাচের চুড়ির টুংটাং আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। চোখে ভাসছে বিষণ্ন মুখের সেই হাসি।

শেষ কদিন আহসানের মনে হয়েছিল নওশিন ধীরে ধীরে আহসানকে আপন করে নিচ্ছে। ওর কষ্টে কষ্ট পাচ্ছে। আনন্দে আনন্দ।

আহসান একদিন মুরগি জবাই করতে গিয়ে হাত কেটে ফেলল। নওশিন সেটা দেখে দৌড়ে এসে বলল, 'দেখি দেখি কী হয়েছে? ইশশ হাত তো কেটে ফেলেছেন। উফ! কী যে করেন না? এসব কাজ সাবধানে করতে হয়। দাঁড়ান আমি ডেটল নিয়ে আসছি।'

নওশিন তুলা দিয়ে কাটা জায়গাটায় ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছিল। আহসান হেসে বলল, 'আমার হাত কাটলে তোমার তাতে কি?'

'আমার কিছু না?'

'কী? সেটাই তো জানতে চাচ্ছি।'

'আমার সামনে একটা মানুষ রক্তারক্তি হবে আমার কষ্ট লাগবে না?'

'শুধুই কি মানুষ? আর কিছু না?'

নওশিন মুচকি হেসে বলল, 'কথা বলবেন নাতো। এখনো রক্ত ঝরছে। রক্ত বন্ধ করা দরকার।'

আহসান বলল,

'হে রক্ত তুমি বয়ে চলো নিরবধি—

তোমার অসিলায় বউটি আমার পাশে থাকে যদি।'

নওশিন বলল, 'কীসব অলক্ষুণে কথা বলছেন? রক্ত বয়ে চলবে কেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসব বাজে কথা আর কখনোই বলবেন না।'

নওশিনের এই একটু কথায় আহসানের বুকে শীতল এক অনুভূতি হলো। মনে হলো বুকের ওপর দিয়ে শান্ত একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

আরেকদিনের ঘটনা। '*আলোর খেয়া*' নামে আহসানের একটা বই প্রচুর বিক্রি হচ্ছিল। অল্প কদিনেই বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়ল। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হলো এই সাফল্যে ওরা আহসানের ফুল ফ্যামিলিকে সম্পূর্ণ ওদের খরচে বিশ্বের যেকোনো দেশে ঘুরিয়ে আনতে চায়।

এই খুশিতে পরিবারের সবাই খুশি হলেও নওশিনের খুশিটা ছিল চোখে পড়ার মতো। সে সবার সামনে কিছু বলল না। খুশি প্রকাশ করল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমভাবে। আহসানকে ইশারায় রুমে ডেকে নিয়ে ওর কপালে বাচ্চাদের মতো করে কাজলের ফোঁটা এঁকে দিলো। আহসান বলল, 'একী আমার কপালে কাজলের ফোঁটা এঁকে দিচ্ছ কেন? আমি কি বাচ্চা নাকি?'

'বাচ্চা না। আমার দাদিকে দেখতাম ছোটবেলায় আমাদের গোসল করানোর পর কপালে কাজলের ফোঁটা দিতেন। দিয়ে বলতেন— আমার সোনামানিকের কপালে দিলাম কাজলের ফোঁটা। বদ নজর তুই দে এবার বাইরে হাঁটা। তাই আমিও দিলাম।'

'তো? আমি কী তোমার সোনামানিক নাকি?'

'সোনামানিক না। তবে আপনি আমার হাজব্যান্ড। আপনার আজকের এই জনপ্রিয়তায় কারও যেন নজর না লাগে সে জন্যই এ ব্যবস্থা।'

আহসানের চোখে পানি এসে গেল। ও জানে এর সবই এক ধরনের কুসংস্কার। কাজলের ফোঁটায় কখনই বদনজর কাটবে না। কিন্তু নওশিনের এই সরল ভালোবাসায় আহসানের এত আনন্দ লাগল যে, খুশিতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

এই সরল মেয়েটা এভাবে আহসানের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারে ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। আহসান পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। রাবেয়া বললেন, 'কি বাবা, কাঁদছ নাকি?'

আহসান ভেজা গলায় বলল, 'না মা, কাঁদছি না। কাঁদব কেন?'

'যে চলে গেছে তার জন্য শুধু শুধু ভেবে কী আর হবে? এই দেখো,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বুকে পাষাণ বেঁধেছি না? ওর বাবাও সব শোক ভুলে গেছেন। ভুলে গিয়ে কাজ-কারবারে মন দিয়েছেন। বেয়াইন সাহেবার কাছ থেকে শুনলাম, তুমি সারাদিন মন খারাপ করে থাক, কোথাও বের হও না। এটা তো ঠিক না বাবা। এমন করলে তো তোমার শরীর খারাপ করবে। তোমার ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবে।'

আহসান দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি কী করব মা? কোনো কাজেই মন বসাতে পারছি না। নিজেকে কেন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'ওমা, তুমি কেন নিজেকে অপরাধী ভাবছ? কলঙ্কিনীটা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরে বদমাইশটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। এতে তোমার তো কোনো দোষ নেই।'

'মা, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম নওশিনের জীবনে পরিবর্তন এনে দেবো। আমি ব্যর্থ। আরও কিছুটা চেষ্টা করলে হয়তো আমি সেটা করতে পারতাম।'

রাবেয়া শাসনের সুরে বললেন, 'সেসব কথা একদম মন থেকে ভুলে যাও। তুমি যতটা করেছ, এই অনেক। তোমাকে যেই জন্য ডেকেছি, সেটা এখন মন দিয়ে শোনো। তোমার মা সায়মা নামে এক মেয়ের কথা বলছিলেন। খুব ভালো মেয়ে। তুমি নাকি বিয়েটা করতে রাজি হচ্ছ না?'

আহসান বলল, 'মা তো বলেছিলেন। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে। যদি ও ফিরে আসে?'

'আসবে না। ঘর ছেড়ে যাওয়া মেয়ে ফিরে এলেও আমরা তাকে বুকে টেনে নেব কেন? তোমার শ্বশুরও মন থেকে সব মুছে ফেলেছেন। সে যদি কোথাও হারিয়ে যেত, আমরা তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। সে গিয়েছে নিজের ইচ্ছায়। গিয়েছে ভালো হয়েছে। আমাদের সন্তান আগেও তিনটা ছিল এখনো তিনটা। হামীম, তাসনিয়া, আর তৃতীয়টা হচ্ছ তুমি। ওই মেয়ে আমাদের কেউ না। আমরা ওর ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছি। ও এখন আমাদের কাছে মৃত।'

রাবেয়া আকুল কণ্ঠে বললেন, 'বাবা আমি তোমার একজন মা হিসেবে অনুরোধ করছি। আমি চাই না তুমি ওর কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পাও। তুমি পুরুষ মানুষ। বিয়ে না করে কয়দিন থাকবে? তুমি সায়মা মেয়েটাকে বিয়ে করো। আমি আর বেয়াইন সাহেবা মেয়েটাকে দেখে এসেছি। খুব মিষ্টি

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়ে। যতটুকু বুঝলাম সে তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমার লেখালেখির ভীষণ ভক্ত। তুমি আর না করো না।'

সায়মার কথা উঠতেই আহসানের মনে পড়ল, অনেক দিন হলো ওদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না।

২৪

শামিম বাসায়ই ছিল। মাদ্রাসায় পরীক্ষার বন্ধ চলছে। পড়াশোনায় শামিম অন্যদের তুলনায় অনেকটা এগিয়েছে। দীর্ঘদিন পড়াশোনা বন্ধ থাকার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ছুটিতে বাসায় এলেও সারাক্ষণ কিতাবে মুখ গুঁজে বসে থাকে। সায়মা আহসানকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনার ছাত্র তো এখন কিতাব ছাড়া আর কিছু বোঝে না। শিক্ষক সাহেবের শ্রম মনে হয় সার্থক হচ্ছে।

আহসান বলল, 'ওর পেছনে আমি শুধু একা না, সব শিক্ষকরাই যথেষ্ট শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ শামিমকেও। ও এই শ্রমের মর্যাদা রেখেছে। আচ্ছা, তোমার আব্বা কোথায় শামিম? উনাকে দেখছি না যে?'

সায়মা বলল, 'আমার এক ফুফু অনেকদিন পর আমাদের দেখতে এসেছিলেন। আব্বাকে উনি কয়েকদিনের জন্য উনার বাসায় নিয়ে গেছেন।'

আহসান বলল, 'ও।'

মেহমানের সামনে দেওয়ার মতো বাসায় তেমন কিছু ছিল না। সায়মা শামিমকে ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠাল। সায়মার হাতে এখন সব সময়ই কিছু না কিছু টাকা-পয়সা থাকে। বাসায় বসে টুকটাক টিউশনি করে আগে সংসার চলত। এখন উপার্জন আরও বেড়েছে। আহসানের পরামর্শে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ওপর একটা কোর্স করছে সে। কোর্স চলাকালীনই এটা-সেটা বানিয়ে আয় করতে শুরু করেছে।

ডিজাইনিংয়ের কাজের মূলধন হচ্ছে সৃজনশীলতা। সৃজনশীল মনোভাব না থাকলে এই লাইনে সফল হওয়া কঠিন। সায়মার মধ্যে এই গুণটা আছে। এরই মধ্যে নামিদামি ফ্যাশন হাউজগুলো ওর পাঠানো স্যাম্পল

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পছন্দ করেছে। ওদের কাছ থেকে কিছু কাজের অর্ডারও পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

আহসান সায়মার উদ্দেশে বলল, 'আপনি কেমন আছেন সায়মা?'

সায়মা দরজার আড়াল থেকে ছোট্ট শব্দে জবাব দিলো, 'ভালো।'

'বিয়েতে যাননি কেন আপনারা?'

'যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। বিয়ের দিন হঠাৎ বাবার অসুস্থতা বেড়ে গেল। আর যাওয়া হলো না।'

'আমি আসলে দুঃখিত। এই কদিন আপনাদের কোনো খোঁজ নিতে পারিনি। মানসিকভাবে ততটা ভালো ছিলাম না। তাই...'

আহসানের কথা শেষ হবার আগেই সায়মা মৃদু গলায় বলল, 'জানি। আন্টি আমাকে সবই বলেছেন।'

'মা আর কী কী বলেছে আপনাকে?'

'বলেছেন তো অনেক কিছুই। আপনি এখনো সারাক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকেন, এই সব।'

'আপনার ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স কেমন চলছে?'

'এইতো। ভালো।'

'কতদূর এগিয়েছেন?'

'অনেকটাই।'

'আপনার আব্বা ফুফুর বাসা থেকে কবে আসবেন?'

'জানি না।'

'উনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?'

'ভালো।'

আহসান হেসে বলল, 'আপনি তো দেখছি আজ সব প্রশ্নেরই অল্প কথায় জবাব দিতে চাচ্ছেন? মন ভালো নেই নাকি আপনার?'

সায়মার আসলেই মন ভালো নেই। প্রিয় লেখকের জীবনের ওপর দিয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য সে এখনো কষ্ট পাচ্ছে। নওশিনকে এখন তার কেবলই বেলালের স্ত্রী মালিহার মতো মনে হচ্ছে। ফেরেশতার মতো স্বামীকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া যার আর কোনো কাজ নেই। সায়মা মৃদু গলায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলল, 'ভাবীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, না?'

আহসান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'খোঁজ করে আর লাভ কি? সে গিয়েছে নিজের ইচ্ছায়। আমি খোঁজ নিলেই কি ফিরে আসবে?'

'ফারিহাও অনেক কষ্ট পেয়েছে, না?'

'ফারিহাকেও আপনি চেনেন নাকি?'

'হু। আন্টি ওর কথাও সেদিন বলেছিলেন। আপনার শাশুড়িও খুব ভালো একজন মহিলা। ভাবী হয়তো উনার মতো হননি।'

আহসান বলল, 'জানি না। সবাই হয়তো সবার মতো হয় না। কারও কারও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সব সময়ই সবার থেকে কিছুটা ডিফরেন্ট। যা হোক, বাদ দেন এসব। আমি আসলে আজ আরও একটা উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। মা সেদিন কিছু একটা বলছিলেন। এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।'

সায়মা এই প্রশ্নে কিছুটা লজ্জিত হলো। আহসান সরাসরি এই প্রশ্ন করবে ও বুঝতে পারেনি। বলল, 'এসব বিষয়ে বাবা আছেন, তিনি যা ভালো মনে করেন। আমি আর কী বলব?'

'তবুও। আপনার মতামত এক্ষেত্রে খুবই ইমপোর্টেন্ট। আমি একজন বিপত্নীক মানুষ। একজন বিবাহিত মানুষকে আপনি স্বামী হিসেবে কতটা মেনে নিতে পারবেন, সেটা আমার জানা দরকার।'

আহসানের এই কথার কোনো জবাব দরজার আড়াল থেকে পাওয়া গেল না। আহসান বলল, 'সায়মা, আপনি নিঃসংকোচে সবকিছু বলতে পারেন। আমি আসলে এগুলো জানার জন্যই এসেছি। বিয়ের আগে দুজনই দুজনকে দেখার বা জানার অধিকার রাখে। আমি আপনাকে দেখতে চাচ্ছি না। যেহেতু আমার দুজন মা এসে আপনাকে দেখে গিয়েছেন। আপনাকে তাদের পছন্দও হয়েছে। আমার কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার মতামত।'

সায়মা তবুও কিছু বলতে পারল না। গল্প-উপন্যাসের বইয়ে এতদিন সে পড়ে এসেছে মেয়েদের নাকি বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। ও ভেবেছিল, এগুলো লেখকদের একটা কল্পনা। পুরুষরা বলতে পারলে মেয়েরা কেন পারবে না? কিন্তু এই প্রথম তার মনে হচ্ছে, কিছু কিছু কথা মুখ ফুটে বলতে পারা মেয়েদের জন্য আসলেই কঠিন। পুরুষরা যা পারে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়েরা তার সবই পারে না। কিছু কিছু জায়গায় মেয়েরা দুর্বল। সৃষ্টিকর্তা সেসব ক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই মেয়েদের সবল করেননি। যদি করতেন তাহলে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য আলাদা করা যেত না। পুরুষরাও এতটা আকৃষ্ট হতো না মেয়েদের প্রতি। এই পার্থক্য আছে বলেই জগৎটা এত সুন্দর।

আহসান বলল, 'আপনি কিন্তু কিছু বলছেন না। কিছু না বললে বুঝব, আমাকে আপনার পছন্দ না। অপছন্দের কথাটা তাই সরাসরি বলতে পারছেন না।'

সায়মা আঁতকে ওঠল। ও একজন অতি সাধারণ মেয়ে। আহসানের মতো অসাধারণ মানুষটিকে ভালো না লাগার কোনো কারণ ওর কাছে নেই। এরকম মানুষকে একান্ত আপন করে পাওয়া, এ তো ওর কাছে এক স্বপ্নের মতো; কিন্তু সমস্যা একটাই। এই কথাগুলো সায়মা কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। বুকের ভেতরে কথাগুলো ছটফট করছে বলার জন্য। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, বলতে পারছে না।

সায়মা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'আপনার জন্য আমি একটা পাঞ্জাবি বানিয়ে ছিলাম। এটা আমার করা প্রথম ডিজাইন। ইচ্ছে ছিল যার উৎসাহে এতদূর পৌঁছেছি, তার বিয়েতে আমার প্রথম করা জিনিসটা উপহার দেবো। আর তো যাওয়াই হলো না।'

আহসান বলল, 'আমি কি সেটা শুনতে চাচ্ছি সায়মা? ঠিক আছে, আমি না হয় চলেই যাচ্ছি। মাকে গিয়ে বলব, এই বিয়েতে আপনার মত নেই।'

সায়মা লজ্জিত গলায় বলল, 'ওমা, এই জন্য রাগ করে চলে যেতে হয় নাকি? বসুন না প্লিজ, শামিমকে দোকানে পাঠিয়েছি। ও এখনই এসে যাবে। আরেকটা কথা...।'

সায়মা কিছুটা সময় নিল। আহসান অপেক্ষা করছে শোনার জন্য। সায়মা আড়ষ্ট গলায় বলল, 'শুনেছি, লেখকরা মানুষের মনের কথাগুলোই কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেন। আপনি দেখছি অতি সাধারণ একটা মেয়ের মনের ভাষাই বুঝতে পারছেন না!'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৫

কুমিল্লা বালিকা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস আফসানা রহমান হসপিটালে এক রুগীর বেডের সামনে বসে আছেন। এই রুগীকে কিছুদিন আগে এখানে তিনিই ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

: রুগীর নাম নওশিন।

: বয়স একুশ বছর।

: ঠিকানা (রুগী কোনো ঠিকানা দিতে চায়নি)

: ফোন নাম্বার (কোনো ফোন নাম্বারও দিতে চায়নি)

এখানে আনার আগে মেয়েটিকে এক নারী পাচারকারী দীর্ঘ পনেরো দিন একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিল। যেদিন উদ্ধার হলো, সেই রাতেই তাকে দুবাই পাচার করা হতো। যে ফ্ল্যাটে মেয়েটিকে আটকে রাখা হয়েছিল, আফসানা রহমান তার ঠিক বিপরীত দিকের বাড়ির চারতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

কদিন ধরেই তিনি লক্ষ করছিলেন তার মুখোমুখি বাড়িটির চারতলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় প্রায়ই একটা মেয়েকে দেখা যায়। মেয়েটির চালচলন, সাজ-পোশাক কেমন যেন উগ্র। এই ফ্ল্যাটটাতে এতদিন কাউকে দেখা যেত না। এতদিন খালিই ছিল, নাকি ভাড়া দেওয়া ছিল তিনি বুঝতে পারতেন না। কিন্তু গত প্রায় মাসখানেক ধরে তিনি এই উগ্র পোশাকের মেয়েটিকে দেখে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মেয়েটিই হয়তো ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। নিতেই পারে। এতে কারও ভাবার তো কিছু নেই। আফসানা এতদিন তার উগ্র চালচলন দেখে মনে মনে শুধু ঘৃণাই করে আসছিলেন।

কিন্তু মেয়েটিকে তিনি সেদিনই সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করলেন। যেদিন দেখলেন বেশ কয়েক মাস আগে, ছবিসহ পত্রিকার নিউজে আসা এক নারী পাচারকারীর সঙ্গে মেয়েটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এই সন্দেহ থেকেই তিনি ওই বাড়িটির দারোয়ানের সঙ্গে একদিন কথা বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের বিল্ডিংয়ের চারতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া কতদিন যাবৎ ওঠেছেন? আগে তো ফ্ল্যাটটা খালি দেখতাম।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দারোয়ান মতিউর মিয়া আফসানা রহমানকে ভালো করেই চিনেন। শুধু দারোয়ান কেন, এই এলাকার সবাই তাকে একজন পর্দানশীল, সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং বাচ্চাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করে। দারোয়ান বলল, 'ফ্ল্যাটটা তো খালি ছিল না। ম্যাডাম, এক ভদ্রলোক বছরখানেক হয় এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন। ভদ্রলোক একজন ডান্সার। খুব ভালো গানও নাকি করেন।'

'হু। তো, তিনি কি ফ্যামিলিসহ থাকেন?'

'না ম্যাডাম। উনার ফ্যামিলির কেউ এতদিন এখানে ছিল না। উনিই আসেন অনেক দিন পরপর। মাঝেমাঝে কোনো মেয়েকে উনার সঙ্গে দেখা যায়। আমরা জানতে চাইলে বলেন, এরা উনার নাচের স্টুডেন্ট। নাচের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে। আমরাও আর কিছু বলি না।'

'আই সি। লাস্ট কবে তিনি এসেছিলেন?'

'গতকালও তো এসেছিলেন। তবে এখন উনার ওয়াইফও এখানে থাকেন।'

'কীভাবে বুঝলেন উনার ওয়াইফ এখানে থাকেন?'

'পনেরো দিন আগে একটা মেয়েকে নিয়ে এলেন—বোরকা পরা। দেখে মনে হচ্ছিল অসুস্থ। সঙ্গে অন্য আরেকটা মেয়েও ছিল। এই মেয়েটাকে আগেও দেখেছি। কেমন যেন উগ্র টাইপ চলাফেরা। আমি বোরকা পরা মেয়েটার পরিচয় জানতে চাইলাম। স্যার বললেন, আমার ওয়াইফ। অসুস্থ। ওর চিকিৎসা হবে। কয়েকদিন এখানে থাকবে।'

'হু। উগ্র মেয়েটির ব্যাপারটা তো বুঝলাম। বোরকা পরা মেয়েটিকে এরপর থেকে কখনো বাইরে বের হতে দেখেছেন?'

'না ম্যাডাম, দেখিনি। অসুস্থ মানুষ এই জন্যই হয়তো বের হননি।'

আফসানা ঘটনা বুঝে ফেললেন। অসুস্থ-টসুস্থ কিছু না। এই ঘরে নিশ্চয়ই এমন কাউকে রাখা হয়েছে, যাকে পাচার করা হতে পারে। আর ওই উগ্র মেয়েটি পাচারকারী বদমাশটার সঙ্গী। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টা থানায় ফোন করে জানালেন। পুলিশ এলো এবং মেয়েটিকে উদ্ধার করা হলো। জানা গেল মেয়েটিকে তার বাড়ির সামনে থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। কিডন্যাপ হবার দিন মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে সিএনজি করে একা একা বাবার বাড়ি যাচ্ছিল।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিডন্যাপ হবার পর থেকে মেয়েটি কোনো খাবার খেতে চাইত না। না খেয়ে এবং ভয়ে দিনদিন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। উদ্ধার হবার পর আফসানা তাকে এই হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন।

হসপিটালে তাকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আনা হলো। প্রথমবার ছয় দিন রাখা হয়েছিল। এরপর ডাক্তারের পরামর্শে মেয়েটিকে আফসানা তার বাসায় নিয়ে গিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে আবার অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে এখন সে পুরোপুরি সুস্থ।

মেয়েটিকে তিনি চেনেন। এর আগেও একবার ঢাকার যাত্রাবাড়ির মোড়ে মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। কিছু কথাও হয়েছিল তখন।

আফসানা বললেন, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

নওশিন বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন আন্টি?'

'ভালো। তোমার চিঠির কোনো উত্তর পেয়েছ?'

'না। পাইনি।'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম। চিঠি না পাঠিয়ে ফোন করো। দেখেছ? এতদিনেও কোনো জবাব এলো না।'

নওশিন বলল, 'আন্টি, আমি আমার এই কলংকিত কণ্ঠটা ফোনে আর শোনাতে চাচ্ছিলাম না। এই কণ্ঠে আমি আমার ফেরেশতার মতো হাজব্যান্ডকে, মমতাময়ী শাশুড়িকে অপমান করেছি।'

'বুঝলাম, অন্তত একটা এসএমএস তো করতে পারতে?'

'এসএমএস করার পথটাও সোহেল বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাকে কিডন্যাপ করার পর সে আমার নাম্বার থেকেই মা আর আহসানকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে বলেছে, আমি নাকি ওর সঙ্গে পালিয়ে এসেছি।'

আফসানা পুরো ঘটনা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। বললেন, 'এখন তাহলে কী করতে চাও? আহসান, মানে তোমার হাজব্যান্ডকে চিঠি পাঠিয়েছ আজ প্রায় একমাস হতে চলল। কোনো জবাবই তো এলো না। তুমি চিঠিতে আমার ফোন নাম্বার দিয়েছ, সে তো ফোনও করল না?'

'আমি বুঝে গেছি আন্টি। আহসান আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। ওর এতে কোনো দোষও নেই। দীর্ঘদিন একটা লম্পটের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবজায় বন্দি থাকার পরও একটা মেয়ে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে, অস্পর্শা হয়ে ফিরে আসতে পারে, কোনো স্বামী এটা বিশ্বাস করবে?'

এই জন্যই বলছি, 'তুমি সরাসরি আহসানের সামনে গিয়ে হাজির হও। সত্যিটা খুলে বলো। আমার মন বলছে ও তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না।'

'না আন্টি। আমার এই পাপী চেহারা আমি তাকে দেখাতে পারব না। সে সাহস এবং অধিকার কোনোটাই আমার নেই। স্বামী এবং বাবা-মার অবাধ্যতা, পর্দাহীনতাই আমার আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। আমার যা প্রাপ্য ছিল তা আমি পেয়ে গিয়েছি।'

আফসানা বললেন, 'থাক, দুঃখ করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন। আচ্ছা সোহেলের মতো একজন নারী পাচারকারীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল কী করে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

নওশিন কিছুটা সময় নিল। এরপর চোখেমুখে একরাশ ঘৃণা ফুটিয়ে তোলে বলল, 'সে ঘটনা মনে হলে এখন আফসোস হয়। আমার দোষেই আমি ফেঁসেছি আন্টি। সোহেল স্টেজে নাচ-গান করত। আমার কলেজ বান্ধবী মোহিনী একদিন বলল, চল। তোকে আজ একজন অচেনা হিরোর ডান্স শো দেখাব। আমি নাচ-গানের প্রতি অতটা দুর্বল কখনোই ছিলাম না। ফ্যামিলির নিষেধাজ্ঞা তো ছিলই। মোহিনীর বারবার পীড়াপীড়িতে যেতে বাধ্য হলাম। আজ বুঝতে পারছি। সেদিন সেই গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে কী ভুলটাই না আমি করেছি।'

'এরপর? কী হয়েছিল, বলে যাও।'

'সোহেলের চেহারা সুরত সিনেমার নায়কদের মতো। অনুষ্ঠান শেষে মেয়েরা দেখলাম হুমড়ি খেয়ে ওর সঙ্গে সেলফি তুলছে। আমি চলেই আসছিলাম। পেছন থেকে সোহেল ডেকে বলল, আমি বিস্মিত। সব মেয়ে আমার সঙ্গে ছবি তোলার জন্য অস্থির। আপনিই কেবল ব্যতিক্রম।'

আমি বললাম, 'আমি সেলফি-টেলফি তুলতে অভ্যস্ত না।'

'ঠিক আছে। সেলফি না তোলেন। নামটা তো বলতে পারেন। আমি সোহেল, আপনি?'

'আমি নাম বললাম। সেই থেকে পরিচয়। সোহেলকে আমি আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। বান্ধবীরা ওর সম্পর্কে অনেক আজেবাজে মন্তব্য করত। কিন্তু ও এমন কিছু কর্মকাণ্ড করে আমার বিশ্বাস অর্জন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছিল, বান্ধবীদের মন্তব্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতাম। ওদেরকেই বরং অবিশ্বাস করা শুরু করেছিলাম। ভাবতাম ওরা আমাকে হিংসে করছে।'

আফসানা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্টেজ শো ছেলেটার মূল পেশা না। মূল পেশা নারী পাচার করা। পত্রিকায় ওর সম্পর্কে অনেকবার নিউজ বেরিয়েছে। স্টেজ শো করে করে মেয়েদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করাই ওর উদ্দেশ্য। ওর নাচ গান দেখে কোনো মেয়ে পটে গেলেই হলো, ব্যস, সময় সুযোগ বুঝে দুবাই, কুয়েত এসব দেশে পাচার করে দিত। তোমার ভাগ্য ভালো যে, তোমাকে পাচার করার আগে তাকে সময় নিতে হচ্ছিল। কারণ, পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। আচ্ছা আমাকে এটা বলো যে, তুমি কি সব সময়ই কলেজে বোরকা পরে যেতে?'

'হু। কিন্তু মুখ খোলা রাখতাম।'

'গানের অনুষ্ঠানেও সেদিন বোরকা পরেই গিয়েছিলে?'

'হু। কিন্তু মুখ খোলা ছিল।'

'এই জন্যই। সোহেল তোমার চেহারা দেখতে পেরেছিল। অনেকেই বলে পর্দার জন্য মুখ ঢেকে রাখা জরুরি না। অনেক সুযোগসন্ধানী ভণ্ডরাও এই কথা বলে থাকে। এই জন্যই ফ্যাশনেবল বোরকার চল বেড়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে এইটাই পর্দা। যেদিন তোমার সঙ্গে যাত্রাবাড়িতে আমার পরিচয় হয়, তুমিও কিন্তু এমনটিই বলেছিলে। মনে আছে?'

নওশিন লজ্জিত গলায় বলল, 'হু। মনে আছে আন্টি।'

'এখন বুঝতে পারছ তো? শরয়ি পর্দা কতটা জরুরি? তুমি যদি পুরোপুরি পর্দা মেনে চলতে। নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে গানের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস পেত না, লম্পটটার চোখেও পড়তে হতো না তোমাকে। তুমি বেঁচে যেতে।'

'আপনি যাত্রাবাড়িতে সেদিন আপনার ভার্সিটি লাইফে ঘটে যাওয়া ইভটিজিংয়ের একটা ঘটনা বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, সবার ক্ষেত্রে তো আর এমনটা ঘটে না। আজ আমার জীবনেই এমনটা ঘটে গেল। আমি যদি সেদিন আহসানের সঙ্গে আমাদের বাসায় যেতাম, তাহলে এই বিপদে পড়তে হতো না। আহসান আমার সঙ্গে আমাদের বাসা পর্যন্ত

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতে চেয়েছিল। আমি বেচারাকে রাস্তায় সবার সামনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

নওশিন কাঁদছে। আফসানা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেঁদো না। তোমার কিছুই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সব ঠিক আছে। এক কাজ করা যেতে পারে। চলো আমরা তোমার মার সঙ্গে দেখা করে সবকিছু খুলে বলি। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে অবিশ্বাস করবেন না।'

নওশিন ভেজা গলায় বলল, 'না আন্টি। সেই সুযোগ আর নেই। আহসানই যখন আমাকে বিশ্বাস করেনি, মার কাছে গিয়ে আর কিইবা হবে। তা ছাড়া আহসানও হয়তো এতদিনে বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছে। ওর লেখালেখির খুব ভক্ত সায়মা নামে একটা মেয়ে ওকে খুব পছন্দ করে। আমি ফারিহার কাছ থেকে শুনেছি।'

'ফারিহা কে?'

'আমার ননদ। ও কথায় কথায় একদিন বলেছিল, ভাবী তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবতি মেয়ে, যে ভাইয়ার মতো বর পেয়েছ। ভাইয়াও সৌভাগ্যবান তোমাকে পেয়ে। জানো? ভাইয়ার জন্য এক মেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।'

আফসানা বললেন, 'তো? তাতে কী হয়েছে? তোমার ধারণা আহসান সেই মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে?'

'হু।'

'করে ফেললে ফেলেছে। তাতে কী? তুমিও তো তার স্ত্রী। তোমাকে মেনে না নিলে আমরা আইনের আশ্রয় নেব। মানতে বাধ্য করব।'

'না আন্টি। এমন কাজ আমি কখনোই করব না। যে কষ্ট আমি তাকে দিয়েছি। কোন মুখে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? এরচেয়ে ভালো, আহসান নতুনভাবে জীবনটাকে শুরু করে সুখে থাকুক।'

আফসানা অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন। এই মেয়েকে বোঝানোর চেয়ে একটা স্ট্যাচুকে বোঝানো সহজ। তিনি বললেন, 'এখন তুমিই বলো তুমি কী করতে চাও, তোমার মায়ের কাছেও তো যেতে চাচ্ছ না। শোনো মেয়ে, জীবনটা এত সহজ নয়। কোনো বন্ধন ছাড়া জীবনটা নিঃসঙ্গ, একাকী বয়ে বেড়ানো যায় না। কোনো একজন অবলম্বন অবশ্যই দরকার হয়।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন এটা নিয়ে অনেকবার ভেবেছে। ভেবে একটাই পথ বের করেছে। ওর সামনে এখন এই পথটাই খোলা আছে। বলল, 'আন্টি, আমি তো আপনাকে আগেও জানিয়েছিলাম, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতিম অসহায় শিশুদের নিয়ে কাজ করব। ওদের প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে। আমার মনে হয় শিশুদের মাঝে থাকলেই আমি সবকিছু ভুলে বাকি জীবনটা সুন্দরভাবে কাটাতে পারব। আপনি আমাকে হেল্প করুন, প্লিজ।'

২৬

সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আহসান তড়িঘড়ি করে তৈরি হচ্ছে। সকাল সকাল বের না হলে মুশকিল হবে। মুন্সিগঞ্জের একটা সাহিত্য সংগঠন ওকে আজ সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেছে। অনেকদিন ধরেই আহসানের সম্মতি চাচ্ছিল। আহসান বহু কষ্টে সময় বের করে আজকের কথা বলেছে। ওরা গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল। আহসান নিষেধ করেছে। কারণ, মুন্সিগঞ্জ বেশি দূরের পথ না। বাইকে করেই যাওয়া যাবে। গাড়ি-টাড়ি পাঠিয়ে ঝামেলা করার দরকার নেই।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আহসান চুল আঁচড়াচ্ছিল। হঠাৎ নওশিনের খোঁপার কাঁটাটার দিকে ওর চোখ পড়ল। এটা অনেকদিন ধরেই এখানে আছে। নওশিনের স্মৃতি হিসেবে আহসান এখান থেকে এটাকে সরায়নি। নওশিন নেই অনেকদিন হয়ে গেছে। এই স্মৃতি এখন এখানে বেমানান। দুদিন পর এই ঘরে নতুন মানুষ আসছে। তার কাছে নিশ্চয়ই অন্য মেয়ের চুলের কাঁটা দেখতে ভালো লাগবে না?

ফারিহা বলল, 'ভাইয়া, কোথাও যাচ্ছিস?'

'হু। রাতে তোকে বললাম না?'

'কিন্তু বাইরে তো বৃষ্টি। যাবি কীভাবে?'

'যেতে হবে। কোনো উপায় নেই। রেইনকোটটা নিয়ে নেব।'

'বিয়ের কেনাকাটা করবি কবে ভাইয়া?'

আহসান এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'তুই করে নিস। আমি তো সময়ই পাচ্ছি না।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফারিহা বলল, 'ভাইয়া একটা কথা বলব?'

'তাড়াতাড়ি বল। সময় নেই।'

'তুই কি এখনো ভাবীকে ভুলতে পারছিস না?'

আহসান এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, 'এই প্রশ্ন কেন করছিস?'

'সামনে তোর বিয়ে। অথচ তোর মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি না। জানতে চাইলাম কেনাকাটা কবে করবি, সেটাও নিজের ওপর নিতে চাচ্ছিস না। দুদিন পর যে মেয়েটা বউ হয়ে আসছে, এর প্রভাব যদি তার ওপরও পড়ে এটা কি ভালো হবে, বল?'

আহসান বলল, 'তোর এত পাকামো করতে হবে না। যা বলছি তা কর। ফরিদ মামাকে সঙ্গে নিয়ে কেনাকাটা সেরে ফেল। আমি মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরে বাকি সব দেখছি। গেলাম। মা ঘুম থেকে উঠলে, বলিস।'

মোটরবাইকটা সিঁড়ির নিচ থেকে বের করতে যেতেই আহসান গেটে ঝুলিয়ে রাখা চিঠির বাক্সটার সঙ্গে মাথায় আঘাত খেল। প্রায়ই এই সমস্যাটা হয়। বাইকটা বের করার সময় বাক্সটার সঙ্গে একটা না একটা সংঘর্ষ লেগেই যায়। তখন আহসানের মনে হয়, এটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু বাবার স্মৃতি মনে করে আর সরানো হয় না। চিঠির বাক্সটা এখানে বাবা নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন।

আহসানের বাবা হাফিজুর রহমান খান একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তার কাছে প্রচুর চিঠি-পত্র আসত। ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে ওঠে দোতলায়। হাফিজুর রহমান খান এটা পছন্দ করতেন না। ডাকপিয়ন, ফেরিওয়ালা, মাছওয়ালারা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বাড়ির ভেতরের প্রাইভেসি নষ্ট হয়। দরজা খুললেই এই শ্রেণির লোকজন ঘরের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করে। ভেতরে মহিলারা থাকেন। তাদের পর্দার ক্ষতি হয়।

ডাকপিয়নদের যাতে বাড়ির দরজা অবধি ওঠতে না হয়। এই জন্যই হাফিজুর রহমান খান চিঠির বাক্সটা বানিয়ে এনে মেইন গেটের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। হাফিজুর রহমান খানও নেই, চিঠির চলও এখন আর নেই। এসএমএস আর ইন্টারনেটের যুগে কে আর চিঠি পাঠাবে? আহসান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিদ্ধান্ত নিল, মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরে চিঠির বাক্সটা এখান থেকে খুলে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে লাগাবে। আজ আর হাতে সময় নেই।

আহসান তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়ল। ও যদি ভালো করে চিঠির বাক্সটার দিকে লক্ষ করত, তাহলে দেখত বাক্সটায় চিঠি ঢোকানোর মুখ দিয়ে ভেতরে একটা চিঠি দেখা যাচ্ছে।

নওশিনের পাঠানো প্রথম এবং শেষ চিঠি।

২৭

মুন্সিগঞ্জের সংবর্ধনা শেষে ঢাকায় ফেরার সময় আহসান বিপদে পড়ে গেল। বৃষ্টি শুরু হলো আকাশ ভেঙে। বাইক চালাতেই পারছিল না। ঝড়ো বাতাসে মোটরবাইক হেলেদুলে পড়ছিল। সংবর্ধনা কমিটির লোকজন বারবার থেকে যেতে অনুরোধ করেছিল। ব্যস্ততা দেখিয়ে আহসান ওখান থেকে বের হয়ে এলো। এখন দেখা যাচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি। অন্তত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বৃষ্টির আভাস বুঝে তারপর রওনা হওয়ার দরকার ছিল।

এখন বাজে সন্ধ্যা সাতটারও উপরে। বৃষ্টির দিনের সন্ধ্যাকেও গভীর রাত মনে হয়। মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকার দূরত্ব খুব বেশি না। একঘণ্টাও লাগার কথা না। কিন্তু এই ঝুম বৃষ্টি আর তুফানের মধ্যে বাইক চালানো কোনোভাবেই সম্ভব না। আহসান মোটরবাইকটা হাঁটিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশের একটা বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিল।

অনুষ্ঠানের আয়োজক মুসা ভাই তখন ফোন দিলেন। বললেন, 'ভাই, আপনি কোথায়?'

আহসান বলল, 'আমি বেশিদূর এগুতে পারিনি। এই তো মাইল চারেকের মতো এসে বৃষ্টির কবলে পড়ে গেলাম। বৃষ্টির জন্য মোটরবাইক চালাতেই পারছিলাম না। এখন একটা বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছি। বৃষ্টি কমে এলেই বের হয়ে যাব।'

'আজকে আর ঢাকায় যাওয়ার দরকার নেই। ভাই, বৃষ্টি কিছুটা কমলে আবার আমাদের এখানে ব্যাক করেন।'

'না মুসা ভাই, আমাকে আজকে ঢাকায় পৌঁছতেই হবে। গুরুত্বপূর্ণ

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাজ রেখে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমাকে আসতে হয়েছিল।'

'আপনি এখন আছেন কোথায়? জায়গাটার নাম বলুন। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। গাড়ি নিয়ে আমরাই আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসব।'

আহসান বলল, 'জায়গার নাম জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। জেনে আপনাকে জানাচ্ছি। এখন রাখছি তাহলে।'

আহসান ফোন রেখে বাড়ির ভেতরের কাউকে খুঁজতে লাগল। ভেতরের দিকে তাকিয়ে আহসান লক্ষ করল, যেটাকে সে বাড়ি ভেবেছিল, সেটা আসলে কোনো বাড়ি না। খুব সুন্দর, ছিমছাম আবাসিক কোনো মাদ্রাসা বা বোর্ডিংস্কুল টাইপ কিছু। লম্বা বারান্দাওয়ালা দুটা বিল্ডিং। সামনে বিরাট উঠোন। বড় একটা বাগানও আছে উঠোনের বেশ খানিকটাজুড়ে। বাগানে কী কী ফুলের গাছ আছে বাল্বের আবছা আলোয় ততটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে লম্বা বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে হাঁটতে হাঁটতে আহসানের কাছে এসে দাঁড়াল। শুদ্ধ বাংলায় আহসানকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন আঙ্কেল?'

আহসান মৃদু হেসে বলল, 'আমি ঢাকা থেকে এসেছি। তুমি কি এই বোর্ডিংস্কুলেই থাকো?'

'এটা তো বোর্ডিংস্কুল না। আঙ্কেল, এটা হচ্ছে একটা এতিমখানা। মায়ার বন্ধন এতিমখানা। আর হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি।'

'তুমি তো ভারি সুন্দর করে কথা বলো। নাম কী তোমার?'

'আমার নাম হুমায়রা। আপনার নাম?'

হুমায়রা নামটা আহসানের কেমন যেন পরিচিত মনে হলো। মনে হলো কোথায় যেন এর আগে শুনেছে সে। হঠাৎ নওশিনের কথা মনে পড়ল আহসানের। নওশিনকে প্রথম যেদিন ওদের বাসায় দেখতে যায়, সেদিন সে মুন্সিগঞ্জেই একটা এতিমখানায় গিয়েছে, বলেছিল। এটাই সেই এতিমখানা কিনা কে জানে? নাও হতে পারে। মুন্সিগঞ্জে এরকম প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই আরও আছে।

'আঙ্কেল আপনি কি কিছু ভাবছেন?'

'কই, কিছু ভাবছি না তো মামণি।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আঙ্কেল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

'কোথায়?'

'আমাদের মায়া মেম বলেছেন, আপনাকে যেন ঘরে নিয়ে বসাই। ইশ বৃষ্টিতে ভিজে আপনি তো একেবারে একসারা হয়ে গেছেন। আসুন আসুন আমার সঙ্গে আসুন।'

হুমায়রা আহসানকে টেনে নিয়ে একটা ছিমছাম ঘরে বসাল। ঘরটা পরিপাটি। মনে হয় এই মাত্রই কেউ গুছিয়ে দিয়ে গেছে। টেবিলের ফুলদানিতে তাজা গোলাপ শোভা পাচ্ছে। ঘরে ঢোকার আগে আহসান এতিমখানার উঠোনের একপাশে যে বাগানটা দেখেছিল, সম্ভবত গোলাপগুলো সেই বাগান থেকেই আনা হয়েছে। গোলাপ আহসানের প্রিয় ফুলগুলোর মধ্যে একটা। লাল গোলাপ না। গোলাপের ক্ষেত্রে ওর প্রিয় রঙ হচ্ছে সাদা। টেবিলে সাজানো ফুলদানিটিতেও একগুচ্ছ সাদা গোলাপ দেখা যাচ্ছে।

সাদা গোলাপ নওশিন তেমন পছন্দ করত না। আহসানদের বাড়ির ছাদের বাগানেও সাদা গোলাপ আছে। নওশিন সেই বাগান দেখে একদিন বলল, 'সাদা গোলাপের চারা লাগিয়েছেন কেন? গোলাপের নিজস্ব রঙ হচ্ছে গোলাপি। সুতরাং সাদা বা অন্য রঙের গোলাপকে পছন্দের তালিকায় রাখার পক্ষে আমি নেই।'

আহসান বলল, 'তোমার পছন্দকে আমি সম্মান করি। কিন্তু সাদা গোলাপ পছন্দ করার পেছনে আমার নিজস্ব একটা থিওরি আছে।'

'তাই নাকি? কি সেটা?'

'সাদা গোলাপ হচ্ছে শুদ্ধতার প্রতীক। সাদা গোলাপকে দেখে দেখে নিজেকে শুদ্ধ করার একটা তাগিদ হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আরও অনুভব করা যায় মহান সৃষ্টিকর্তার পবিত্র সত্তাকে।'

'বাহ চমৎকার বলেছেন। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকের মুখে এমন চমৎকার কথা শুনব এটাই স্বাভাবিক। এই জন্যই তো পাঠক এবং পাঠিকারা আপনার প্রতি এত আগ্রহী।'

আহসান হতাশার ভঙ্গিতে বলল, 'আফসোস। আমার বউটাকেই এখনো পর্যন্ত পাঠিকার তালিকায় দেখতে পেলাম না।'

নওশিন বলল, 'নাহ। হতাশ হবার কিছু নেই। শীঘ্রই দেখতে পাবেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাবছি একদিন আপনার বইগুলো পড়া শুরু করব, সেই যে শুরু হবে আর থামার নাম নেব না।'

নওশিন আহসানের বই পড়া শুরু করতে পারল না। তার আগেই হুট করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

আহসান মোবাইল ফোন হাতে নিল। মুসা ভাইকে ফোন করা দরকার। উনি এখানকার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। গাড়ি নিয়ে এসে আহসানকে উনার বাসায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। অযথা ঝামেলা করা। একটু পরেই যখন এখান থেকে চলে যাওয়া হচ্ছে, এই ঝামেলাটা না করলেও হতো। আহসান ফোন হাতে নিয়ে রিসিভ কল লিস্টে ঢুকল। তখনই দরজার আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় কেউ বলে ওঠল—

'নিন। তোয়ালেটা নিন। মাথাটা মুছুন। বৃষ্টিতে আপনি ভিজে গেছেন। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে আপনার।'

মেয়ে কণ্ঠের এই কয়েকটা কথা শুনে আহসান চমকে ওঠল। দরজার ওপাশে একদম নওশিনের কণ্ঠ। কথা বলার ভঙ্গি, ঢং সবকিছু নওশিনের মতো। ও এতটাই চমকে গেল যে, বসা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কে? কে আপনি?'

'আমাকে এখানে সবাই মায়া মেম বলেই জানে।'

আহসান অস্ফুট স্বরে বলল, 'মায়া মেম, নওশিন নয়?'

আহসান ভাবল, হয়তো ওর হেলুসিনেশন হচ্ছে। এতক্ষণ নওশিনের কথা ভাবছিল বলেই হয়তো এমনটা মনে হয়েছে। পরক্ষণেই মনে হলো এটা হেলুসিনেশন হতে পারে না। ও নওশিনেরই কণ্ঠ শুনেছে বলেই মনে হচ্ছে। আহসান ইতস্তত গলায় বলল, 'ইয়ে আপনার কি অন্য আর কোনো নাম আছে? আমার খুব পরিচিত একজনের সঙ্গে আপনার কণ্ঠের মিল পাচ্ছি।'

'অন্য নাম আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি না। তা ছাড়া কণ্ঠের মিল তো থাকতেই পারে, তাই না?'

'আমি যতদূর জানি, কণ্ঠের মিল থাকে রক্তের সম্পর্কের কারও সাথে। যেমন আপন দুভাই বা দুবোনের মধ্যে। আমি যার কথা বলছি। আপনার বয়সী তার কোনো বোন নেই।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আগে তোয়ালেটা তো নিন। মাথাটা মুছুন আগে। ঠান্ডা লেগে জ্বর আসতে পারে।'

খুব আপন কারও সঙ্গে যেভাবে আবদার সুরে কথা বলা যায়, আহসান সেভাবে বলল, 'উহু। তোয়ালে নেব না, যদি না আপনার পরিচয়টা বলেন।'

'আবদার করছেন?'

'আপনিও তো আবদারই করছেন। আমি মাথা না মুছলে ঠান্ডা লেগে যাবে, জ্বর আসবে এরকম টেনশন তো আপনিও করছেন।'

'করছি। তো কী হয়েছে? মানবতাবোধ থেকেও তো এই টেনশনটা হতে পারে।'

'তবুও। আমার মনে হয় এখানে শুধু মানবতাবোধ কাজ করছে না। অন্য কোনো বিষয় আছে। বিষয়টা না জানা পর্যন্ত আমি তোয়ালে নিচ্ছি না। আসুক জ্বর।'

'উফ আপনি খুব জেদি মানুষ। ওকে। আপনি যার কণ্ঠের মিল পাচ্ছেন আমি সে-ই। হলো তো? এবার তো মাথাটা মুছতে পারেন?'

আহসান পুরো শিউর হলো, এটা নওশিনেরই কণ্ঠ। তবুও বলল, 'আপনি যদি নওশিন হন, প্লিজ আমার সামনে আসুন। আড়ালে থাকবেন না।'

নওশিন আড়ালে থেকেই বলল, 'নওশিন কি কারও কাছে এখনো সে অধিকার রাখে? সে তো এখন সবার কাছে ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, ঘর পালানো একটা মেয়ে।'

আহসান বলল, 'জানি না। নওশিনের হাজব্যান্ড কেন যেন এটা বিশ্বাস করতে পারছে না।'

'বিশ্বাস না হওয়ার কি কিছু বাকি আছে? একটা ম্যাসেজেই তো সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'একটা ম্যাসেজ স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে ফেলবে এ কথা আমার মনে হয় না। আজকাল সবকিছুই হ্যাক হচ্ছে, মোবাইলের ব্যালেন্স হ্যাক করে টাকা উধাও করে ফেলছে। কম্পিউটার হ্যাক হয়ে বিশাল বিশাল অফিসের সব তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে, আর সামান্য একটা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ম্যাসেজ হ্যাক হতে পারে না?'

'হতে পারে আবার নাও তো হতে পারে?'

'হতে পারার সম্ভাবনাই শতভাগ। কারণ, আমি আমার স্ত্রীকে অল্প কয়েকদিনেই বিশ্বাস করতে পেরেছি। সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এমনটা আমার মনে হয় না।'

নওশিনের চোখে পানি এসে গেল। ভেবেছিল, চোখের পানি আর ফেলবে না। কিন্তু পানিগুলো বড় বেয়ারা। বাঁধ মানতে চায় না।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতও বাড়ছে। বাইরের আকাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু নওশিনের মনের আকাশ এখন আর অন্ধকার না। মেঘ কেটে গিয়ে এই আকাশ এখন পরিষ্কার হওয়ার দিকে। পরিষ্কার আকাশটাকে এখন আর দরজার আড়ালে রাখা যায় না। নওশিন তোয়ালে হাতে মৃদু পায়ে আহসানের সামনে এসে দাঁড়াল। অভিমানী গলায় বলল, 'তাহলে চিঠির জবাব দিলে না কেন? এতদিনে একটা ফোনও তো করতে পারতে?'

এই প্রথম নওশিন আহসানকে তুমি করে বলছে। আহসানের এতে ভালো লাগল, মনে হলো, এই একটা 'তুমি' সব কষ্ট ভুলিয়ে দিতে সক্ষম। আহসানের এও মনে হলো, এই কদিনে নওশিনের বয়সও যেন অনেকটা বেড়ে গেছে। বেড়ে আহসানের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কথা বলার ভঙ্গিতে এসেছে ম্যেচ্যুরিটি। আহসান বলল, 'কেমন আছ?'

নওশিন শুকনো কণ্ঠে বলল, 'কচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে একরকম ছিলাম। যদি এটাকেও এক ধরনের ভালো থাকা বলা হয়, তাহলে বলব ভালোই আছি।'

'তুমি কোন চিঠির কথা বললে বুঝতে পারছি না? আমি তো তোমার কোনো চিঠি পাইনি।'

'নওশিন অবাক হলো। বলল, কোনো চিঠি পাওনি! কুমিল্লা থেকে ডাকে পাঠিয়েছিলাম, তোমার হাতে পৌঁছেনি?'

আহসান এখন বুঝতে পারল, গেটের সামনে ঝোলানো চিঠির বাক্সটা কেন তাকে বারবার আঘাত করছিল। নিশ্চয়ই পিয়ন ব্যাটা চিঠিটা বাক্সে ফেলে রেখে গেছে। আর চিঠি ব্যাটা ভেতর থেকে আঘাত করে করে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে—বাক্সটাকে খোলো। আমি খুবই মূল্যবান চিঠি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভেতরে ঢুকে কাতরাচ্ছি।

আহসান হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। ও বিস্মিত হয়ে বলল, 'অবাক ব্যাপার! চিঠি কেন দিতে গেলে? এই যুগে কেউ চিঠি চালাচালি করার মতো বোকামি করে? নিজেও অপেক্ষা করেছ, অন্যদেরকেও অপেক্ষার আগুনে জ্বালিয়েছ। এমন বোকা মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি।'

চিঠি দেওয়ার কারণটা আহসানকে বলতেও এখন লজ্জা লাগছে নওশিনের। কী বোকামিটাই না হয়েছে। নিজের বোকামিতে মাথার চুলগুলো নিজেরই টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে এখন। নওশিন লজ্জিত গলায় বলল, 'সরি, ভুল হয়ে গেছে আমার। আমি বুঝতে পারিনি চিঠিটা তোমার হাতে পৌছবে না।'

নওশিন এই সময় হঠাৎ আহসানের পায়ে পড়ে কেঁদে ফেলে বলল, 'আমি সেদিন তোমার কথা না শুনে অনেক বড় অন্যায় করেছি। অনেক অপমান করেছি তোমাকে। জানো, এই কষ্টে আমি কতদিন কেঁদেছি? নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না। প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও।'

আহসান বলল, 'আমি মাফ করে দিয়েছি।'

আহসান নওশিনের হাত ধরে উঠিয়ে পাশের চেয়ারে বসাল। নওশিন কাঁদল আরও কিছুক্ষণ। কেঁদে কেটে বুকটা হালকা করার পর চোখের পানি মুছে ভেজা গলায় বলল, 'এবার বলো তুমি কেমন আছ?'

আহসান বলল, 'আমি ভালোই আছি, তোমার খোঁপার এই কাঁটাটা নিয়ে।'

আহসান পকেট থেকে খোঁপার কাঁটাটা বের করে নওশিনের চোখের সামনে তুলে ধরল। ফেলে দেবে বলে সকালে এটা পকেটে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে আর মনে ছিল না; ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস ভুলে যাওয়াও মন্দ নয়। নওশিন গোল গোল চোখে কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে থেকে অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, 'খোঁপার কাঁটা! আমার খোঁপার কাঁটা তুমি পকেটে নিয়ে ঘুরছিলে? কেন?'

'ঠিক ঘুরছিলাম না। ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অবশেষে কেন যেন ফেলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল কোনো একদিন এটার মালকিনকে খুঁজে পাব।'

আহসানের কথা শুনে নওশিন আনন্দিত হলো। ঝলমলে হয়ে ওঠল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুখাবয়ব। ওর মনে হলো, এমন মানুষের স্ত্রী সে হতে পেরেছে, যার স্ত্রী হতে পারা যেকোনো মেয়ের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। বলল, 'বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই? বউ কেমন আছে?'

আহসান বলল, 'বিয়ে এখনো করিনি, তবে...'

'তবে কী?'

'মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। দুদিন পর বিয়ে।'

ঝুপ করে নওশিনের মন খারাপ হয়ে গেল। ঝলমলে মুখটা এক মুহূর্তেই মেঘলা আকাশের রূপ ধারণ করল। ও ভেবেছিল আহসান বলবে—'বিয়ে এখনো করিনি। মাথা খারাপ? বিয়ে করব কেন? আমি তো জানতামই তুমি একদিন ফিরে আসবে।' মেয়ে দেখা হয়ে গেছে শুনে নওশিনের অসম্ভব কষ্ট লাগল।

এরপর সারারাত অনেক কথা হলো দুজনের মধ্যে। কিন্তু নওশিনের মন বিষণ্ণই রইল। আহসান অনেক মজার মজার কথা বলে হাসানোর চেষ্টা করছিল নওশিনকে। সেই সব কথায় বাইরের আকাশটাও যেন চাঁদের আলোয় হেসে ওঠেছিল। কিন্তু নওশিনের মেঘলা আকাশে আর চাঁদের হাসি দেখা গেল না।

সকাল হতেই আহসান বলল, 'নওশিন, চলো আমরা রওনা হই।'

নওশিন বলল, 'আমি হাতজোর করছি। আমাকে কোথাও যেতে বলো না প্লিজ। কচিকচি এতিম, অসহায় শিশুদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাচ্ছি না। ওরা এরই মধ্যে আমাকে আপন করে নিয়েছে। মায়া-মমতা দিয়ে ওদের অসহায়ত্বকে আমি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি ওদের কাছে এখন মায়া মেম। বাকি জীবনটা ওদের মাঝেই কাটিয়ে দিতে পারব। তুমি সায়মাকে বিয়ে করো। ফারিহার কাছ থেকে জেনেছি, ও তোমাকে খুব পছন্দ করে। ও তোমাকে সুখে রাখবে। তোমরা অনেক সুখী হতে পারবে।'

আহসান বুঝতে পারছে না, নওশিন এই কথাগুলো অভিমান করেই বলছে, নাকি এগুলো ওর মনের কথা। আহসান বলল, 'সায়মার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা শুধু দুপক্ষই না, তোমার মা-বাবার দিক থেকেও চূড়ান্ত করা হয়েছে। যেটা সত্য আমি শুধু সেটাই বলেছি। তুমি এখনো আমার স্ত্রী। তুমি ছিলে না বলেই সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল। তার মানে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তো এই না যে, বিয়েটা বাতিল করা যাবে না। সায়মা এবং ওর বাবাকে বুঝিয়ে বললেই উনারা বিষয়টা মেনে নেবেন। এতে এত ভাবনার কি আছে, বলো?'

'ভাবনার অনেক কিছু আছে। তুমি সেটা বুঝবে না। একটা মেয়ে যখন কাউকে পছন্দ করে এবং সে জানতে পারে পছন্দের মানুষটিই তার সারা জীবনের সঙ্গী হতে যাচ্ছে। তখন থেকেই অনেক স্বপ্ন সে দেখতে শুরু করে। আমি তার সেই স্বপ্ন ভাঙতে পারব না।'

'মানুষের কত স্বপ্নই তো অপূরণীয় থাকে। তাই বলে কি জীবন থেমে থাকে? নিশ্চয়ই থেমে থাকে না?'

'জীবন হয়তো থেমে থাকে না। কিন্তু যেটা থাকে সেটাকে জীবন বলে না। স্বপ্নভঙ্গের মাশুল দিতে দিতেই সেটা শেষ হয়ে যায়।'

আহসান কোনোভাবেই নওশিনকে বোঝাতে পারছিল না। বলল, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও আমার কি স্বপ্নভঙ্গ হবে না? আমি কি কষ্ট পাব না?'

নওশিন এর কোনো জবাব দিলো না। বাচ্চাদের ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে গোসল করিয়ে নাশতা খাইয়ে ক্লাসে যাওয়ার তদারকি করতে হবে। এরপর দুটো ক্লাস নওশিনকেই নিতে হবে। এর জন্য নিজেরও প্রস্তুতির ব্যাপার আছে। নওশিনকে না পেলে ওরা গোসল না করে না খেয়েই বসে থাকবে। মায়া মেম ছাড়া ওদের জীবন যেন এখন স্থবির, নিশ্চল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

আহসান বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে আগেও জোর করিনি, এখনো করব না। যেটা তুমি ভালো বোঝো সেটাই করো। ভালো থেকো।'

নওশিন ভেজা গলায় বলল, 'ভালো থেকো তুমিও। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিয়ো। প্লিজ, যদি সম্ভব হয়, মাকে বলো আমাকে মাফ করে দিতে।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৮

পুলিশ সোহেলকে খুঁজে না পেলেও ড্রাইভার কবির মিয়া ঠিকই পেয়ে গেছে। কবির মিয়া তার ইরিনা ম্যাডামের ড্রাইভারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা ট্যাক্সি কিনেছে। এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রী আনা-নেওয়া করে। সে এখন ঢাকা এয়ারপোর্টের তালিকাভুক্ত ট্যাক্সি ড্রাইভার। এরই মধ্যে সে এয়ারপোর্টের অন্যান্য ড্রাইভারদের সঙ্গে খাতির করে ফেলেছে। শুধু খাতিরই না, এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে সে এখন উস্তাদ। সোহেল পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। এয়ারপোর্টে ঢোকার আগেই উস্তাদের নির্দেশে সে ধরা পড়ে গেছে। ট্যাক্সিতে উঠিয়ে তাকে নেওয়া হয়েছে একটা নির্মাণাধীন আটতলা বিল্ডিংয়ের ছাদে। তাকে এখন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

সোহেল কবির মিয়ার নির্দেশে মাথা নিচু করে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর থেকে স্যুট-কোট খুলে নেওয়া হয়েছে। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে ছাদের ওপর প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খালি গায়ে। পা থেকে জুতা-মোজাও খুলে নেওয়া হয়েছে। রোদের তাপে ছাদ গরম হয়ে আছে। গরমে সোহেলের পা এবং শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মাথা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। একটা রশির দুই মাথায় চারটা দশ নম্বরি ইট বেঁধে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ড্রাইভার বাহিনীর একজন বলল, 'উস্তাদ, অর প্যান্টটাও খুইল্যা লই। তাইলে সিন সিনারিডা মজার হইব।'

ড্রাইভার বাহিনীকে মনে হলো খুবই উস্তাদভক্ত। নির্দেশ পাওয়ার আগেই চার-পাঁচজন মিলে সোহেলের প্যান্ট টেনে ধরল। কবির মিয়া বলল, 'প্যান্ট খোলার দরকার নাই। একটা পেন্সিলের ব্যবস্থা কর। ছোড বেলায় স্কুলের মাস্টার সাবগো দেখছি আঙুলের চিপায় পেন্সিল ঢুকাইয়া চাপ দিয়ে ধইরা শাস্তি দিতে। অরে এহন এই শাস্তি দেওয়া হইব।'

উস্তাদের নির্দেশে কয়েকজন ছুটে গেল পেন্সিলের সন্ধানে। ফিরে এলো কলম নিয়ে। দোকানে পেন্সিল পাওয়া যায়নি। কবির মিয়া বলল, 'কলমই সই। সোহেলের আঙুলের ফাঁকে কলম গুঁজে ধরা হলো। প্রচণ্ড ব্যথায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চোখ মুখ কুঁচকে অ্যাঁ অ্যাঁ করে আর্তনাদ করে ওঠল সে।'

কবির মিয়া সোহেলের গালে ঠাস করে থাপ্পর লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'একদম চুপ কোনো আওয়াজ হইব না। মনে আছে তোর চেলা পেলার সামনে আমারে শাস্তি দিয়া মজা পাইছিলি? আজ আমি মজা পামু। আমারে কান্দাইছিলি না? অহন আমি তরে কান্দামু। অই অর কান্ধের ইটগুলা নামা। ইট নামানো হলো। কবির মিয়া বলল, 'এইবার চাইরটার জায়গায় আরও দুইটা ইট বাড়ায়া ছয়টা কইরা দে।'

ড্রাইভার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল উস্তাদের নির্দেশ মানতে। সোহেল কঁকিয়ে উঠে বলল, 'কবির মিয়া কী শুরু করলে এই সব? ছাড়তে বলো আমাকে।'

কবির মিয়া গরম চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোর সাহস তো কম না আমারে নাম ধইরা ডাকতাছস। খাড়া, আইজ তোরে দেহামু ড্রাইভার জাত কী জিনিস। তরে আমি বাপ ডাকায়া ছারমু।'

সোহেল তীব্র যন্ত্রণায় চোখ মুখ বাঁকা করে বলল, 'আপনি আমার বাপ লাগেন। আমারে ছেড়ে দেন।'

কবির মিয়া বলল, 'বাপ ডাকলেও তোরে ছাড়া হইব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত মাইরের উপ্রেই থাকবি। হেরপরে পুলিশের কাছে হেন্ডোবার কইরা দিমু। জীবনে যে কয়ডা মাইয়ার সর্বনাশ করছস, হেইডার হিসাব দিবি তোর পুলিশ বাবাগো কাছে। বুজছস?'

কবির মিয়ার শাস্তিগুলো ব্যতিক্রম। সোহেলের ওপর এরপর চলল—লাল পিঁপড়া থেরাপি। ওর শরীরে লাল লাল কতগুলো পিঁপড়া এনে ছেড়ে দেওয়া হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই থেরাপি কাজে লাগানোর পর পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হলো সোহেলকে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৯

আজ আহসানের বিয়ে। সকাল থেকেই নওশিন মন ভালো রাখার চেষ্টা করছে। মনের ওপর কন্ট্রোল রাখা যাচ্ছে না। বিয়েটা নওশিনের মতামতের ভিত্তিতেই হচ্ছে। সুতরাং মন খারাপ করার প্রশ্ন আসার কথা না। রাতে একটুও ঘুম হয়নি তার। রাত কেটেছে প্রায় নির্ঘুম। ভোর বেলা ফজর নামাজ পড়েই এটা-ওটা করে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে। কোনো ফল হচ্ছে না। মন বারবার বলছে—কাজটা ঠিক হয়নি নওশিন।

'কেন ঠিক হবে না?'

'কেন ঠিক হয়নি বুঝতে পারছিস না? তোর মানুষটা সারাজীবনের জন্য অন্যের হয়ে যাচ্ছে; এরপরও বুঝতে পারছিস না?'

'বুঝে কী করব বল? আমি আহসানের ভালো চেয়েছি, ওর সুখের কথা ভেবেছি, এটা কি ভুল করেছি?'

'ভুলই তো করেছিস। তুই কি পারতিস না তোর স্বামীকে সুখী করতে? তার মনের মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে? ভুল করলি নওশিন তুই। জীবনে চরম ভুল করলি একটা। একজন আলেম জীবনসঙ্গীর মর্যাদা তুই দিতে পারলি না।'

মনের সঙ্গে কথা শেষ হতেই নওশিন কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাঁধভাঙা কান্না। কান্নার শব্দ পৌঁছে গেল রুমের বাইরেও। বাংলা ম্যাডাম মেহেরিন আপা ছুটে এসে বললেন, 'কী হয়েছে আপা? কাঁদছেন কেন?'

নওশিন কেঁদেই যাচ্ছে। কান্না দমানো যাচ্ছে না। মেহেরিন আপা নওশিনের পিঠে সান্ত্বনার হাত রেখে বললেন, 'প্লিজ কাঁদবেন না। বলুন আমাকে, কী হয়েছে?'

নওশিন নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে শুকনো গলায় বলল, 'কিছু হয়নি আপা। আজ আমার জীবন থেকে মূল্যবান কিছু একটা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই খারাপ লাগছিল।'

'থাক, মন খারাপ করবেন না। বাইরে আসুন। বাইরে কারা যেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।'

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নওশিন চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, 'ঠিক আছে আপা। আপনি যান, আমি আসছি।'

রুম থেকে বাইরে এসে নওশিন অবাক হয়ে গেল। ও প্রথমে ভেবেছিল, ভোরের আবছা আলোয় ভুল কিছু দেখছে। ওর ভুল ভাঙল রাবেয়া বেগমের ডাকে।

'কেমন আছিস মা?'

শুধু রাবেয়া বেগমই না, বাইরের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন আফসানা আন্টি, জাহানারা, ফারিহা, তাসনিয়া এবং অন্য আরও একটা মেয়ে। নওশিন ঘোর ভাঙতেই দৌড়ে গিয়ে তাসনিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'মা, তোমরা এখানে! আমি কি কোনো স্বপ্ন দেখছি?'

রাবেয়া হেসে বললেন, 'কোনো স্বপ্ন দেখছিস না। সত্যিই দেখছিস।'

'কিন্তু ফারিহা তুমি? মা আপনারাও এখানে? আজকে তো আপনাদের এখানে থাকার কথা না।'

জাহানারা বললেন, 'আজকে আমাদের এখানেই থাকার কথা মা। আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।'

ফারিহা বলল, 'হু। মা ঠিকই বলেছেন।'

নওশিন বলল, 'কিন্তু আজ না তোমার ভাইয়ার বিয়ে?'

'জি না মেম, আজ ভাইয়ার বিয়ে না। এই পার্ট তিনি আরও আগেই চুকিয়ে ফেলেছেন। নওশিন নামের একটা মেয়েকে বিয়ে করে।'

'মানে? বুঝতে পারছেন না তো? না বুঝলে কিচ্ছু করার নেই। আমি আর কিছু বলছি না। বাকিটা ইনি বলবেন।'

ফারিহা ইশারা করে যাকে দেখাল, সে নওশিনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগে কখনো দেখেনি। নওশিন বলল, 'কে ইনি?'

সায়মা বলল, 'আমি সায়মা। ভাবী, আপনি কেমন আছেন?'

নওশিনের বলা উচিত, 'আমি ভালো আছি। কিন্তু সে কিছু বলতে পারছে না। তার সবকিছু গোলমেলে লাগছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নেই সবকিছু ঘটছে; বাস্তবে না। বাস্তব তো হবে এমন যে, আহসান বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফারিহা বান্ধবীদের নিয়ে আনন্দ করছে। আর বউ সেজে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহসানের জন্য অপেক্ষা করছে সায়মা। কিন্তু এখানে তো এর উল্টোটা ঘটছে!'

সায়মা বলল, 'আহসান সাহেবকে আপনি চিনতে পারেননি। উনি উনার বউকে খুব ভালোবাসেন। কাল বিকেলে উনি আমাদের বাসায় গেলেন। সঙ্গে ফারিহা। আহসান সাহেব আমার উদ্দেশ্যে বললেন, একটা অসম্ভব ভালো মেয়ের কথা আপনাকে বলতে এসেছি, যে আপনার স্বপ্নের সফলতা দেখতে গিয়ে নিজের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাচ্ছে। এখন আমি না পারছি আপনাকে দেওয়া কথা ফিরিয়ে নিতে। না পারছি আমার ফিরে আসা স্বপ্নচারিণীর স্বপ্নহত্যার হন্তারক হতে। আপনিই বলে দিন আমি এখন কী করব?'

আমি বুঝে ফেললাম, উনি আপনার কথা বলছেন। বললাম, 'বেলালের স্ত্রী মালিহা আর ফিরে না এলেও আপনার নওশিন ফিরে এসেছে; এটা তো আনন্দ সংবাদ! এতে এত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কী আছে?'

নওশিন বলল, 'মালিহা কে?'

সায়মা মাথায় হাত দিয়ে অবাক গলায় বলল, 'ওহ গড, আপনি *পাথর সময়* পড়েননি? আহসান সাহেবের লিখা অসাধারণ গল্প।'

নওশিন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'পড়া হয়নি।'

'আপনার তো কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আমার প্রিয় লেখকের বউ হয়েও তার বই পড়া হয়নি? উহু, আপনার কোনো ক্ষমা নেই। এখনই বাড়ি চলুন। আপনাকে মজা বোঝাচ্ছি।'

'সায়মার কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠল। আফসানা রহমান বললেন, হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। বাড়ি যাও। তোমার যাওয়াই উচিত।'

'কিন্তু আন্টি, আমি চলে গেলে এখানকার অসহায় শিশুদের কী হবে? ওদেরকে কে দেখবে?'

আফসানা রহমান হেসে বললেন, 'এখন থেকে তুমি একা না। আমরা সবাই মিলে এদের দেখব, খোঁজখবর নেব। এবার খুশি তো?'

নওশিনের চোখে আনন্দ অশ্রু। ও হঠাৎ লক্ষ করল, কচিকচি শিশুমুখগুলো এরই মধ্যে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্ল্যাকার্ড। প্ল্যাকার্ডে লেখা—

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'প্রিয় মায়া মেম, আপনার জন্য শুভ কামনা। আল-বিদা।'

গাড়িতে বাড়ির পথে যেতে যেতে ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'ভাবী, তুমি নাকি ভাইয়াকে চিঠি পাঠিয়েছিলে? আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। কী লিখা আছে সেই চিঠিতে, বলো না?'

নওশিন হেসে বলল, 'উহু। বলা যাবে না। আমার জীবনে লেখা প্রথম এবং শেষ চিঠিটা না হয় একটা রহস্য হয়েই থাক।'

PDF - RASHED
PDF-

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শেষ চিঠি উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের একটি হচ্ছে ধার্মিক পরিবারের মেয়ে নওশিন। যার বাবা একটি সৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে মেয়েকে মেডিকেল কলেজে পড়াচ্ছেন। যিনি চান, মেয়ে সমসময় ধর্মীয় ধ্যানধারণায় বেড়ে উঠুক।

কিন্তু মেয়ের পছন্দ পশ্চিমা-সংস্কৃতি। ধর্মভীরু মানুষদের ওর কাছে কেমন যেন সেকেলে ও অনাধুনিক মনে হয়। ওর ধারণা এরা নারীদের অধিকারবঞ্চিত রাখতে চায়।

এটা তো নওশিনের ধারণা। কিন্তু আসলেই কি ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো এমন, না এর বিপরীত?

অন্য চরিত্র হচ্ছে তরুণ আলেম লেখক আহসান। অপসংস্কৃতির উত্তাল তরঙ্গের বিপরীত স্রোতধারা তৈরির লক্ষ্যে যে অবিরাম লিখে যায়। যার লেখা থেকে পাঠকরা খুঁজে পায় আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

স্বনামধন্য এ লেখককেই পাত্র হিসেবে নওশিনের বাবা-মায়ের প্রথম পছন্দ। কিন্তু নওশিন? সে কি মেনে নেবে তাদের পছন্দ ও বিশ্বাস? তার নিজের পছন্দ-অপছন্দগুলোরই-বা কী হবে তাহলে?

উপন্যাসটি এমনই কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাবে পাঠকদের।...

B0027

ISBN 9789848 012192

মাকতাবাতুল হাসান

www.boimate.com